৪র্থ বর্ষ
১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০১

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্স (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোন ঃ ৭৬১৩৬৫, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোন ঃ ৭৭৪৬১৪।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد: ٤ عدد: ١٢، جمادى الثانية و رجب ١٤٢٢هـ/ستمبر ٢٠٠١م

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ [illegible] (রেজিঃ) -এর সৌজন্যে নবনির্মিত দক্ষিণ পাথরঘাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সাতক্ষীরা।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: I. Dars-i Quran 2.Dars-i Hadith 3. Research Articles 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

❖ শেষ প্রচ্ছদ ঃ ৩,০০০/=
❖ দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ ২,[illegible]
❖ তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ ২,০০০/=
❖ সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ ১,৫০০/=
❖ [illegible]
❖ [illegible]
❖ [illegible]

[illegible]

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজি ঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
[illegible] ঃ	৫৪০/=	৪৭০/=
[illegible]	৭৪০/=	৬৭০/=
[illegible]	৮৭০/=	৮০০/=

[illegible] ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

[illegible] আত-তাহরীক
[illegible] সাহেব বাজার
[illegible] ৭৫১৭১।

Monthly AT-TAHREEK
Chief Editor : Dr. [illegible] Ghalib.
Editor: [illegible]
Published by : [illegible]
[illegible] Rajshahi, Bangladesh.
[illegible] for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly [illegible]
NAWDAPARA MADRASAH [illegible] RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525. Ph. [illegible] 761741.

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষনা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	১২ তম সংখ্যা
জুমাঃ ছানী ও রজব	১৪২২ হিঃ
ভাদ্র ও আশ্বিন	১৪০৮ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - ইসলামে নারী নেতৃত্ব ০৭
    - ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী
  - রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার মুসলমান ১৭
    - এ.এস.এম. আবদুল হামীদ
  - এক শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ২১
    - সুরজিৎ দাশগুপ্ত
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ২৪
    - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ২৬
  - পরপারের চরাচর
    - বায়েযীদ বিন নিযাম
- কবিতা ২৭
  - বান এসেছে *-মোল্লা আব্দুল মাজেদ*
  - লজ্জা *-আব্দুল মুন'য়েম*
  - অবক্ষয় -মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
  - একটি আদর্শ শিক্ষাঙ্গন *-মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী*
- সোনামণিদের পাতা ২৮
- স্বদেশ-বিদেশ ৩০
- মুসলিম জাহান ৩৫
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৬
- জনমত কলাম ৩৮
- সংগঠন সংবাদ ৪০
- প্রশ্নোত্তর ৪৩
- বর্ষসূচী ৫০

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচলিত ধারায় দেশে কি সৎ ও যোগ্য নেতারা নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসতে পারবেন? কাকতালীয়ভাবে কেউ এসে গেলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতিতে সেটা আদৌ সম্ভব কি-না ভেবে দেখার বিষয়। কারণঃ (১) এখানে প্রার্থী হওয়ার মাধ্যমে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে হয়। সৎ ও যোগ্য লোকেরা কখনোই নেতৃত্ব চেয়ে নেন না (২) এখানে সাধারণতঃ দলভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয় ও তাকে নির্বাচনের জন্য সত্য-মিথ্যা ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। ফলে অন্য দলের কিংবা নিরপেক্ষ কোন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেতা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন (৩) প্রচলিত নির্বাচন প্রথায় অর্থ, অস্ত্র ও দলীয় ক্যাডার বা সন্ত্রাসী লালন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একপ্রকার অপরিহার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অথচ সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিগণ কখনো এসবের ধারে-কাছে যান না (৪) প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচক ও নির্বাচিতদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট গুণাবলী ও যোগ্যতা নির্ধারিত নেই। ১৮ বছরের উর্ধ্বে যেকোন নাগরিক নেতা হবার জন্য ভোটে দাঁড়াতে পারেন বা ভোট দিতে পারেন। ফলে সন্ত্রাসের গডফাদার বলে খ্যাত এবং নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যক্তিদের জন্য এ সিস্টেমে এম,পি বা মন্ত্রী হওয়াটা খুবই সাধারণ ব্যাপার (৫) বর্তমানকালে জাতীয় সংসদ সদস্যগণ জাতির খাদেম হন না, বরং জাতির শোষক হিসাবে গণ্য হন। ফলে মন্ত্রী-এম,পি গণ বর্তমানে জনগণের কাছ থেকে কোনরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হন না। কারণ নির্বাচনের সময় যে অঢেল অর্থের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এমনকি মনোনয়ন পাওয়ার জন্য দলীয় ফাণ্ডে বা দলীয় নেতাদেরকে যে কোটি কোটি টাকার গোপন ও প্রকাশ্য চাঁদা দিয়ে নমিনেশন খরিদ করার প্রতিযোগিতা হয়, তাতে টাকার মালিকেরাই কেবল এম,পি হওয়ার সুযোগ পান। এম,পি হওয়ার পরে তারা তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের কমপক্ষে ১০ গুণ উসূল করে নেবেন, এটা ধরে নেওয়া যায়। অন্যদিকে মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ নেতৃত্ব প্রয়াসীদেরকে রাষ্ট্রের অন্য কোন পদ বা কর্পোরেশন বাগিয়ে দেওয়ার ওয়াদা দিয়ে দলীয় হাইকম্যাণ্ড তাদেরকে আশ্বস্ত করে থাকেন। এমতাবস্থায় সৎ, যোগ্য ও আদর্শ সচেতন লোকেরা কোন হিসাবেই আসেন না (৬) বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় মেধা সম্পন্ন এম,পি-রাও নেতা বা নেত্রীর চাটুকারে পরিণত হ'তে বাধ্য হন। দলনেতার বিরোধিতা করলে ফ্লোর ক্রসিংয়ের আইনের বলে তাকে সংসদ সদস্য পদ হারাতে হয়। এই দুনিয়াবী লাভ ও সুযোগ-সুবিধা হারানোর ঝুঁকি কেউ নিতে চান না। ফলে জাতীয় সংসদ মূলতঃ নিজ দলীয় নেতা-নেত্রীদের প্রশংসা ও অপর দলের কুৎসা গাওয়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৯৯ সালে প্রদত্ত জনৈক অর্থনীতিবিদের হিসাব মতে 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রতি মিনিটে খরচ হয় ১৫ হাযার টাকা। এক মিনিটে একজন সদস্য ১৬০টি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন। ফলে তার প্রতি শব্দে ১০০ টাকা করে খরচ হয়।' অতএব এই মূল্যবান সময় ও মুহূর্তগুলি পরচর্চা ও খিস্তি-খেউড় গেয়ে শেষ করা ও জাতীয় সম্পদের অপচয় করা দ্বীনদার ও জ্ঞানী লোকদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় (৭) দলের নেতাদের কিংবা দেশের বিভিন্ন এলাকাকে খুশী করার জন্য মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো হয়। এই সব পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়। অথচ ৩৩৩ জন এম,পি ও ৭৩ জন মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর বদলে মাত্র ১০ জন উপদেষ্টা নিয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত যেকোন দলীয় সরকারের চেয়ে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দেশ চালিয়ে যাচ্ছেন। মাত্র দেড় মাসেই তাঁরা জনগণের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছেন (৮) পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নেতা নির্বাচন বা পরিবর্তনের কারণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কোন মন্ত্রী বা শাসক সৃষ্টি হ'তে পারেন না। ফলে জাতীয় সংসদ অদক্ষ ও আনাড়ী লোকদের আড্ডাখানায় পরিণত হয় (৯) জনমতের কোন স্থিরতা না থাকায় জাতীয় সংসদে ভিন্ন ভিন্ন মতের লোক সমাগম ঘটে। ফলে জনকল্যাণের ও দেশ পরিচালনার স্থায়ী কোন নীতি ও ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হয় না (১০) 'গণতন্ত্রে মাথা গণনা করা হয় মাত্র। কিন্তু মাথার মধ্যে কি আছে, তা যাচাই করা হয় না'। ফলে এখানে সৎ ও যোগ্য লোকদের মূল্যায়ন ও ক্ষমতায়ন প্রায় অসম্ভব বিষয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা আরও বেশী বাস্তবতার দাবী রাখে (১১) পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এম,পি নির্বাচনের এই হোলি খেলায় হাযার হাযার কোটি টাকার অপচয়ের ফলে দেশে যেমন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তেমনি শত শত লোকের জীবন হানি, গাড়ী-বাড়ী ভাংচুর ও মূল্যবান সম্পদরাজি ধ্বংস হওয়ায় জাতীয় ক্ষতি ও সামাজিক অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নির্বাচন করা 'ফরযে কেফায়াহ', যেমন জানাযার ছালাত। অর্থাৎ উম্মতের দায়িত্বশীল কিছু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যখন পূর্বতন নেতার পরে সৎ ও যোগ্য কাউকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন সকলের পক্ষ থেকে উক্ত 'ফরয' আদায় হয়ে যায় এবং সকলকে তা মেনে নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়। এটা ছালাত ও যাকাতের ন্যায় 'ফরযে আয়েন' নয় যে, উম্মতের প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী-পুরুষকে এব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতেই হবে। এই ফরয হক আদায়ের কঠিন যিম্মাদারী ইসলাম গুণী-নির্গুণ, সৎ-অসৎ, যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের উপরে ন্যস্ত করেনি। বরং এ দায়িত্বের প্রধান হকদার হ'লেন পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সৎ ও যোগ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ। **দ্বিতীয়তঃ** নেতা নির্বাচন বলতে দেশের আমীর বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বুঝাবে, প্রচলিত এম,পি নির্বাচন নয়। আমীর বা প্রেসিডেন্ট হবেন দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ যিম্মাদার। তিনি সৎ ও যোগ্য লোক বাছাই করে একটি মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা মনোনয়ন দিবেন এবং তাদের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি দেশ পরিচালনা করবেন। অতএব কে পার্লামেন্ট সদস্য হবে, সেটা বাছাই ও মনোনয়নের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের। জনগণ কাউকে এম,পি নির্বাচন করে প্রেসিডেন্টের উপরে চাপিয়ে দিতে পারে না। সেটা করলে প্রেসিডেন্ট ও শূরার মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকবে। দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে। এমনকি দেশ ধ্বংস হবে।

তাই আমরা মনে করি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মেয়াদ ভিত্তিক এম,পি নির্বাচনের রক্তাক্ত খেলা বন্ধ করা উচিত। দেশ সেবার নামে দেশ শোষণের বর্তমান অপরাজনীতি বন্ধ করা হউক। নীতি ও আদর্শহীন অসৎ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ করা হউক। দল ও প্রার্থীভিত্তিক প্রচলিত নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করা হউক। সৎ ও যোগ্য, দক্ষ ও নিরপেক্ষ, ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হউক। যিনি পসন্দমত দক্ষ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠন করবেন ও তাঁদের পরামর্শ মোতাবেক দেশ পরিচালনা করবেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের উপরোক্ত প্রস্তাব অবাস্তব ও অসম্ভব বিবেচিত হ'লেও আমরা মনে করি জাতির মুক্তি এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। নইলে নৌকা ও ধানের শীষের পালাবদলে জাতির মুক্তি সুদূর পরাহত। বরং এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, দেশ ও জাতি দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং পৃথিবীর তাবৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলিই বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে অবনতিশীল, অস্থিতিশীল ও শান্তিহীন দেশ। অতএব গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত এম,পি নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামী পদ্ধতিতে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি দান করুন। আমীন!! *(স.স.)*।

বর্ষশেষের নিবেদন

আল্লাহ্‌র রহমতে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক **'আত-তাহরীক'** তার ৪র্থ বর্ষ শেষ করে ৫ম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথমে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। অতঃপর **'আত-তাহরীক'**-এর গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী সকলকে আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র খেদমতটুকু কবুল করুন- আমীন!!

বিঃদ্রঃ 'ইসলামী খেলাফত' মার্চ ২০০০ ও 'নেতৃত্ব নির্বাচন' মে ২০০০ দরসে কুরআন পাঠ করুন। -সম্পাদক।

দরসে কুরআন

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ’তে সাবধান!

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

১. **উচ্চারণঃ** আল-ইয়াওমা নাখ্তিমু ‘আলা আফ্ওয়া-হিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদীহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কা-নূ ইয়াকসিবূনা।

২. **অনুবাদঃ** ‘আজ আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে’ (ইয়া-সীন ৬৫)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(ক) نَخْتِمُ (নাখ্তিমু) ‘আমরা মোহর এঁটে দিব’ خَتَمَ جمع متكلم ছীগা يَخْتِمُ خَتْمًا وخِتَامًا الشَّئَ اوعليه বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ অর্থঃ কোন বিষয় শেষ করা, خَتَمَ الْعَمَلَ ‘সে কাজটি শেষ করেছে’ خَتَمَ الْقُرْآنَ ‘সে কুরআন খতম করেছে অর্থাৎ পুরা কুরআন পাঠ শেষ করেছে; خَتَمَ الْإِنَاءَ। ‘পাত্রটি পূর্ণ করেছে অর্থাৎ তার পূর্ণতা শেষ হয়েছে। আমাদের নবী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ। ‘(মুহাম্মাদ হ’লেন) নবীদের পূর্ণতা দানকারী’ বা সমাপ্তকারী *(আহযাব ৪০)*। يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ‘তাদেরকে (জান্নাতে) মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে’ *(আত-তাত্বফীফ ২৫)*। অর্থাৎ এমনভাবে মোহর করা হয়েছে যার মধ্যে কিছু নতুনভাবে ঢুকবে না বা বের হবে না। ‘পাত্রের মুখ যা দিয়ে বন্ধ করা হয়, তাকেই ‘মোহর’ বলা হয়’। আলোচ্য আয়াতে ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচারকালে আমরা মানুষের মুখে ‘মোহর এঁটে দিব’ অর্থ তাদের মুখ বন্ধ করে দেব।

(খ) تُكَلِّمُنَا (তুকাল্লিমুনা) ‘আমাদের সঙ্গে কথা বলবে’। تُكَلِّمُ ছীগা واحد مؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব تفعيل ‘প্রত্যেক বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে থাকে’ এই নিয়মের অধীনে এখানে ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। কেননা বাক্যে কর্তা হ’ল أَيْدِيْهِمْ ‘তাদের হাতসমূহ’ যা বহুবচন। نَا সর্বনামটি ضمير منصوب متصل হয়েছে এবং বাক্যে ‘কর্ম’ বা مفعول হয়েছে অর্থাৎ ‘আমাদের সঙ্গে’।

(গ) تَشْهَدُ (তাশ্হাদু) ‘সাক্ষ্য দিবে’। ছীগা واحدمؤنث غائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ يَسْمَعُ অতঃপর أَرْجُلُهُمْ ‘তাদের পা সমূহ’ مضاف ومضاف اليه মিলে مركب إضافى হয়েছে। এর মধ্যে اَرْجُلُ ‘কর্তা’ বা فاعل হয়েছে, যা رِجْلٌ -এর বহুবচন। সেকারণ পূর্বের নিয়মে ‘তাশ্হাদু’ ক্রিয়াপদটি স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে।

(ঘ) يَكْسِبُوْنَ (ইয়াক্সিবূনা)ঃ ‘তারা উপার্জন করেছে’। ছীগা جمع مذكرغائب বাহাছ إثبات فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ يَضْرِبُ পূর্বে كَانُوْا অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি (فعل ناقص) বৃদ্ধি করার কারণে يَكْسِبُوْنَ ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদটি চলমান অতীত ক্রিয়াপদে বা ماضى استمرارى -তে পরিণত হয়েছে। ফলে ভবিষ্যৎ কালের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে অতীত কালে অর্থে ‘যা তারা পূর্বে উপার্জন করেছে’ বা তাদের ‘কৃতকর্ম’ অর্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

৪. শানে নুযূলঃ

(১) ছহীহ মুসলিমে আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বসে ছিলাম। এমন সময় তিনি হেসে উঠলেন ও বললেন, তোমরা কি জানো কি কারণে আমি হাসলাম? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যকার কথোপকথনে আমি হাসলাম। বান্দা তার প্রভুকে বলছে, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে রক্ষা করবেন না? তিনি বললেন, হ্যাঁ করব। তখন বান্দা বলল, তাহ’লে আমি আমার নিজস্ব স্বাক্ষী ব্যতীত কারু সাক্ষী মেনে নেব না। আল্লাহ বললেন, তুমি নিজেই আজ তোমার জন্য সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট এবং ‘কিরামান কাতেবীন’ বা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ। অতঃপর তার মুখে মোহর করা হবে এবং তার দেহের অঙ্গসমূহকে বলা হবে যে, তোমরা এখন এই

ব্যক্তির আমল সমূহের ব্যাপারে কথা বল। তখন তাকে ও তার (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) বাকশক্তিকে একত্রে মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে ঐ ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গাদিকে উদ্দেশ্য করে বলবে, দূর হও দূর হও তোমাদেরকেই আমি সর্বদা হেফাযত করেছি'। অর্থাৎ তোমাদের সুখ-শান্তির জন্যই সবকিছু করেছিলাম। আর আজ তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?

ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তাকে বলা হবে, এখনই আমরা তোমার উপরে আমাদের সাক্ষী নিয়োগ করব। তখন বান্দা চিন্তায় পড়বে কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর তার মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং তার উরুকে অপর বর্ণনায় তার গোস্ত ও হাড্ডিকে বলা হবে যে, তোমরা কথা বলো। তখন তারা তার সারা জীবনের আমল সমূহের সাক্ষ্য বর্ণনা করবে। তার নিজের পক্ষ থেকে কোন ওযর পেশ করার সুযোগ যাতে না থাকে, সেজন্য এরূপ করা হবে। এই লোকগুলি হবে কপট মুমিন বা মুনাফিক এবং ঐ ব্যক্তি যার উপরে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন'। এটা এজন্য যে, কাফির-মুশরিক-মুনাফিকরা কখনোই কিয়ামতের দিন নিজেদের দোষ স্বীকার করবে না। বরং তারা বলবে, وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ- 'আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনোই মুশরিক ছিলাম না' *(আন'আম ২৩)*। তখন আল্লাহ তাদের মুখে মোহর মেরে দিবেন এবং তাদের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা দান করবেন। আলোচ্য আয়াতে কেবল হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হ'লেও অন্যত্র চক্ষু, কর্ণ ও চর্মের সাক্ষ্য দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে *(ফুছছিলাত ২০)*। এমনকি নিজের জিহ্বা সেদিন বিপরীত সাক্ষ্য দিবে *(নূর ২৪)*। কেউ কোন কথা লুকাতে পারবে না *(নিসা ৪২)*।

(২) একই মর্মে অবতীর্ণ সূরায়ে *ফুছছিলাত বা হা-মীম সাজদাহ্* ১৯-২৩ আয়াতের শানে নুযূল নিম্নরূপঃ ছহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হয়েছে যে, কা'বা গৃহের নিকটে দু'জন কুরায়শী ও একজন ছাক্বাফী অথবা দু'জন ছাক্বাফী ও একজন কুরায়শী একত্রিত হন। যারা ছিলেন বুঝে কম কিন্তু দেহে ভারী। তাদের একজন বলল, তোমরা কি মনে কর যে, আমরা যা বলছি তা আল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন? জবাবে একজন বলল, যদি আমরা জোরে বলি, তাহ'লে শুনতে পাবেন। আর চুপে চুপে বললে শুনতে পাবেন না।

তিরমিযীর অপর ছহীহ বর্ণনায় এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) কা'বার আড়ালে বসেছিলেন। এমন সময় ঐ লোকগুলি অনুরূপ কথোপকথন করছিল। ঐ তিনজনের একজন কুরায়শী ও দু'জন তার দুই ছাক্বাফী জামাই অথবা একজন ছাক্বাফী ও দু'জন তার কুরায়শী জামাই। আমি তাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে তা পেশ করি। তখন *ফুছছিলাত* ২২ আয়াতটি নাযিল হয়। ছা'লাবী বলেন, ছাক্বাফী ঐ ব্যক্তির নাম আবদু ইয়ালীল (عبد يَالِيل) এবং তার দুই জামাইয়ের নাম রাবী'আহ এবং ছাফওয়ান বিন উমাইয়াহ।[১]

৫. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

দরসে বর্ণিত আয়াতটির সাথে আমরা *হা-মীম সাজদাহ্‌র* ৫টি আয়াত যোগ করে নিতে পারি। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○ حَتّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○ وَ ذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ ○

অর্থঃ 'যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে *(হা-মীম-সাজদাহ ১৯)*। অতঃপর যখন তারা জাহান্নামের নিকটে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে (২০)। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (২১)। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে না- এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তোমরা তাদের নিকটে কিছু গোপন করতে না। তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না (২২)। পালনকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে এধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ' (২৩)।

সূরা ইয়াসীন ৬৫, নূর ২৪, হা-মীম সাজদাহ ১৯-২৩ আয়াত সমূহের মূল বক্তব্য হচ্ছে হাশরের ময়দানে শেষ বিচারের দিন মানুষের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার ভাল-মন্দ সকল আমল সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। কুরআনের অত্র আয়াতগুলি ছাড়াও শানে নুযূলে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বায়োলোজিক্যাল সাইন্স

১. *কুরতুবী ১৫/৩৫২।*

বা দেহবিজ্ঞান আরও অগ্রগতি লাভ করলে হয়ত একদিন এ দুনিয়াতেই এর বাস্তবতা আমরা দেখতে পাব। তখন আর চোর-ডাকাত ধরার জন্য অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না। দেহের রক্ত-মল-মূত্র পরীক্ষায় যদি রোগ শনাক্ত করা যায়। তাহ'লে এমন একদিন অবশ্যই আসা উচিত, যখন তাঁর কৃতকর্ম শনাক্ত করা যাবে।

যাইহোক কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দান বিষয়টি নিঃসন্দেহে অলৌকিক হলেও আল্লাহ্র জন্য তা মোটেই অসম্ভব নয়। বিগত যুগে মূসা, দাঊদ, ঈসা (আঃ) ও শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বহু মু'জিযায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শুক্রকীট থেকে যে আল্লাহ্র হুকুমে জলজ্যান্ত একজন বুদ্ধিমান ও বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হ'তে পারে, সে আল্লাহ্র হুকুমে দেহযন্ত্রের বাকশক্তিহীন অন্যান্য অংশকে বাকশক্তি সম্পন্ন করা কেন অসম্ভব হবে? সত্যিকার ঈমানদার গণের জন্য এতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সন্দেহ-সংশয়বাদী মুনাফিক ও অবিশ্বাসী কাফেরদের বিষয়টি আলাদা।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসির ত্বকের সাক্ষ্য বলতে 'গুপ্তাঙ্গের সাক্ষ্য' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[২] যামাখশারী বলেন, الله عز و جل ينطقها كما أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلامًا 'আল্লাহ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে বাকশক্তি দান করবেন, যেমন তিনি (মূসার সাথে বাক্যালাপকারী) বৃক্ষের মধ্যে বাকশক্তি দান করেছিলেন'। তাফসীরে কাশশাফের খ্যাতনামা লেখক আল্লামা মাহমূদ বিন ওমর যামাখশারী আল-খাওয়ারেযমী (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) মাযহাবের দিক দিয়ে হানাফী হ'লেও আক্বীদায় ছিলেন মু'তাযেলী।[৩] আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত এই খ্যাতনামা মুফাসসিরের তাফসীরের সর্বত্র মু'তাযেলী আক্বীদা বিধৃত।

বর্তমান আয়াতের তাফসীরেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। যেটা তাঁর বর্ণিত উপরের তাফসীরে ফুটে উঠেছে। স্পেনের গ্রাণাডার খ্যাতনামা মুফাসসির মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আবু হাইয়ান আন্দালুসী (৬৫৪-৭৪৫) বলেন, 'তিনি বৃক্ষের মধ্যে বাকশক্তি দান করেছিলেন'- একথা দিয়ে যামাখশারী বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ নিজে মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি। বরং মূসা (আঃ) বৃক্ষের নিকট থেকে কথা শুনেছিলেন। যার মধ্যে আল্লাহ বাকশক্তি দান করেছিলেন। যার কারণে বৃক্ষটি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মূসার সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিল'।[৪] মুহাম্মাদ বিন ওমর ত্বাবারিস্তানী ওরফে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪-৬০৬ হিঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাকশক্তি লাভ ও সাক্ষ্য দান বিষয়টি মু'তাযিলাদের জন্য খুবই কষ্টকর বিষয়। আল্লাহ নিজে কথা বলেন, এটি তাদের মাযহাবের বিরোধী *(কেননা তাদের মতে আল্লাহ গুণহীন সত্তা। তাঁর কথা বলার গুণ নেই। সেকারণে তাদের মতে কুরআন সরাসরি আল্লাহ্র কালাম নয়। বরং সৃষ্ট বস্তু বা মাখলূক্ব।- লেখক)*। তাদের মতে আল্লাহ সরাসরি মূসার সঙ্গে কথা বলেননি। বরং বৃক্ষটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কথা বলেছিল। উক্ত আক্বীদা মতে যদি আমরা বলি যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে ধ্বণি ও বর্ণমালা সৃজন করবেন। তাহ'লে তো স্বাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ হয়ে যান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নয়। অথচ কুরআনের আয়াত সমূহের ও ছহীহ হাদীছ সমূহের প্রকাশ্য অর্থ একথা পরিষ্কারভাবে দাবী করছে যে, উক্ত সাক্ষ্যদান কার্যটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের পক্ষ থেকে হবে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নয়। আর আল্লাহ যেকোন বস্তুতে যেকোন সময় জ্ঞান ও বাকশক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম।[৫]

আহলেসুন্নাত আহলেহাদীছের আক্বীদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের আলোকে সমুজ্জ্বল এবং সালাফে ছালেহীন ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযামের আক্বীদা ও আমলের অনুরূপ। যা পরবর্তীকালে সৃষ্ট অহেতুক যুক্তিবাদের প্রহেলিকা হ'তে মুক্ত। অতএব সে আক্বীদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচারকালে মুনাফিক ও অস্বীকারকারী বান্দাদের নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে রাজস্বাক্ষী হবে, একথা অবধারিত সত্য। সকল যুক্তি মিথ্যা হ'তে পারে। কিন্তু অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ কখনো মিথ্যা হয় না।

অতএব আমাদেরকে একথা বিশ্বাস রাখতে হবে যে, গোপনে কোন গোনাহ বা অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে তা গোপন থাকতে পারে। কিন্তু যার দ্বারা সেই অপরাধ করেছি, সেই প্রাণপ্রিয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে তা গোপন করা যাবে না। ওরাই আমার বিরুদ্ধে ক্বিয়ামতের দিন স্বাক্ষী হয়ে কথা বলবে।

অতএব মুক্তির একটাই পথ খোলা আছে, অপরাধ না করা অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করে ফেল্লেও দ্রুত তওবা করা। কম্পিউটার থেকে যেমন ফাইল মুছে যায়, অনুরূপভাবে খালেছ তওবার দ্বারা সকল গুনাহ মুছে যায়। অথবা আল্লাহ তার সমস্ত গোনাহ ক্বিয়ামতের দিন আড়াল করে রাখবেন। আল্লাহ যেমন সুক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী, তেমনি 'সাত্তার' বা দোষ গোপনকারীও বটেন।

ইমাম আহমাদ জাইয়িদ সনদে উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার পরে অঙ্গসমূহের মধ্যে প্রথম স্বাক্ষী হবে তার 'বাম উরু'। অবশ্য ইবনু জারীর আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করে 'ডান উরু'। বিস্তারিত বিবরণ এই

২. *আবু হাইয়ান আন্দালুসী, আল-বাহরুল মুহীত্ব (বৈরুতঃ ১ম সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯৩) ৭/৪৭১।*
৩. *দাঊদী, ত্বাবাক্বাতুল মুফাসসিরীন (কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহবাহ ১ম সংস্করণ ১৩৯২/১৯৭২) তরজমা নং ৬২৫, ২/৩১৪।*
৪. *আল-বাহরুল মুহীত্ব ৭/৪৭২।*
৫. রাযী আত-তাফসীরুল কাবীর হাশিয়া তাফসীর আবুস সাঊদ ৭/৩৪৫।

যে, ক্বিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে। আল্লাহ তার সম্মুখে তার আমলনামা পেশ করবেন। তখন সে সবকিছু স্বীকার করে তিনবার বলবে اى رب عملت عملت عملت 'হে প্রভু! আমি এসব কাজ করেছি, করেছি, করেছি'। অতঃপর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন ও তার গোনাহসমূহ আড়াল করবেন। পৃথিবীর কেউ তখন আর তার গোনাহ সমূহ দেখতে পাবে না। এ সময় তার নেকী গুলি প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তখন ঐ ব্যক্তি চাইবে যে, সকলে তার নেকী সমূহ প্রত্যক্ষ করুক।

অতঃপর কাফির ও মুনাফিককে ডাকা হবে এবং তাদের সামনে তাদের আমলনামা পেশ করা হবে। তখন তারা অস্বীকার করবে এবং বলবে হে প্রভু! আপনার মর্যাদার কসম! ফেরেশতাগণ নিশ্চিতভাবে এমন কিছু লিখেছেন, যা আমি করিনি। তখন ফেরেশতা বলবে, তুমি কি অমুক দিন অমুক স্থানে অমুক কাজ করোনি? সে বলবে, না হে প্রভু! আপনার ইযযতের কসম! আমি এ কাজ করিনি। তখন আল্লাহ তার মুখে মোহর মেরে দিবেন। আবু মূসা আশ'আরী বলেন, অতঃপর প্রথম কথা বলবে তার ডান উরু। একথা বলে তিনি সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-[৬]

উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোন কাজই লুকানো সম্ভব নয়। কারণ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতীত মানুষ কিছুই করতে পারে না।

অতএব একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, হাত-পা-চোখ-কান-মুখ সবকিছু সাময়িকভাবে আমার হ'লেও এরা মূলতঃ আল্লাহ্র গোলাম। আল্লাহ্র হুকুম পেলেই এরা আমার সবকিছু ফাঁস করে দেবে। অতএব হাত দিয়ে এমনকিছু করা উচিত নয়, যা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যায়। পা দিয়ে এমন পথে হাঁটা উচিত নয়, যা আল্লাহ্র পথে নয়। যবান দিয়ে এমন কথা বলা উচিত নয়, যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কান দিয়ে এমন কিছু শোনা উচিত নয় বা চোখ দিয়ে এমনকিছু দেখা উচিত নয়, যাতে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন। আল্লাহসৃষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাই বান্দার বড় দায়িত্ব। নইলে অতি আদরে লালিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই একদিন মানুষের বিরুদ্ধে যাবে। যার ফলে তাকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

কবি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আ'লা শামী কত সুন্দরই না বলেছেন,

العُمْرُ يَنْقُصُ والذنوبُ تزيدُ

وتُقَالُ عَثْرَاتُ الفتى فيعودُ

هل يستطيعُ جُحُوْدَ ذنبٍ واحدٍ

رجلٌ جوارحُه عليه شُهُوْدُ

والمرءُ يسأل عن سِنِيه فيشتهى

تقليلَها وعن الممات يحيدُ

অনুবাদঃ (১) বয়স কমে যাচ্ছে, গোনাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুবকের পদস্খলন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, অথচ পুনরায় সে তাই করছে (২) কোন ব্যক্তি কি তার গোনাহ সমূহকে অস্বীকার করতে পারবে? অথচ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তার উপরে স্বাক্ষী আছে। (৩) মানুষকে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে কম করে বলতে চায় এবং মৃত্যু হ'তে দূরে যেতে চায়'।

মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, দৈনিক আগত দিবসটি মানুষকে ডেকে বলে 'আমি নতুন সৃষ্ট দিন' (أناخلق جديد)। তুমি আজকে আমার মধ্যে যা কিছু করবে, আমি কালকে অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন তার স্বাক্ষী হব। অতএব তুমি আমার মধ্যে নেকীর কাজ কর। যাতে আমি কালকে তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে পারি। আজকে আমি অতিবাহিত হ'য়ে গেলে তুমি কখনোই আর আমাকে দেখতে পাবে না (অতএব সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্তের মধ্যেই কিছু নেকীর কাজ করে নাও)। রাত্রি এসেও ঠিক অনুরূপ বলে থাকে যেরূপ দিন এসে বলে'।[৭]

কবি মুহাম্মাদ বিন বাশীর বলেন,

مَضَى أَمْسُكَ الأدنى شهيداً معدَّلاً

ويومُك هذا بالفعالِ شهيدُ

فإن تك بالأمس اقترفتَ إساءةً

فَثَنِّ باحسانٍ وأنتَ حميدُ

ولا تُرْجِ فعلَ الخير منك الى غدٍ

لعل غداً يأتى وأنتَ فقيدُ

অনুবাদঃ (১) গত কালকের বিদায়ী দিবসটি তোমার জন্য যথার্থ স্বাক্ষী হিসাবে চলে গেছে এবং আজকের দিবসটি তোমার কার্যাবলীর স্বাক্ষী হবে (২) যদি গত কালকের দিনটিতে তুমি মন্দ কিছু করে থাক, তাহ'লে আজকে তার সাথে সুন্দর একটি কাজ যোগ করে নাও। তাহ'লে তুমি প্রশংসিত হবে (৩) তুমি তোমার কোন ভাল কাজকে কালকের জন্য ফেলে রেখ না। হ'তে পারে কাল ঠিকই আসবে, কিন্তু তুমি হারিয়ে যাবে'।[৮]

৬. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৫৮৪।*

৭. *আবু নাঈম-এর বরাতে কুরতুবী ১৫/৩৫৩।*

৮. *কুরতুবী ১৫/৩৫২-৫৩।*

হাসান বাছরী (রাঃ) বলেন, কিছু লোক আছে, উচ্চাভিলাষ তাদেরকে ভুলিয়ে রাখে। অতঃপর তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় এমতাবস্থায় যে, তাদের আমলনামায় কোন নেকী থাকে না। কেউ বলে যে, আমি আমার প্রভু সম্পর্কে সুধারণা রাখি। তার এ দাবী মিথ্যা। কেননা যদি তাই হ'ত, তাহ'লে সে সুন্দর আমল করত। এ বলে তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন,

وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ ○

অর্থঃ 'পালনকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ' *(হা-মীম সাজদাহ ২৩)*। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, এ ধরনের লোকেরা সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকে। তারা তওবা করে না। অথচ আল্লাহ্র ক্ষমার উপরে ভরসা করে। এভাবে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় নিঃস্ব অবস্থায়। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হা-মীম সাজদাহ ২৩ আয়াতটি পাঠ করেন'।[৯]

অতএব দেহের অবিচ্ছেদ্য স্বাক্ষী হ'তে সাবধান। আদরে লালিত হস্ত-পদাদি যেন নিজের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আল্লাহ আমাদেরকে অন্যায় হ'তে তওবা করার এবং বেশী বেশী নেকীর কাজ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৯. *কুরতুবী ১৫/৩৫৩।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

বেঁচে থেকো 'আত-তাহরীক'

আমাদের প্রিয় পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'** খুব অল্প সময়ে অতি সুনামের সাথে দেশ-বিদেশের অসংখ্য তওহীবাদী মুসলমানের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ্। আমরা **'আত-তাহরীক'**-এর চার বছর পূর্তিতে তার দীর্ঘস্থায়ীত্বের জন্য মহান আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি। বেঁচে থেকো **আত-তাহরীক!**

মসজিদ কমিটি ও মুছল্লীবৃন্দ
মজপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

প্রবন্ধ

ইসলামে নারী নেতৃত্ব

-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী

এই বিশ্ব চরাচরে প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তা'আলা এমন নিগূঢ় রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুধাবন করা সৃষ্টিকুলের পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনি প্রতিটি সৃষ্টিজীবকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতিকেও বিপরীতধর্মী দু'টি শ্রেণী (নর ও নারী) করে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ভিন্ন ভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে দৈহিক গঠন, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসাধারণ শারীরিক শক্তি, বলিষ্ঠতা, সাহসিকতার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অতুলনীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে তাদের দৈহিক গঠন ও মননশীলতার উপযোগী কর্মক্ষেত্র তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। পক্ষান্তরে নারীদেরকে মায়াবিনী, বিশ্বাসিনী, বিদ্বেষিণী, বিলাসিনী, সংসারিনী, কলহিনী, শক্তির পূজারিনী, কোমলতা, কমনীয়তা, আবেগপ্রবণতা, তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা, স্বল্পবুদ্ধিমত্তা, অদূরদর্শিতা ও স্নেহ-মায়া-মমতার বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই গৃহের যাবতীয় কার্যাবলী, স্বামীর কার্যে সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান, স্বীয় ইয্যত হেফাযত, স্বামীর ঘরবাড়ী ও সমাজের প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ, সন্তান গর্ভধারণ, প্রসব ও প্রসবান্তে শরীয়ত নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত দুগ্ধপান করানো, সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্রগঠন ও প্রশিক্ষণ, জন্ম থেকে শুরু করে যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত তাকে আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসাবে গঠন, পারিবারিক সুখ-শান্তি, পরিচ্ছন্নতা, বিন্যাস ও বিনোদনের মহান দায়িত্ব পালনই মুসলিম মহিলাদের প্রকৃত দায়িত্ব।

সৃষ্টির কি অপরূপ লীলা! স্রষ্টার কি অপরূপ কৌশল! রাব্বুল 'আলামীনের অপরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্য লিখতে পারে এমন সাধ্য কার? সৃষ্টির মাহাত্ম্য বুঝতে পারে এমন ক্ষমতা কার? তিনি মানবজাতিকে নর-নারী, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা, নেতা-কর্মী, কালো-ফর্সা, বেঁটে-লম্বা, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিহীন ইত্যাদি ভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকল মানুষকে সমভাবাপন্ন করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই এই কারণে যে, পৃথিবীর সবাই যদি একই শ্রেণীর হ'ত তাহ'লে কেউ কারোর আনুগত্য করত না। ফলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হ'ত। তাই তিনি পুরুষজাতিকে সৃষ্টি করেছেন নেতা, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এবং নারীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন বিনয়ী, নম্র ও আনুগত্যশীলা হিসাবে।

এ সম্পর্কে রাব্বুল 'আলামীনের বাণী-

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ –

'পুরুষগণ নারীদের পরিচালক- এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে (পুরুষকে) অপরের (নারীর) উপর (গুণগত) বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ জন্য যে, তারা (পুরুষেরা) তাদের অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং নেককার স্ত্রীলোকগণ (পুরুষের) অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে' *(নিসা ৩৪)*।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ইবনে কাছীর (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে অনেক অকাট্য দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা নারী নেতৃত্ব নাজায়েয প্রমাণ করেছেন।[১]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছীর (রহঃ) 'খলীফা' বা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হওয়াকে অপরিহার্য বলেছেন।[২]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উপরের আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেছেন, নারী নেতৃত্ব জায়েয নয়। তিনি এর স্বপক্ষে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণসহ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।[৩]

ছহীহ বুখারী শরীফের অন্যতম ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, 'ইমাম খাত্তাবীর অভিমত হ'ল, হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নারীগণ রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হ'তে পারবে না'।[৪]

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ–

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়যাভী (রহঃ) বলেছেন, 'রাষ্ট্রীয় ইমামত বা নেতৃত্ব পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট, এতে নারীদের কোন অধিকার নেই'।[৫]

আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) ও আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন,

فِيْهِمُ الْاِمَامَةُ الْكُبْرٰى وَالصُّغْرٰى–

'পুরুষদের মধ্যেই বড় নেতৃত্ব ও ছোট নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ'।[৬] এখানে الامامة الكبرى দ্বারা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের কথা বুঝানো হয়েছে এবং الامامة الصغرى দ্বারা ছালাতের ইমামতির কথা বুঝানো হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন এক জায়গায় কিছু সংখ্যক পুরুষ, কিছু সংখ্যক বালক এবং কিছু সংখ্যক মহিলা আছে। মহিলাদের মধ্যে একজন কুরআনের হাফেযা ও কামিলে ফার্ষ্টক্লাশ পাওয়া দ্বীনদার পরহেযগার মহিলাও আছেন। কিন্তু পুরুষদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক নেই। শুধু এমন একজন লোক আছেন, যিনি কোন রকমে ছালাত আদায় করাতে পারেন। এমতাবস্থায় ছালাতের সময় হয়ে গেল। এখন ছালাতের ইমামতি করবে কে? ঐ হাফেযা কামিল পাশ মহিলা? নাকি ঐ পুরুষ, যিনি কোন রকমে ছালাত আদায় করাতে পারেন? এ প্রশ্নের জবাবে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনি অবশ্যই বলবেন, ছালাতের ইমামতী করবে ঐ পুরুষ লোকটা, যিনি কোন রকমে ছালাত আদায় করাতে পারেন। এমনকি ইমামের পিছনে প্রথম কাতারে পুরুষগণ, দ্বিতীয় কাতারে বালকেরা ও সর্বশেষ তৃতীয় কাতারে মহিলাগণ দাঁড়াবে। এতে কারো কোন দ্বি-মত নেই।

'ছালাতের ইমামতী পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ' একথা দলমত নির্বিশেষে শুধু পুরুষগণই নয়; বরং বিশ্বের সকল আধুনিক নারী, প্রগতিবাদী নারী, স্বাধীনতাবাদী নারীগণও অকপটে মেনে নেয়। এমনকি পৃথিবীতে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটেওনি। কিন্তু 'পুরুষদের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ' একথা আধুনিক প্রগতিবাদী নারী এবং নারী স্বাধীনতাবাদীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

প্রশ্ন হ'লঃ ছোট ইমামতই (নেতৃত্ব) যখন মহিলারা করতে পারে না, সেখানে বড় ইমামত (রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব) তাদের দ্বারা কিভাবে সম্ভব? যার এক মণ বোঝা বহন করার ক্ষমতা নেই, তার পক্ষে দশ মণ বোঝা বহন করা কিভাবে সম্ভব?

বলা বাহুল্য, মহিলারাও ছালাতের ইমামতী করতে পারবে, যেখানে শুধু মহিলারাই ছালাত আদায় করে। তদরূপ বলতে পারি, মহিলারাও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে পারবে, যে রাষ্ট্রে শুধুমাত্র মহিলারাই বসবাস করে। পৃথিবীতে যদি এমন কোন রাষ্ট্র থাকে, তাহ'লে মহিলারা সে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করতে পারবে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একজন মাত্র পুরুষও বসবাস করে, তাহ'লে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার ঐ পুরুষেরই।

প্রখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেছেন,

الرابع الذكورية– فلا تنعقد الإمامة لإمراة– وان اتصفت لجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال–

১. তাফসীর ইবনে কাছীর (মিসরঃ মোস্তফা মুহাম্মাদ আলী রোড, ১৯৩৭ ইং/১৩৫৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১।
২. ঐ, ১/৭২ পৃঃ।
৩. তাফসীরে কুরতুবী (বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০।
৪. অধ্যাপক রুহুল আমীন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব (ঢাকাঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, তৃতীয় প্রকাশঃ ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ২১। গৃহীতঃ ফৎহুল বারী ৯/১২৮ পৃঃ।
৫. আল্লামা বায়যাভী, তাফসীর আনওয়ার আত-তানযীল (মিসরঃ মোস্তফা বাবী হালাবী, ১৩৫৮ ইং/১৯৩৯ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।
৬. আল্লামা জারুল্লাহ যমাখশারী, তাফসীরুল কাশশাফ (মিসরঃ মাকতাবাতুত তিজারিইয়াতুল কুবরা, প্রথম প্রকাশঃ ১৩৫৪ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৫।

'রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য চতুর্থ শর্ত হ'ল পুরুষ হওয়া। অতএব কোন নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তার মধ্যে যাবতীয় গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাক না কেন এবং দৃঢ়তা ও সংকল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান থাক না কেন'।[৭]

আধুনিক যুগের এক শ্রেণীর আলেম বলেন, الرجال قومون على النساء -এই আয়াতে শুধু পারিবারিক নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কথা বলা হয়নি। ঐ সমস্ত আলেমদের প্রতি প্রশ্ন হ'লঃ দুই বা ততোধিক সদস্য নিয়ে যে পরিবার গঠিত, সে পরিবারের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব যখন আল্লাহ তা'আলা নারীদের উপর অর্পণ করেননি, সেখানে কোটি কোটি পরিবার নিয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত, তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্ব কিভাবে তাদের জন্য বৈধ হ'তে পারে?

উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি হ'তে প্রতীয়মান হ'ল যে, পুরুষগণ নারীদের পরিচালক বা নেতা। সুতরাং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করার অধিকার একমাত্র পুরুষদের। আর নেককার সতী-সাধ্বী নারীদের কর্তব্য হচ্ছে পুরুষদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া এবং সকল অবস্থাতে নিজ সতীত্ব হেফাযত করা এবং পুরুষের উপর অর্পিত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পাওয়ার আশা না করা। আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে এরশাদ করেছেন,

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ-

'আর তোমরা আকাঙ্খা করো না এমন সব বিষয়ে, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন' *(নিসা ৩২)*।

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হ'ল যে, আল্লাহ তা'আলা একজনের উপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর এ শ্রেষ্ঠত্ব শুধু পুরুষদেরকেই নয়, নারীদেরকেও দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্র ভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদেরকে শুধু সমানাধিকারই নয়; বরং পুরুষদের চেয়েও অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইরানে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন,

لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً-

'যে জাতি তাদের নেতৃত্ব নারীর উপর ন্যস্ত করে, সে জাতি কখনও সফল হবে না'।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,

إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا-

'তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকেরা যখন তোমাদের শাসক হবে, ধনীরা হবে তোমাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা কৃপণ এবং তোমাদের নেতৃত্ব নারীদের উপরে অর্পণ করা হবে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের চেয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তোমাদের জন্য উত্তম হবে। অর্থাৎ তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণই হবে তোমাদের জন্য শ্রেয়'।[৯]

প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক যুদ্ধে বিশেষ কারণে না যেতে পেরে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সেখান থেকে এক ব্যক্তি বিজয়ের সু-সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন। বিজয়ের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায়ে শুকর আদায় করেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তির নিকট সেখানকার বিস্তারিত তথ্য জানতে চান। ঐ ব্যক্তি বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে এটাও বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ও শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِيْنَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ-

'পুরুষজাতি তখনই ধ্বংস হয়, যখন তারা নারীদের আনুগত্য করতে থাকে'।[১০]

আলোচিত এরশাদে এলাহী ও হাদীছে রাসূল (ছাঃ) হ'তে সুস্পষ্ট হ'ল যে, ইসলামে নারী নেতৃত্ব জায়েয নয়। আর নারী নেতৃত্ব জায়েয না হওয়ার পেছনে বহুবিদ কারণও বিদ্যমান রয়েছে। সবগুলি কারণ উল্লেখ করলে প্রবন্ধের পরিধি বেড়ে যাবে বিধায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হ'তে শুধু নর ও নারীর শারীরিক গঠনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কে কোন কাজের জন্য কতটুকু উপযোগী।

নারী ও পুরুষের দৈহিক গঠন পার্থক্যঃ

নারী ও পুরুষের শারীরিক উপাদান ও গঠন প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকলেও দৈহিক পার্থক্য এদের কম নয়। সৃষ্টির এটা এক অপরূপ বৈচিত্র্য। শরীর বিজ্ঞানীরা নারী-পুরুষের দেহ নিয়ে বিশ্লেষণ করে যে পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন তা নিম্নরূপঃ

১. মেয়েদের শরীর অম্লধর্মী আর পুরুষদের শরীর ক্ষারধর্মী।

২. মেয়েদের শরীর চুম্বকধর্মী আর পুরুষদের শরীর বিদ্যুৎধর্মী।

৭. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব, পৃঃ ১৯। গৃহীতঃ ইমাম গাযালী, ফাযায়েহুল বাতিনিয়া, পৃঃ ১৮০।
৮. বুখারী শরীফ (দিল্লীঃ রশিদিয়া কুতুবখানা, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৭।
৯. তিরমিযী (দিল্লীঃ রশিদিয়া কুতুবখানা, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১ 'ফিতান' অধ্যায়।
১০. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, নারী (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং)। গৃহীতঃ মুসতাদরাকে হাকিম ৪/২৯১ পৃঃ।

৩. মেয়েদের শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল আর পুরুষদের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল।

৪. মেয়েদের দেহের আকৃতি পুরুষদের দেহের আকৃতি হ'তে অনেক ছোট।

৫. সাধারণতঃ পুরুষের দৈহিক ওযন ১৪০ পাউণ্ড আর নারী দেহের ওযন ১২৮ পাউণ্ড।

৬. পুরুষ দেহের মাংসপেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ আর নারী দেহের মাংসপেশী শতকরা ৩৫ ভাগ।

৭. পুরুষ দেহের হাড়ের ওযন সাধারণতঃ ৭ সের আর নারীর সোয়া ৫ সের।

৮. পুরুষ দেহে শতকরা ১৮ ভাগ চর্বি। নারী দেহে শতকরা ২৮ ভাগ চর্বি। জলীয় অংশও নারী দেহে পুরুষের চাইতে বেশী।

৯. রক্তের লালকণিকা মেয়েদের চাইতে পুরুষদের অনেক বেশী। পুরুষদের এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫০ লক্ষ রক্তকণিকা থাকে, আর মেয়েদের থাকে ৪৫ লক্ষ।

১০. পুরুষদের মগজের ওযন গড়-পড়তা সাড়ে ৪৯ আউন্স এবং নারীদের মগজের ওযন ৪৪ আউন্স। পুরুষের মগজের ওযন সর্বনিম্ন ৩৪ আর সর্বোচ্চ ৬৫ আউন্স। নারীদের সর্বনিম্ন ৩১ আউন্স এবং সর্বোচ্চ ৫৪ আউন্স। (প্রতি আউন্স আড়াই তোলার সমান)। পুরুষের মস্তিষ্ক মগজের সাথে লঘু মস্তিষ্কের সম্পর্ক ১ঃ৮$\frac{৪}{৫}$ । পক্ষান্তরে নারীদের মস্তিষ্ক ১ঃ$\frac{১}{৪}$ । পুরুষের মগজ তার শারীরিক ওযনের তুলনায় ৪০ ভাগের একভাগ আর নারীর ৪৪ ভাগের একভাগ।

১১. নারীর পঞ্চেন্দ্রিয় পুরুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। পুরুষদের ঘ্রাণশক্তি নারীর চেয়ে অনেক প্রবল। পুরুষ যে পরিমাণ ঘ্রাণ অনুভব করতে সক্ষম, নারী তার অর্ধেকটুকু করতে সক্ষম। পঞ্চেন্দ্রিয়ের এই দুর্বলতাহেতুই নারীর আস্বাদন ক্ষমতা কম। ভাল-মন্দের বিচার করা, স্বর পরীক্ষা করা, পিয়ানো সুরের সমালোচনা করা নারীরা সাধারণত পারে না। পুরুষ এ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

১২. নারীর মগজের বক্রতা ও প্যাঁচ পুরুষের চেয়ে অনেক কম। মগজের স্নায়ুমণিতেও বিকট পার্থক্য বিদ্যমান।

১৩. মেয়েদের হৃদপিণ্ড পুরুষের হৃদপিণ্ড থেকে ওযনে ৬০ গ্রাম কম।

১৪. নারীর স্পন্দন পুরুষের চেয়ে মিনিটে ৫টি বেশী।

১৫. শ্বাস-প্রশ্বাসে পুরুষ ঘন্টায় ১১ গ্রাম কার্বন জ্বালাতে পারে আর নারী পারে মাত্র ৬ গ্রাম।

১৬. দৈহিক শক্তিতে নারী পুরুষের চেয়ে অনেক দুর্বল। তাদের শারীরিক শক্তি পুরুষের শক্তির $\frac{৩}{৫}$ ভাগ।

১৭. পুরুষের শরীর সম্মুখ দিকে ভারী আর নারীর শরীর পিছন দিকে ভারী। এ জন্য নারীর মৃতদেহ ভাসে চিৎ হয়ে আর পুরুষের মৃতদেহ ভাসে উপুড় হয়ে। আর এ জন্যই নারীরা হাইহিল জুতা পরে স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটতে পারে।[১১]

উপরে উল্লেখিত পার্থক্য ছাড়াও আরও এত বেশী পার্থক্য নারী ও পুরুষের মাঝে রয়েছে, যা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য এদের দেহে যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পরিপূর্ণ অসামঞ্জস্য। সামঞ্জস্যের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় এক দেহ, এক প্রাণ ও একই উপাদান দিয়ে গড়া। আবার অসামঞ্জস্যের দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এরা স্বতন্ত্র ভিন্ন দেহের সৃষ্টি। এই অসামঞ্জস্যের দিক বিশ্লেষণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইনসাইক্লোপেডিয়া প্রণেতা 'নারী' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

'নারী ও পুরুষের মধ্যে যদিও যৌনাঙ্গ সমূহের গঠন ও আকৃতির পার্থক্যটাই সর্বপ্রধান, কিন্তু পার্থক্য কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই নয়। নারীর মাথা হ'তে পা পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। এমনকি নারী ও পুরুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই একরূপ মনে হয় , সেগুলিও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যহীন'।[১২]

তাছাড়া নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব তাদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى-

'হে নবী! লোকেরা আপনাকে মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলুন উহা কষ্টদায়ক অশুচি' (বাক্বারাহ ২২২)।

ঋতুস্রাবের সময়ে নারীদেহের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই শুধু বিলুপ্ত হয় না, তাদের দেহ-মনেও দেখা দেয় এক ধরনের অসুস্থতা, দুর্বলতা, অক্ষমতা। যার দরুণ অধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণে ছালাত ও ছিয়ামের মত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানও তাদের উপর বর্তায় না।

অনুরূপ সন্তান প্রসবান্তে এবং প্রসবের পূর্বেও মহিলারা শারীরিক ও মানসিক উভয়দিক হ'তে দুর্বল ও অসুস্থ থাকে। তাই সন্তান প্রসবান্তে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ছালাত আদায় করতে হয় না, ছিয়াম পালন করতে হয় না। একটু চিন্তা করলেই অনুধাবন করা যায়, এই সময়গুলিতে যদি তাদের ছালাত আদায় করা, ছিয়াম পালন করাই সম্ভব না হয়, তাহ'লে নেত্রী হয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা কিভাবে সম্ভব হ'তে পারে? ইসলামী শরীয়ত নারীদের এই দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের দায়িত্ব বন্টন করেছে।

---

১১. মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (দঃ), (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০, ১১ ও ১২।
১২. ঐ ২/১২ পৃঃ।

চৌদ্দশ' বছর আগে যে মহাবৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়েছিল, তিনি শুধু পার্থিবজগতের সন্ধান দিয়েই ক্ষান্ত হননি। পার্থিবজগতের যাবতীয় বিষয়ের উপর তাঁর দৃষ্টি অতি সূক্ষ্মভাবেই নিবদ্ধ ছিল। মহাবিজ্ঞানী নাম নিয়ে নারী-পুরুষের দৈহিক, সামাজিক, মানসিক রূপরেখা বিচার করার সুযোগ কোন্ সময় তাঁর হয়েছিল, কি করে এদের চরিত্রকে যাচাই করে অমর বাণী আমাদের জন্য রেখে গেছেন, তা চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হ'তে হয়। নারী-পুরুষের দৈহিক যে পার্থক্য আমরা দেখলাম, তা হ'তে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নারী পুরুষের মত শক্তিশালী, সূক্ষদর্শী, চিন্তাশীল, আবিষ্কারক ও ধৈর্যশীলা নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতায় নারী পুরুষ হ'তে অনেকগুণ কম ক্ষমতার অধিকারিণী। তাদের মগজের গঠনপ্রণালী সহজ ও সরল। পুরুষের মগজের মত অতি সূক্ষ্ম ও জটিল নয়। এজন্যই নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেওয়া সত্ত্বেও নতুন কিছু আবিষ্কার করে জগৎকে মুগ্ধ করতে পারেনি, নতুন থিওরী দিয়ে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারিনি, সুশাসক হয়ে প্রজার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারেনি। দুঃসাহসিক কোন অভিযান করে সমুদ্রগর্ভে, পর্বতশিখরে অথবা মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারেনি। নারী কোন যুগে ধর্মযাজক, ধর্মনেতা বা পয়গম্বর হয়েও আসেনি। জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সাহস, বল-ভরসা যার কম সে পুরুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। পুরুষকে সর্বশক্তি দিয়েই আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন। আর নারীকে করেছেন পুরুষের বাধ্য করে, তার প্রাণে প্রেমের সুধা ঢেলে দিতে। অবশ্য পুরুষের উপর নারীদের অধিকার আছে ন্যায়সঙ্গতভাবে। পুরুষের মনে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষমতা আছে। ভাগে, ভোগে, বিলাসে এবং সংসার যাত্রায় পুরুষের ন্যায় তাদের সমদাবী আছে। তথাপি নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অবধারিত। এটাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। কুরআনও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়।[১৩]

মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং নারীদের উপর তাদের যেরূপ স্বত্ব আছে নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

নারীরা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হ'তে পুরুষদের তুলনায় দুর্বল। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلنِّسَاءُ نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ وَالدِّيْنِ-

'মহিলারা বিচার-বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের দায়িত্বের দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত এই অমীয় বাণীটুকুন বাস্তবতার নিরিখে দেখার জন্য আমার খুবই কৌতুহল হ'ল। তাই বিশ্বের ডায়েরী খুলে ২৩৫টি আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের নাম দেখলাম। কিন্তু এর মধ্যে একজন মহিলা আবিষ্কারকও পেলাম না। অথচ আবিষ্কারকদের অধিকাংশই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মান, সুইডেন, স্কটল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, গ্রীস, রাশিয়া, কানাডা, ইতালী, নরওয়ে ইত্যাদি দেশের অধিবাসী। আমাদের মুসলিম দেশগুলিতে প্রচলিত অর্থের নারী স্বাধীনতা না থাকলেও উপরে উল্লেখিত দেশগুলিতে পুরোপুরি ভাবেই নারী স্বাধীনতা আছে বললেও ভুল হবে না। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর নারী স্বাধীনতাবাদীরা বলে থাকেন যে, নারীদের স্বাধীনতা দিলে তারাও পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে সব কাজই করতে পারবে, বৈজ্ঞানিক হ'তে পারবে, নতুন নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তো তার কোন নিদর্শন দেখছিনা। উপরে উল্লেখিত দেশসমূহে নারীগণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে, মুক্তমনে চিন্তা ও গবেষণা করতে পারে, যেখানে ইচ্ছে সেখানেই যেতে পারে। এককথায় পুরুষেরা যা করতে পারে তারাও তাই করতে পারে। কিন্তু তার পরেও কেন তারা বৈজ্ঞানিক হ'তে পারছে না, নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিতে পারছে না। ২৩৫ জন আবিষ্কারকের মধ্যে অর্ধেক না হ'লেও তো আপাততঃ ৩৫ জন নারী আবিষ্কারকের নাম থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাও নেই। অথচ নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার দাবী পুরুষের সমান! নারী স্বাধীনতাবাদীদের এই অবাঞ্ছিত দাবির প্রেক্ষিতে কয়েক বৎসর পূর্বের আমার এক ঘটনা মনে হচ্ছে।

আমার কোন এক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর আব্বা খুশি হয়ে আমাকে একটি উন্নতমানের ঘড়ি কিনে দিলেন। আমার ছোট ভাই তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আমার ঘড়ি দেখে সেও আব্বাকে বলল, আমাকেও ভাইয়ার ঘড়ির মত ঘড়ি কিনে দিতে হবে। আব্বা বললেন, তোমাকেও ঘড়ি কিনে দিব, তবে শর্ত হচ্ছে- তোমার ভাইয়ার সমান হও এবং তার মত পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট কর। তখন আমার ছোট ভাই বলেছিল যে, আমি ভাইয়ার সমানও হ'তে পারব না, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টও করতে পারব না, কিন্তু আমাকে ঘড়ি কিনে দিতেই হবে।

আধুনিক যুগের প্রগতিশীল নারী স্বাধীনতাবাদীদের দাবীও অনুরূপ। তারা পুরুষদের মত বৈজ্ঞানিক হ'তে রাযী নন, আবিষ্কারক হ'তে রাযী নন, কন্টকময় পিচ্ছিল পর্বতশৃঙ্গে আরোহনে রাযী নন, গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে মুক্তা আহরণে রাযী নন, কিন্তু নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার বেলায় সমান দাবী!

অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস তো দূরের কথা, আমরা যদি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস ও বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য করি, তাহ'লে দেখতে পাই যে, যতগুলি দেশে নারীরা নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এবং করছেন, তাদের অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থাৎ পুরুষদের নিকট হ'তে

১৩. ঐ ২/১৩ ও ১৪। ১৪. ছহীহ বুখারী।

পেয়েছেন। কেউ পিতার পরিচয়ে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষমতা পেয়েছেন। কেউ স্বামীর পরিচয়ে শাসন কর্তৃত্ব পেয়েছেন। নিজ জ্ঞান-গরীমায়, নিজ বাহু বলে, দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে কিংবা সংগ্রাম করে দেশে স্বাধীনতা এনে নেতৃত্ব পেয়েছেন এমন মহীয়সী নারীর নাম পৃথিবীর ইতিহাসে আছে, এমনটি আমাদের জানা নেই। নিম্নে বিশ্বের কয়েকজন নেত্রীর নাম এবং তাঁরা কিভাবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেয়েছেন, তা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করব।-

১. ইসাবেলা পেরনঃ আর্জেন্টিনার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর স্বামী কর্ণেল জুয়ান পেরন ১৯৪৩ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৫৫ সালে আর্জেন্টিনায় সামরিক অভ্যুত্থানের পর জুয়ান পেরন স্পেনে পালিয়ে যান। জুয়ান পেরন ও তাঁর তৃতীয়া স্ত্রী ইসাবেলা পেরন ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালে জুয়ান পেরনের মৃত্যু হ'লে ইসাবেলা পেরন প্রেসিডেন্ট হন।

২. কোরাজন একুইনোঃ ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট। সাধারণ গৃহবধু থেকে তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে কোরাজন একুইনোর জন্ম। স্বামী বেনিগনো একুইনো ছিলেন প্রেসিডেন্ট মার্কোস বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের একজন। ১৯৮৩ সালের ২১শে আগষ্ট বেনিগনো একুইনো দেশে ফিরে এলে ম্যানিলা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। অভিযোগ আছে এ হত্যাকান্ডের পিছনে মার্কোসের হাত ছিল। বেনিগনো একুইনোর মৃত্যুর পর সারা দেশ জুড়ে মার্কোস বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৯৮৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একুইনোর বিধবা স্ত্রী কোরাজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে 'ভোট ডাকাতি' করে মার্কোস নিজেকে বিজয়ী হিসাবে ঘোষণা করলেও শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে মার্কোস দেশ ত্যাগ করেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সালে শপথ নেন কোরাজন একুইনো।

৩. জ্যাকুলিন কেনেডিঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির পত্নী হিসাবে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু কেনেডির মৃত্যুর পর জ্যাকুলিন কেনেডি গ্রীক জাহাজ সম্রাট ও ধনকুবের এ্যারিষ্টটল ডনাসিসকে বিয়ে করার পর তিনি যে সম্মান হারান, তা দাঁড়িপাল্লায় মেপে শেষ করা যায় না। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৯ শে মে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিউইয়র্কে পরলোক গমন করেন।

৪. রাণী এলিজাবেথ দ্বিতীয়ঃ বৃটেনের রাণী সাংবিধানিক ভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রাণী এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২রা জুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর আগে তাঁর পিতা ষষ্ঠ জর্জ সিংহাসন ত্যাগ করলে রাণী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসেন।

৫. রাণী মার্গারেট দ্বিতীয়ঃ ডেনমার্কের রাণী মার্গারেট দ্বিতীয় ১৯৪৩ সালের ১৬ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা ফ্রেডেরিক নবম-এর মৃত্যুর পর (১৪ই জানুয়ারী ১৯৭২) তিনি দিনেমারের রাণী হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

৬. কিম ক্যাম্পবেলঃ কানাডার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। প্রগ্রেসিভ কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ব্রিয়ান মালারোনী, যিনি ১৯৮৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ১৯৯৩ সালে সক্রিয় রাজনীতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করলে কিম ক্যাম্পবেল পার্টি ফোরামে নেত্রী নির্বাচিত হন এবং নির্বাচনে পার্টিকে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে পার্টির ভরাডুবি ঘটে। ২৯৫টি আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে তাঁর পার্টি মাত্র ২টি আসন পায়। কিম ক্যাম্পবেল তাঁর নিজের আসনেও পরাজিত হন।

৭. ইমেলদা মার্কোসঃ ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনাণ্ড মার্কোসের স্ত্রী। তিনি তাঁর স্বামী ফার্ডিনাণ্ড মার্কোস-এর উপর অগাধ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বজায় রেখে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির পাহাড় গড়ে তুলেন। ইমেলদা ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত মেট্রো ম্যানিলার গভর্ণর ছিলেন।

৮. শ্রীমাভো বন্দরনায়েকেঃ শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী ও ফ্রিডম পার্টির নেত্রী। তাঁর স্বামী সালোমান বন্দরনায়েকে ছিলেন স্বাধীনতা-উত্তর শ্রীলংকার (তৎকালীন সিংহল) প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫৯ সালে আততায়ীর হাতে সালোমান বন্দরনায়েকে নিহত হ'লে শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে ১৯৬০ সালে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

৯. চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গাঃ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েকের কন্যা শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা। ১৯৯৪ সালের ১৬ আগষ্ট অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ দলীয় জোট 'পিপলস এলায়েন্স'-এর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি শ্রীলংকার দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যার পিতা-মাতা দু'জনই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অতঃপর ১৯৯৪ সালের ৯ই নভেম্বর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে যখন তাঁর বয়স ১৪ বছর তখন তাঁর পিতা প্রধানমন্ত্রী সালোমান বন্দরনায়েকে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাতে নিহত হন। এর কয়েক সপ্তাহ পর তাঁর মা শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন।

১০. ইন্দিরা গান্ধীঃ ভারতীয় রাজনীতির একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। নেহেরু পরিবারের সদস্যা হিসাবে তিনি স্বীয় পিতা জাওয়াহের লাল নেহেরুর শাসনামলে (১৯৪৭-৬৪) কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন (১৯৬৪-৬৫)। নেহেরুর মন্ত্রিসভায় তিনি তথ্য ও বেতার

মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী (১৯৬৪-৬৬) মারা গেলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তাঁর দল হেরে যায় ও তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করেন। কিন্তু ১৯৮০ সালের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ১৯৮৪ সালে নিজ দেহরক্ষী দ্বারা নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১১. অং সাং সুচিঃ মায়ানমার-এর সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী। তাঁর পিতা অং সান দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৯০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও বার্মার সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি।

১২. খালেদা জিয়াঃ বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে উৎখাতের পর তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ভাঙ্গনের হাত হ'তে রক্ষা করার জন্য বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হ'লে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থার বদলে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনেন। তিনি হন মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৬ সালের ৩০ শে মার্চ গণআন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করেন।

১৩. শেখ হাসিনাঃ বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজীবুর রহমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তাঁর পিতার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯১ সালে নির্বাচিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী হন এবং ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজয়ী হ'লে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[১৫]

১৪. সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের কন্যা মেঘবতী সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হ'ল যে, মহিলারা সর্বদাই পুরুষের উপর নির্ভরশীল। নিজ ব্যক্তি সত্ত্বায় নেত্রী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন বা করছেন, এমন মহিলার নাম মানবেতিহাসে খুবই বিরল।

নারীদের মধ্যেও পুরুষালী দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তার কোন ভিত্তি নেই। বিশেষতঃ নারীর মনস্তত্ব ও যোগ্যতা-কর্মক্ষমতাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জীবন সংগ্রামে তার ক্ষেত্র পুরুষদের ক্ষেত্র থেকে সর্বতোভাবে ভিন্নতর। আর পুরুষদের স্বভাব, যোগ্যতা কর্মক্ষমতাও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাদের কর্মক্ষেত্র নারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া একান্তই আবশ্যক। পুরুষদের অবিচার ও নিষ্পেষণই নারীকে তার অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ ও প্রকাশ সাধন করতে দেয়নি এবং তার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে বলে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তাও বহুলাংশে বাস্তবতার পরিপন্থী।

সামাজিক মনস্তত্ত্ববিদগণ স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী অবাধ ও উদার সুযোগ-সুবিধা পেয়েও নিজের বিশেষ কর্মক্ষেত্রের বাইরে উল্লেখযোগ্য কোন কীর্তি স্থাপন করতে পারেনি। নারীর উপর অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্পিত হওয়া সত্ত্বেও সে তা স্বাধীনভাবে পালন করতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুত নারী স্বভাবতঃই অন্যের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে থাকে। তার মধ্যে স্বাধীনতা ও স্ব-নির্ভরতার বাসনা ও প্রেরণা পুরুষদের মত প্রবল নয়। মানবেতিহাসে এমন কোন কীর্তিময়ী নারীর নাম পাওয়া যায় না, যে পুরুষদের সাথে নিঃসম্পর্ক হয়ে স্বতন্ত্র ও নিজস্বভাবে মানবজাতির জন্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। মাদাম কুরি তাঁর স্বামী মিঃ কুরির সঙ্গে থেকে বিজ্ঞানে, মিসেস ব্রাউনিং তাঁর জীবনসঙ্গী মিঃ ব্রাউনিং এর সঙ্গে থেকে কাব্যে এবং জর্জ ইলিয়ট মিঃ লিউসের সঙ্গে থেকে উপন্যাস রচনায় যে অবদান রেখেছেন, তা নিতান্তই সহযোগিতা নির্ভর এবং এ সহযোগিতা এসেছে পুরুষদের নিকট থেকে। ইতিহাসে একটা কালস্রোত এমনও অতিবাহিত হয়েছে, যখন নারী পুরুষেরই সমান চেষ্টা-সাধনার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মাঝে যে পার্থক্য রেখেছে, তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। এ কালেও এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু আলোক-বঞ্চিত সমাজে নারীরা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বন্দী হয়ে না থেকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা সত্ত্বেও পুরুষদের সমান যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বলা বাহুল্য, কোনদিন তা হ'তেও পারবে না।[১৬]

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখতে পাওয়া যায় যে, নারী নেতৃত্ব পৃথিবীর কোথাও কল্যাণ বয়ে আনেনি। বিপর্যয় ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপণান্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারিনী ও প্রভাবশালিনা মেয়েরাই আমাদের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ'।[১৭]

১৫. সাধারণ জ্ঞানঃ বাংলাদেশ ও নতুন বিশ্ব (ঢাকাঃ এম আব্দুল্লাহ এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫/১৯৯৬), পৃঃ ২৯৩-২৯৮; 'বিশ্ব রাজনীতিতে নারী' মাসিক কালাম।

১৬. নারী পৃঃ ১৭-১৮।

১৭. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ৩২২।

মানবসৃষ্টির প্রাথমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় নারী নেতৃত্ব কতটুকু শরীয়ত সম্মত। আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেছিলেন-

إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব' *(বাক্বারাহ ৭০)*। যদিও ফেরেশতাগণ মানবজাতি সৃষ্টি না করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু রাব্বুল আলামীন তাঁদের যুক্তি উপেক্ষা করে খলীফা হিসাবে হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। خليفة শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত, রাষ্ট্রপরিচালক ইত্যাদি। রাব্বুল আলামীন খলীফা হিসাবে শুধু হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফতের দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের উপরই অর্পিত, নারীদেরসহ নয়। যদি নারীদের উপরও খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হ'ত, তবে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে একসাথেই সৃষ্টি করতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতে অফুরন্ত সুখ-শান্তির মধ্যে বসবাস করতে দিলেন। কিন্তু আদম (আঃ)-এর জান্নাতে অফুরন্ত সুখ-শান্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর একা একা থাকতে ভাল লাগতেছিল না। তাই তিনি দিন দিন কেমন যেন উদাস ও মনমরা হ'তে লাগলেন। তাই রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আঃ)-এর হৃদয়ে শান্তি-স্বস্তি, দয়া-মায়া, ভালবাসা, সহানুভূতি ও প্রেমের ফোয়ারা ধারা প্রবাহিত করার জন্য হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া (আঃ)-কে।

এ সম্পর্কে রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً-

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একব্যক্তি (হযরত আদম (আঃ)) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তাঁর সঙ্গীনী (হযরত হাওয়া (আঃ))-কে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী' *(নিসা ১)*।

মানব সৃষ্টির এই প্রাথমিক পর্যায় হ'তেই প্রমাণিত হ'ল, আল্লাহ তা'আলা পুরুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন খিলাফত, ইমামত, ইক্বামত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন গৃহের কাজ সম্পাদন, সন্তান জন্ম ও প্রতিপালন ও পুরুষের হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসা, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা দানের জন্য। আর পুরুষের হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসা ও আধিপত্য স্থাপনের অনুপম কৌশল আল্লাহ তা'আলা নারীকে দিয়েছেন। তাই তো পুরুষগণ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর একটু সমাদর, সহানুভূতি দেখলে, তাদের চোখের একটু বাঁকা চাহনী ও ঠোঁটের কোণায় একটু হাসির ঝলক দেখলে তন্ময় ও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়। তখন তারা নিজেকে গর্বিত মনে করে এবং তাকে তার হৃদয় সিংহাসনের উচ্চে স্থান দেয়। নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً- اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

'এবং তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের হ'তে তোমাদের সহধর্মিণীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের হ'তে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে' *(রূম ২১)*।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের কার কেমন কার্য ক্ষমতা আছে তা তিনিই একমাত্র ভাল জানেন এবং সেই কার্য ক্ষমতা অনুযায়ী তিনি আমাদের মাঝে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সুতরাং আমাদের স্ব-স্ব কার্য পালনই উচিত। একে অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করা বা আশা করা অবাঞ্ছনীয়।

নারী নেতৃত্ব যদি জায়েযই হ'ত, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে অসংখ্য নবী ও রাসূল এই পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের অর্ধেক না হ'লেও তো কিছু সংখ্যক মহিলা নবী ও রাসূল প্রেরণ করতেন। কিন্তু তিনি কোন নারীকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেননি। ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ ও মুজতাহিদীনদের যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তাঁদের সময় কোন নারী নেতৃত্ব তো দূরের কথা বরং তা কোনদিন কেউ কল্পনাই করেননি। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের এক এক জনের মৃত্যুর পর যে সমস্যা ও সংকট দেখা দিত, বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হ'ত, ঐ সময় উম্মুল মুমেনীন (নবী পত্নীগণ) সহ অসংখ্য বুদ্ধিমতী, মহীয়সী, গরীয়সী, বিদুষী, মুত্তাক্বী ও বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্না মহিলাগণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রে নেতৃত্ব তো দূরের কথা, তা কেউ কল্পনাও করেননি, প্রস্তাবও করেননি। এথেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের নারী নেতৃত্ব কিছুতেই জায়েয নেই।

আধুনিক যুগে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত কিছু সংখ্যক নামধারী আলেম উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর উটে চড়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলে নারী নেতৃত্ব জায়েয বলে ফৎওয়া দিচ্ছেন। এটা তাদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও নিজ ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার বৈ অন্য কিছু নয়। ইসলাম সম্পর্কে তাদের এই অজ্ঞতাপূর্ণ ফৎওয়ার প্রেক্ষিতে আমার কয়েকজন অন্ধ

ব্যক্তির হাতি দেখার কাহিনীর কথা মনে হ'ল- একদা কয়েকজন অন্ধ লোক হাতী দেখার জন্য গেল। তাদের একজন হাতীর শুঁড় বুলিয়ে এবং একজন হাতীর পায়ে হাত বুলিয়ে, একজন হাতীর কানে হাত বুলিয়ে এবং একজন হাতীর পিঠে উঠে হাতীর আকৃতি অনুমান করল। হাতী দেখে ফিরে আসলে অন্যান্য অন্ধগণ জিজ্ঞেস করল হাতী কেমন? যে ব্যক্তি হাতীর শুঁড় ধরেছিল সে বলল, হাতী মেশিনের পাইপের মত। যে ব্যক্তি হাতীর পায়ে হাত বুলিয়ে হাতীর আকৃতি অনুমান করেছিল সে ব্যক্তি বলল, হাতী গাছের মত। আর যে ব্যক্তি হাতীর কানে হাত বুলিয়ে দেখেছিল সে বলল, হাতী ধান ঝাড়া কুলার মত। আর যে ব্যক্তি হাতীর পিঠে উঠেছিল সে বলল, হাতী ঘরের ছাদের মত। অর্থাৎ তারা কেউ পূর্ণাঙ্গ হাতী দেখেনি। তাই পূর্ণাঙ্গ হাতী সম্পর্কে তাদের জ্ঞানও নেই, যে যতটুকু দেখেছে সে ততটুকুকেই হাতী মনে করেছে। তাই তাদের সকলেরই অনুমান ভুল। অনুরূপভাবে যারা উষ্ট্রের যুদ্ধে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে নারী নেতৃত্ব জায়েয বলে ফৎওয়া দেন, সেটা তাদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা তো বটেই, এমনকি শুধু উষ্ট্রের যুদ্ধের আসল ও পুরা ইতিহাসও তারা জানেন না। তারা বলে থাকেন, উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং নারী নেতৃত্ব জায়েয। কিন্তু ইতিহাসের কোথাও হযরত আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন তথ্য নেই। বরং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, উষ্ট্রের যুদ্ধে মুহাম্মাদ ইবনে তালহা (রাঃ) অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রাঃ) পরিচালনা করেছিলেন পদাতিক বাহিনী। আর সমগ্র সেনাদলের নেতৃত্ব ছিল হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবাইর (রাঃ)-এর হাতে এবং হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) উটের হাওদায় সেনাদলের মধ্যস্থলে ছিলেন।[১৮] তিনি যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন তো দূরের কথা তাঁকে রক্ষা করতে সতেরজন মুসলিম বীর সৈনিকের প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছিল। তবে তিনি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকার কারণে সেনাদলে ভীষণ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছিল। বুনু বস্ দাব্বা উম্মুল মুমেনীনের উটকে রক্ষা করার জন্য দলে দলে প্রাণ দিচ্ছিল। বকর ইবনে ওয়ায়েল, ইয্দ ও দারবা গোত্র হযরত আশেয়া (রাঃ)-এর উটকে মধ্যস্থলে রেখে এমন উদ্দীপনা, দৃঢ়তা, বীর বিক্রমে উৎসর্গীত প্রাণ হয়ে যুদ্ধ করছিল যে, স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)ও অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রাঃ) উটের লাগাম ধরেছিলেন। তিনি আহত হয়ে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উটের রশি ধরলেন। তিনি পড়ে গেলে আর একজন এসে তাঁর স্থান দখল করলেন। এভাবে একের পর এক সতেরজন লোক নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। বসরার অশ্বারোহী আমর ইবনে বাহরাহ এমনি উদ্দীপনার সাথে লড়ছিলেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাদলের যে কোন ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে আসতো সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারতো না। আমর লড়াই করার সময় নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করছিলেনঃ

يا امنا يا خير ام نعلم + والام تغذو وولدها وترحم

الا ترين كم جواد تكلم + وتختلى ها منه والمعصم

'হে আমাদের সর্বোত্তম মাতা!
মাতা সন্তানদের আহার করায়
ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে।
তুমি কি দেখছ না কত অশ্ব আহত হচ্ছে
আর তাঁদের মাথার খুলি ও বাহু কর্তিত হচ্ছে'?[১৯]

অবশেষে হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাদলের বিখ্যাত অশ্বারোহী হারেস ইবনে যোবাইর ইযদী অগ্রসর হয়ে তাঁর মোকাবিলা করলেন। কিছুক্ষণ আঘাত-প্রত্যাঘাতের পর উভয়ই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে গেলেন। সম্মুখে বনু দাববা চীনের প্রাচীরের ন্যায় অবিচল হয়ে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করছিল। তাদের এক ব্যক্তিও জীবিত অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল না। তারা নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করছিলঃ

'মৃত্যু মধুর চেয়েও মধুর আমাদের কাছে,
আমরা দাববার সন্তান উটের রক্ষক,
আমরা মৃত্যুর সন্তান-যখন মৃত্যু অবতরণ করে;
আমরা নেযার অগ্রভাগে ছড়িয়ে চলেছি
ওছমান ইবনে আফ্ফানের মৃত্যু সংবাদ,
আমাদের নেতাকে ফিরিয়ে দাও আমাদের মধ্যে
তা হ'লে আর কিছুই নয়'।[২০]

মূলতঃ উষ্ট্রের যুদ্ধ হয়েছিল সাহাবীগণের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি ও ইহুদী ও মুনাফিকদের কুচক্রান্তের কারণে। হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) হযরত ওছমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-এর হত্যার বিচার চেয়েছিলেন, তিনি যুদ্ধ করতে চাননি। হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তি প্রদান অনুকূলে ছিল না। হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) এবং সদিচ্ছা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেকোন প্রকারেই পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে সচেষ্ট ছিলেন। সন্ধির আলোচনা উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এবং উভয় পক্ষ যুদ্ধের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিল। গভীর রাত্রে উভয় পক্ষই আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষে এমন কিছু লোক ছিল যাদের জন্য সমঝোতা ছিল বিষতুল্য। সাবায়ী দলের সদস্যবৃন্দ ও হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারী দল হযরত আলী (রাঃ)-এর সেনাদলের মধ্যে অবস্থান করছিল। উমাইয়া বংশের কিছু লোক ছিল হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দলে। সাবায়ী ও হযরত ওছমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীরা মনে করল, সমঝোতার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত

১৮. মাওলানা হাজী মঈন উদ্দীন নাদভী, ছাহাবা চরিত, অনুবাদঃ আখতার ফারুক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৭৭ ইং), পৃঃ ২৭৮।

১৯. ঐ, পৃঃ ২৭৯-৮০। ২০. ঐ, পৃঃ ২৮০।

হ'লে তাদের সর্বনাশ সাধিত হবে। তাই তারা রাতের অন্ধকারে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ চালালো। চরম ভীতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে একদল অন্যদলকে প্রবঞ্চক মনে করল। পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণ শুরু করল। হযরত আয়েশা (রাঃ) উটের হাওদায় বসে নিজের সেনাদলকে আক্রমণ থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। হযরত আলী (রাঃ)ও নিজের সেনাদলকে যুদ্ধে বাধা দিলেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন পুরাদস্তুর শুরু হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনও ধারণা করতে পারেননি এইভাবে যুদ্ধ হয়ে যাবে। তিনি এ যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি যদি আমাকে আগে নিষেধ করতে তাহ'লে নিশ্চয়ই আমি ঘর হতে বের হ'তাম না'।[২১]

উষ্ট্রের যুদ্ধ সমাপ্তির পর হযরত আলী (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ করে বলেছিলেনঃ

ياصاحبة الهودج قد امرك الله ان تقعدى فى بيتك ثم خرجت تقاتلين–

'হে উষ্ট্র পৃষ্ঠারোহনী, আল্লাহপাক আপনাকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু আপনি যুদ্ধ করার জন্য বের হয়েছেন'। এ কথা শুনার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা বলতে পারেননি যে, 'আল্লাহপাক আমাদেরকে ঘরে থাকতে আদেশ করেননি; বরং রাজনীতি ও যুদ্ধ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।[২২]

হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর উষ্ট্রের যুদ্ধে শরীক হওয়াকে ছাহাবী ও অন্যান্য নবী পত্নীগণ পসন্দ করেননি। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর নিকট এক হৃদয়স্পর্শী পত্র লিখলেন-

'হে উম্মুল মুমেনীন! আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মতদের মাঝে দর্পণ স্বরূপ। আপনি এমন এক পর্দা, যা নবী করীম (ছাঃ)-এর হেরেমে লটকানো হয়েছে। কুরআন আপনার পরিধিকে সংযত ও সংকুচিত করেছে, আপনি তা সম্প্রসারিত করবেন না। তা আপনার সম্মানের হেফাযত করেছে। যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবগত থাকতেন যে, নারীদের উপরও জিহাদের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তবে তিনি আপনাকে অবশ্যই এ সম্পর্কে অসীয়ত করতেন। আপনার কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে বিভিন্ন নগরে-শহরে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করেছিলেন? কেননা ইসলামের খুঁটিগুলি দোলায়মান ও কম্পমান হ'তে থাকলে নারীদের দ্বারা সেগুলি স্থির ও সুদৃঢ় হ'তে পারে না। যদি তাতে ফাটল ধরতে থাকে, তবে নারীদের দ্বারা তা ভরাট করা সম্ভব হয় না। নারীদের জিহাদ হ'ল, দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজকে সংযত রাখা, ছোট কদমে চলা। আপনি যেসব মরু-ময়দানে এক ঘাঁটি হ'তে অন্য ঘাঁটির দিকে আপন উষ্ট্রীকে দৌড়াচ্ছেন, যদি সেখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনার সামনে এসে পড়তেন, তবে আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন? কাল আপনাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট যেতে হবে। আমি আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, যদি আমাকে বলা হয়, হে উম্মে সালমা, বেহেশতে চলে যাও, তবুও যে পর্দা আমার উপর তিনি আরোপ করে গিয়েছেন, তা ছিন্ন-ভিন্ন ও লংঘন করে তাঁর সামনে যেতে আমি লজ্জাবোধ করব। সুতরাং আপনি একে আপন পর্দা বানান। আপন ঘরের চৌহদ্দীকে নিজ দুর্গ মনে করুন। কেননা যতদিন আপনি স্বগৃহে থাকবেন, ততদিন এ উম্মাতের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী হবেন।[২৩]

হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) পরবর্তীতে এমন অনুতপ্ত ও অনুশোচনা করেছিলেন যে, তিনি যখন সূরা আহযাবের এ আয়াত পড়তেন - وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ - 'এবং তোমরা (নারীরা) তোমাদের নিজ ঘরে অবস্থান কর' তখন তিনি এত বেশী কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন যে, তাঁর নয়নাশ্রুতে গায়ের ওড়না সিক্ত হয়ে যেত'।[২৪]

হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) আশা পোষণ করতেন যে, তাঁকে যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর পিতা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর সাথে দাফন করা হয়; কিন্তু তিনি পরে বলতেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে একটি বিদ'আত (উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ) করে ফেলেছি। তাই আমাকে যেন তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দাফন কর না বরং অন্যান্য নবীপত্নীদের সাথে দাফন করিও'।[২৫]

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'ল যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি এবং তিনি কখনও খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বও কামনা করেননি। তদুপরি এর জন্য তিনি এমন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে দাফন হ'তেও লজ্জাবোধ করেছিলেন।

সুতরাং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালানো আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়।

তাই আসুন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সন্তুষ্টি কামনা লক্ষ্যে নারী নেতৃত্বের অবসান কামনা করি ও নারী নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হ'তে বিরত হই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি তোমার সঠিক পথে পরিচালিত কর। আল্লাহুম্মা আমীন।

---

২১. হাফেয যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (মিসরঃ মাতবা'আহ দারুল মামূন, ১৯৩৮ ইং/১৩৫৭ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৭০।

২২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (ঢাকাঃ আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯২ ইং), পৃঃ ৪৭। গৃহীতঃ তাবাকাত ইবনে সা'দ ৮/৮০ পৃঃ।

২৩. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব, পৃঃ ২৬ ও ২৭। গৃহীতঃ আল-আকদুল ফারীদ ৫/৬৬ পৃঃ।

২৪. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব, পৃঃ ঐ গৃহীতঃ তাবাকাত ইবনে সা'দ ৮/৮০ পৃঃ।

২৫. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব, পৃঃ ঐ গৃহীতঃ মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৬ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার মুসলমান

-এ,এস,এম, আবদুল হামীদ*

পৃথিবীতে ধর্মীয় দিক দিয়ে বিভিন্ন জাতীয় সত্তা বিরাজ করলেও মূলতঃ দু'টা জাতি প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমান। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক, নাস্তিক সবাই মুসলমানদের দুশমন। মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য তারা সকলে একইভাবে বদ্ধপরিকর। মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে অর্থাৎ ইসলামের একেবারে শিশু অবস্থা থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত অমুসলিম গোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে, তারা সকলে যুগে যুগে ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করেছে। তারা ইসলামী সংস্কৃতি তথা গোটা মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। বিধর্মী কবি-সাহিত্যিকগণও ইসলাম ও আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে পিছপা হয়নি কোন দিন। কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদির লেখা 'স্যাটানিক ভার্সেস' তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আজ আমরা কতভাবেই না মূল্যায়ন করে থাকি। নিঃসন্দেহে তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ, বিশ্ববিখ্যাত কবি। বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে তিনি বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করে থাকি। কিন্তু তিনি যা নন, তাঁকে যদি তাই বলে গুরুত্ব সহকারে আখ্যায়িত করা হয়, তাহ'লে কি এটা অতিশয়োক্তি হয়ে যায় না। এটা কি মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের পর্যায়ে পড়ে না? রবীন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক, তিনি মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা দানকারী, তিনি মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক ইত্যাদি ভূষণে তাঁকে আমরা ভূষিত করে থাকি। কিন্তু আমরা যদি নিরপেক্ষ মননশীলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকা এবং উপ-মহাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি পর্যালোচনা করি, তাহ'লে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, রবীন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং বাংলাদেশী বা বাঙালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বাঙলা জাতীয়তাবাদ বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনঃ

বাংলা এক সময় বৃটিশ ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ ছিল। এর আয়তন ছিল ১৮৯,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটি। এত বড় একটা বিশাল প্রদেশ একজন গভর্ণরের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শাসন করা তথা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঠিক রাখা এবং প্রদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া বাংলার পূর্বাংশের লোকসংখ্যার বেশীরভাগ ছিল মুসলমান। মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ও ইংরেজদের আচরণ ছিল বিমাতা সুলভ। হিন্দু জামিদাররা এ অঞ্চলের কৃষকদের শাসন ও শোষণ করে সে অর্থ দিয়ে বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। তারা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করত। জনাব আরিফুল হক পূঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তিনি তাঁর জমিদারীতে এই বলে আইন জারী করেছিলেন যে, 'যাহারা দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাঁটিবে তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের উপর পাঁচসিকা খাজনা দিতে হইবে। মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা, প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। গো হত্যা করিলে হত্যাকারীর হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো হত্যা করিতে না পারে'।[১]

এরূপ সামাজিক নিপীড়ন ছাড়াও শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকুরী ক্ষেত্রে তথা সর্বস্তরে মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই আসাম, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ সমন্বয়ে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং সেই বৎসরই ১৬ অক্টোবর থেকে এর কাজ শুরু হয়। এ নতুন প্রদেশের আয়তন হয় ১০৬৫০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান।

নবগঠিত প্রদেশটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হওয়ায় হিন্দুরা হিংসাবশতঃ উগ্রমূর্তি ধারণ করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সন্ত্রাসী আন্দোলন সহ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। আব্বাস আলী খানের ভাষায় 'মনে হয় সারাবিশ্বের সন্ত্রাসী আন্দোলন সর্বপ্রথম বাংলায় শুরু হয় এবং তা এ বঙ্গভঙ্গের পর'।[২] কংগ্রেস সহ হিন্দু নেতৃবৃন্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার একমাত্র ও মূল কারণ ছিল নতুন প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে সেখানে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মুসলমান অধ্যুষিত এ অঞ্চলের উন্নতির পথ সুগম হবে এবং সর্বোপরি 'তারা আর পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলার 'হিন্টার ল্যাণ্ড' রূপে ব্যবহার করতে পারবেনা। এটা তাদের সহ্য হচ্ছিল না।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা কোন অংশে কম ছিল না। যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা অসাম্প্রদায়িক বলে বড়াই করি সেই রবীন্দ্রনাথ নতুন

* অতিরিক্ত যেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (অবঃ), ডাকবাংলা পাড়া, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১.বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ'।
২. বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ, নিবন্ধঃ আব্বাস আলী খান, বঙ্গভঙ্গ রদ ও বাংলার মুসলমান।

প্রদেশে মুসলমানদের আধিপত্য কায়েম হবে সেই হিংসায় জর্জরিত হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নের দিনটিকে 'রাখি বন্ধন' দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ও মিছিলে তাঁর রচিত বিভিন্ন সঙ্গীত গেয়ে আন্দোলনের জন্য উন্মাদনা সৃষ্টি করতেন। যেমনঃ

'বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর পণ বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান'।[৩]

এ ছাড়াও তিনি তাঁর বিখ্যাত গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' লিখে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা এ গানটিকে আমরা জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করেছি। এভাবে হিন্দুদের দূর্বার আন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলার মুসলমানদের আশার প্রদীপ বঙ্গভঙ্গ ১৯১১ সনে নির্বাপিত হয়ে যায় এবং তাতে আমাদের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান কোন অংশে কম ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যে মুসলমান বিরোধী ছিলেন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। এ উপন্যাসের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'ভাই বেরাদার বলে অনেক গলা ভেঙ্গে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানদিগকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানেনা। দাঁত বের করে হাঁউ করে উঠে....।' রবীন্দ্রনাথের মুসলমান বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক হওয়ার পক্ষে আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। মুসলমান বিরোধী এহেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আজ ৯০% মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশে আমরা যেভাবে নাচা-নাচি করছি, তাকে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী ইত্যাদি ভূষণে আখ্যায়িত করছি, তাতে মনে হয় মুসলমান হিসাবে আমাদের স্বকীয়তা, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণাকে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি।

৩. প্রাগুক্ত।

রাষ্ট্র ভাষাঃ

এবারে রাষ্ট্রভাষা বাংলায় আসা যাক। রবীন্দ্র ভক্তগণ দাবী করে থাকেন, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ -এর গণ আন্দোলন, এমনকি ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও নাকি উৎস রবীন্দ্রনাথ। আসলে কি তাই? রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট মহীরুহ; বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার অবদান অকল্পনীয়; কবিতা, গান, গল্প, ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি শাখায় তার অবদান তার পরম বিরোধীরাও স্বীকার করে। কিন্তু তার যে এত বড় সাহিত্য ভাণ্ডার, এই ভাণ্ডারের কোথাও কি আমরা দেখতে পাই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার কথা তিনি বলেছেন? বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে কোন পদক্ষেপ কি গ্রহণ করেছিলেন বা সে জন্য কি সরকারের কাছে কোন দাবী-দাওয়া পেশ করেছিলেন? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়, না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক এমন কোন উক্তি তার বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের কোথাও পরিলক্ষিত হয়না; বরং তার উল্টোটাই আমরা দেখতে পাই। বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পাক তার পক্ষে তিনি ছিলেন না; বরং অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি হওয়ার পক্ষে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবক্তা। ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার সাফাই গেয়ে তিনি একবার গান্ধীর কাছে লিখেছিলেনঃ

"The only possible National Language for inter provincial course is Hindi in India".[৪] ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিশ্ব ভারতীতে ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় তিনি হিন্দিকে ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে প্রচলনের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। সে সভায় ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে হিন্দির পরিবর্তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য দাবী উত্থাপন করেছিলেন। শুধু ভারতেই নয়; বরং এশিয়া মহাদেশে বাংলা ভাষার স্থান সর্ব উচ্চে বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ! তিনি সভাপতির ভাষণে বাংলার পরিবর্তে হিন্দির সাথে ইংরেজি প্রচলনের পক্ষে প্রস্তাব করেন। তার বক্তব্যে কোথাও বাংলা ভাষার উল্লেখ ছিল না; বরং সর্বপ্রথম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৯১৮ সনে বাংলাকে জাতীয় ভাষা বলে উল্লেখ করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু হ'লে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ১৯৪৭ সনে প্রথম 'তামাদ্দুন মজলিস' সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সে বৎসরেই অক্টোবর মাসে মুসলিম ছাত্রলীগ, তামাদ্দুন মজলিস ও গণতান্ত্রিক যুবলীগের কয়েকজন সদস্য এক বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। তারপর ১৯৪৮ সনে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

৪. *রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, প্রতাপ কুমার মুখোপাধ্যায় কলিকাতা* ১৯৬৮ পৃঃ ৭৮।

পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ'। তার পরের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীর আন্দোলনে শহীদ হন বাংলার কয়েক জন দামাল ছেলে। এ সমস্ত আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানে প্রণীত প্রথম শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। এসব আন্দোলনের উৎস কি রবীন্দ্রনাথের কোন লেখায় পাওয়া যায়? এর পরেও কি আমরা রবীন্দ্রনাথকে ১৯৫২ সনের মহান ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি? এর পরেও কি বলতে পারি ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের মূল উৎস ও প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ? ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা যদি রবীন্দ্রনাথ হবেন, তাহ'লে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হয়ে হিন্দি হ'ত। যেমন রবীন্দ্রনাথের নিজ দেশের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি।

বাঙালী জাতীয়তাবাদঃ

রবীন্দ্র ভক্তগণ বলে থাকেন, বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তির অপর নাম রবীন্দ্রনাথ। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা ও সহযাত্রী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু আমরা কি দেখতে পাই? রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস কোথাও কি বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেছেন? কোন দিন কি কল্পনা করেছেন বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে? বরং তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারে এর বিপরীত চিত্রটাই আমরা দেখতে পাই। তিনি কোনদিন বাংলাদেশকে স্বাধীন হিসাবে দেখতে চাননি। বিপরীতে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসাবে তিনি লিখেছিলেনঃ

'আজি এক সভাতলে ভারতের
পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে
এক পুণ্য নামে'।[৫]

এক সময় বাংলার আপামর জনসাধারণ বর্গীদের অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। বর্গীদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এত নিষ্ঠুর ছিল যে, জনগণ সদা-সর্বদা তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত। তাদের নিষ্ঠুরতা এত কঠোর ছিল যে, সে সময় মায়েরা নাকি তাদের অবুঝ শিশুদের বর্গীদের নিয়ে লেখা ছড়া বলে বর্গীদের ভয় দেখিয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াত। যেমনঃ

'ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে,
ধান ফুরাল পান ফুরাল
খাজনা দিব কিসে'?[৬]

এহেন যে বর্গীদের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বাংলার নিরীহ জনসাধারণ সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত, সেই বর্গী প্রধান শিবাজীকে কবি অভিবাদন জানায় এই বলেঃ

'তোমার কৃপাণ দীপ্তি একদিন
যবে চমকিয়া
বঙ্গের আকাশে!
সে ঘোর দুর্যোগ দিনে বুঝিনুরুদ্র
সেই লীলা,
লুকানু ভরা সে।
তোমাকে চিনেছি আজি, চিনেছি
চিনেছি চিনেছি হে রাজন,
তুমি মহারাজ।
তব রাজকর লয়ে আট কোটি
বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ'।[৭]

এই ব্যক্তিকে বাঙ্গালীর বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে সত্যিই কষ্ট হয়।[৮]

শুধু তাই নয়। সেই 'তস্কর প্রধান শিবাজীকে' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুত্বের গৌরবময় প্রতীক' হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেনঃ

'সেদিন শুনিনি কথা আজ মোরা
তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে
মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যান মন্ত্রে তব।
ধ্বজা ধরি উড়াইব বৈরাগীর
উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।
এর ধর্ম রাজ্য এ ভারতে এ
মহা বচন
করিব সম্বল'।[৯]

যে তস্কর প্রধান শিবাজীর অত্যাচারে এদেশের মুসলমানেরা উৎপীড়িত ও জর্জরিত হ'ত, তারই বন্দনা গেয়ে যে কবি কবিতা লিখলেন এবং তাকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন, তাকে আমরা কিভাবে বলতে পারি তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক।

রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতার পঙক্তির সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিতঃ

'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ
জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ
করনী'।[১০]

যে বাংলা জন্ম দিয়েছে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি দেশবিখ্যাত নেতা ও মনীষাদের, যে বাংলা জন্ম দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসুদন, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি

৫. বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত, নিবন্ধ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ।
৯. প্রাগুক্ত। ১০. প্রাগুক্ত।

কবি ও সাহিত্যিকদের, সে বাংলার মানুষকে তিনি মানুষ না বলে বাঙ্গালী বলে কটাক্ষ করেছেন। বাংলার মানুষকে বাঙ্গালী বলে অভিহিত করে তাদের মানুষ বলে গণ্য করেন নি। আমরা বাংলাদেশে বাস করি অবশ্যই আমরা বাংলাদেশী এবং ভাষায় বাঙ্গালী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদেরকে বাঙ্গালী বলেছেন তা হ'ল আমাদেরকে হেয় করার মনোবৃত্তি। অনেক সময় নিরক্ষর ও বুদ্ধিহীন লোকদেরকে 'বাঙ্গাল' বলে গালি দেওয়া হয়, সেই মনোবৃত্তি নিয়েই সম্ভবত সাত কোটি মানুষকে তিনি মানুষ মনে করেননি, বাঙ্গালী বলে তুচ্ছার্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বাঙ্গালীরা মানুষ নন, ভিন্ন এক জাতী।

এ প্রসঙ্গে আমাদের এ অঞ্চলে প্রচলিত একটি চুটকির কথা মনে পড়ল। তাহ'ল বাঙ্গালী মুসলমান ও বিহারি মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়েছে। দাঙ্গায় হতাহত হওয়ার ঘটনা দেখে এসে এক বিহারির ছেলে তার আব্বার কাছে বলছে, 'দো'বাঙ্গালী আওর এক মুসলমান মারে গেয়ে।' অর্থাৎ দু'জন বাঙ্গালী ও একজন মুসলমান মারা গেছে। মুসলমান বলতে বুঝিয়েছে বিহারিকে। বাঙ্গালীরা তাদের চোখে মুসলমান নয়।

বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমান বলেই কি কবিগুরু বাঙ্গালীদের মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন? যে বিশ্বকবি বাঙ্গালীদেরকে এভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, তাকে আর যাই বলিনা কেন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের 'প্রতীক' বলতে পারি না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ

১৯১১ সনে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লী আগমন করলে ইংরেজদের প্রতি হিন্দুদের আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি দিল্লীর দরবারে হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন। মুসলমানেরা বিভিন্ন সভা-সমিতি করে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের এরূপ বিশ্বাস ঘাতকতার প্রতিবাদ করে। বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণায় সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। ইংরেজদের এ বিশ্বাস ঘাতকতা তিনি সহ্য করতে না পেরে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সে আমলে বাংলার মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা নবাব সলিমুল্লাহ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কি তিনি মুসলমানদের ভুলতে পেরেছিলেন? না ভুলতে পারেননি। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন সে আঘাতের ক্ষত শুকানোর পূর্বেই তিনি এক রাশ হতাশা নিয়ে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর ঢাকা আগমনকালে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পর তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানেরা যে আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাতের কিছুটা উপশম কল্পে ইংরেজ সরকার ঢাকাতে ১৯২১ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন মুসলিম বিদ্বেষী। ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হ'লে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে যাবে এই হীনমনোবৃত্তি নিয়ে স্বনামধন্য বিশ্বকবি ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চরম বিরোধিতা করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারী এই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন জয়ন্তী পালন করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্পণ্য করেন না। মুসলিম বিদ্বেষী এই রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেবতার মত পূজা করা হয় এবং ঘটা করে তাঁর জন্মোৎসব ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। অথচ নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'লেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে ঘুর্ণাক্ষরেও কেউ সলিমুল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের বংশ পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে প্রবন্ধের শেষ করছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথের পিতা দর্পনারায়ণ ঠাকুর এবং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পিতা ছিলেন জয়রাম ঠাকুর। এই জয়রাম ঠাকুর ছিলেন কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ঠাকুরের পিতা ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কুলির সর্দার। এই কুলির সর্দারের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই কুলির সর্দারের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ ইংরেজ আমলে বিভিন্ন বৈধ-অবৈধ ভাবে প্রচুর বৈভব ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন।

ঠিকানা পরিবর্তন

পূর্বের ঠিকানা

গ্রামঃ বাসন ভিটি পাড়া
পোঃ কড্ডা বাজার
থানাঃ গাজীপুর সদর
যেলাঃ গাজীপুর
ফোনঃ ৮৯৬৭৯২।

বর্তমান ঠিকানা

মুহাম্মাদ কফীলুদ্দীন
প্রযত্নেঃ আলাউদ্দীন সরকার
গ্রামঃ শরীফপুর দক্ষিণ পাড়া
পোঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
থানাঃ গাজীপুর সদর
যেলাঃ গাজীপুর।
ফোনঃ ৯৮০২১১৫৫ (বাসা অনুঃ), মোবাইলঃ ০১৭-১৮০৬৪০।

এক শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান

-সুরজিৎ দাশগুপ্ত

(শেষ কিস্তি)

নাযিমুদ্দীনের লীগ মন্ত্রিসভার পতনের পর গভর্ণর স্বয়ং বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলেন। ওদিকে খোদ ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে লেবার পার্টির অসামান্য সাফল্যে অ্যাটলির নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল। তারপরেই জাপানে পরমাণু বোমাবর্ষণ ও জাপানের আত্মসমর্পণ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হ'ল কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন। আগের আইনসভায় কংগ্রেস বিধায়কের সংখ্যা ছিল ৩৬, এবার ঐ সংখ্যা বেড়ে হ'ল ৫৭ এবং মুসলিম লীগ বিধায়কের সংখ্যা আগেরবার ছিল ২৫, এবার তাদেরও সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩০। পক্ষান্তরে স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দলের বিধায়ক সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেল। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে সবচেয়ে চমকপ্রদ হ'ল বাংলার ফলাফল। মন্বন্তরের আগে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল নগণ্য এবং প্রাধান্য ছিল কংগ্রেস আর কৃষক-প্রজা পার্টির। কিন্তু মন্বন্তরের ঠিক আগে গভর্ণরের সৌজন্যে মুসলিম লীগ ক্ষমতার অধিকার পেল এবং তাদের সামান্য ক্ষমতা নিয়ে মফস্বলে মফস্বলে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে হিন্দু কায়েমী স্বার্থকে যেমন ঘোর শত্রুতে পরিণত করে, তেমনই তারা সাধারণ মানুষেরও বিশ্বাসভাজন হয়। হিন্দু কায়েমী স্বার্থ তখনকার মত টাকার জোরে ঐ লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটালেও শেষরক্ষা করতে পারেনি। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে মুসলিম লীগই বাংলার বৃহত্তম দল হিসাবে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে প্রাদেশিক আইনসভা অধিকার করল। লীগের এই সাফল্যকে জিন্নাহ বর্ণনা করলেন- "A plebiscite of the Muslims of India on Pakistan."

১৯৪৬-এর মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন এল ভারতবর্ষে এবং মিশনের প্রস্তাব গ্রহণে প্রথমে কংগ্রেস দ্বিধা করেছে আর মুসলিম লীগ সম্মত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস যখন শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে, তখন আবার লীগ পিছিয়ে এসেছে। অতঃপর মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই অন্তবর্তী সরকার গঠন করা হ'ল। কার্যতঃ যা ছিল লীগবিহীন কংগ্রেস সরকার। একতরফা সরকার গঠিত হ'লে ক্ষুব্ধ বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বললেন, "We will see that no revenue is derived by such Central Government from Bengal and consider ourselves as a separate State having no connection with Centre." সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বাংলার বিরোধের সূচনা এইখানে। এই বিরোধের প্রথম প্রকাশ হ'ল ১৬ আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডাইরেক্ট অ্যাকশন। এটা ইতিহাসের পরিহাস যে, ঐ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে বা হত্যার তাণ্ডবে পরিণত হয়। এই দাঙ্গা কতটা পূর্ব-পরিকল্পিত অথবা কতটা সরকার-পরিচালিত ছিল, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ প্রচুর। কিন্তু দাঙ্গার পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পুলকিত চিত্তে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে লেখেন, "In Calcutta the Hindus had the best of it."

অতঃপর নোয়াখালীর দাঙ্গা। 'মডার্ণ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সুমিত সরকার এবং 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাসে অন্নদা শঙ্কর রায় নোয়াখালীর দাঙ্গা সম্পর্কে বলেছেন যে, এ দাঙ্গা ছিল সম্পত্তি ঘটিত। এ দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ছিল ৩০০, যা কলকাতা বা বিহারের দাঙ্গার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। নোয়াখালীতে হত্যার সংখ্যাল্পতার কারণ, দাঙ্গাকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নারী লুণ্ঠন। সরকারী ও বেসরকারী অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে, জমিদার ও মহাজনরা বহুকাল ধরে আইনের নামে সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হস্তগত করে নিচ্ছিল এবং যখনই আইন সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে তখনই কায়েমী স্বার্থ বাধা দিয়েছে। ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন বঞ্চিত ও শোষিতরা মরিয়া হয়ে জমিদার ও মহাজনদের পাল্টা আক্রমণ করে। 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাস থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত গোলাম সারওয়ার ছিলেন নোয়াখালীতে মানুষ খ্যাপাবার সর্দার। যদিও 'ক্রান্তদর্শী' ইতিহাস নয় উপন্যাস, তবুও দেশভাগের ইতিহাস অনুধাবনের জন্যে 'ক্রান্তদর্শী' ঐতিহাসিককে নতুন দৃষ্টিশক্তি দান করে এবং এই উপন্যাস বহু ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ।

১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলির ঐতিহাসিক ঘোষণাঃ ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ভারতবাসীদের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। দু'মাস পরে, এপ্রিল মাসে হুগলী যেলার তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর জন্যে হিন্দুস্থান এবং বাংলা ভাগের দাবির পুনরাবৃত্তি করলেন। বাংলা ভাগের দাবির বিরোধিতা করে সোহরাওয়ার্দী বললেন যে, বাংলা ভাগ বাঙালীর আত্মহত্যার শামিল হবে। তিনি দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "I am visualising an independent, undivided, sovereign Bengal in divided India."। শরৎচন্দ্র বসু এপ্রিল মাসে গঠন করলেন 'অল বেঙ্গল অ্যান্টি-পাকিস্তান অ্যান্ড অ্যান্টি-পার্টিশন কমিটি' এবং এই কমিটির প্রেসিডেন্ট হ'লেন তিনি নিজে আর সেক্রেটারী হ'লেন কামিনীকুমার দত্ত।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রশ্নে ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তার প্রশ্ন যতটা অভিনিবেশ আকর্ষণ করেছে, ভাষাশ্রয়ী জাতীয়তার প্রশ্ন ততটা করেনি। Paul R. Brass 'ল্যাঙ্গুয়েজ, রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন নর্থ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টিতে ভাষার ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার

চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' আর 'ইন্ডিয়াঃ এ পোলীগলোট নেশন অ্যান্ড দি লিঙ্গুইসটিক প্রবলেম' গ্রন্থ দু'টিও বিশেষ বিবেচ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা লাভের দশকে সুনীতি কুমার মনে করতেন যে, হিন্দী ভাষাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতম ভাষা। কিন্তু সংবিধান গ্রহণের পর থেকে হিন্দীবাদীদের প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দামতায় তিনি ক্রমশঃ তাঁর পূর্বতন অবস্থান থেকে সরে আসতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, সুনীতিকুমার ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন।

উত্তর ভারতে একদা উর্দূ ভাষাই ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভাষা। লালা লাজপত রায় যখন হিন্দী ভাষার প্রচারে নামেন, তখন তাঁর পিতার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন উর্দূভাষী এবং বিশ্বাস করতেন যে, উর্দূ হচ্ছে শরীফদের ভাষা আর হিন্দী বাজারের ভাষা। সেকালে উর্দূর কোন সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল না, যা ছিল তা একান্তই সাংস্কৃতিক। হিন্দী ভাষার প্রচারে স্বয়ং মুনসি প্রেমচাঁদ উর্দূ ছেড়ে হিন্দীতে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম আর হিন্দী ভাষা হয়ে ওঠে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বাহন। হিন্দী সাম্প্রদায়িক রূপ লাভ করতে থাকলে উত্তর ভারতের মুসলমানরা এই ভেবে শঙ্কিত হ'তে থাকে যে, স্বাধীনতা পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় উর্দূ ভাষাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে হিন্দী ভাষার প্লাবনে ও শাসনে। Paul R. Brass বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের চাইতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা যে পাকিস্তান সৃষ্টির রাজনীতিতে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তারা অনুভব করেছিল যে, হিন্দুপ্রধান ভারতে উর্দূ ভাষা বিপন্ন হবে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বা উত্তর ভারতের মুসলমানদের ধর্ম রক্ষার জন্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলমানরা আছে। কিন্তু উর্দূ ভাষা রক্ষার জন্যে 'হিন্দুস্থানের' বাইরে কেউ নেই। পাকিস্তান কায়েম করাই হচ্ছে উর্দূ ভাষাকে কায়েম করার একমাত্র তরীকা। পক্ষান্তরে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রবক্তারা হিন্দী ভাষা প্রবর্তনকেই মনে করেন হিন্দুধর্ম রক্ষার একমাত্র পন্থা।

১৯৪৭-এ দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষীরাও দু'ভাগ হ'ল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হ'ল উর্দূ ভাষার তানাশাহী। ঠিক কথা যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষীদের উপর যতটা উর্দূ ভাষার তানাশাহী চাপানো হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের উপর ততটা হিন্দী ভাষার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হিন্দী ভাষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। সমস্ত কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিন্দী বিভাগ সম্পূর্ণ আবশ্যিক এবং এই সমস্ত কিছুর আর্থিক ব্যয় বহন করে সংবিধানভুক্ত অন্যান্য ভাষাভাষী জনসাধারণ যাদের মাতৃভাষার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার এক কানাকড়িও ব্যয় করে না। স্বয়ং অন্নদা শঙ্কর রায়, সত্যজিৎ রায়, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে কোন স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বোঝা যায় যে, এর কারণ হ'ল তাঁর হিন্দী বিরোধিতা।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের অস্তিত্ব কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সত্তা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, এটা গভীরভাবে ভাবার সময় এসেছে। সংবিধানের ১৭শ' ভাগ অনুসারী অষ্টম তালিকাভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র দেবনাগরী লিপির হিন্দীকে যে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে তার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রচুর প্রশ্ন আছে। কেনইবা শুধু হিন্দীকে 'রাজভাষা' এবং তার লিপিকে 'দেবতা'র মাহাত্ম্য দেওয়া হবে? ৪০ বছরে সংবিধানের যদি ৬০-৭০ বার সংশোধন হ'তে পারে, তাহ'লে 'রাজভাষার' প্রশ্নেই বা সংশোধনী হবে না কেন? কেনই বা হিন্দীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপুল ব্যয়ভার অন্যান্য ভাষাভাষীদের বহন করতে হবে? আর হিন্দী ভাষা যদি ভারতে বাস্তব সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হয়, তাহ'লে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা ও চর্চার সার্থকতাই বা কী? ভারতের মত বহু ভাষাভাষী দেশে একটিমাত্র আধুনিক ভাষাকে 'রাজভাষা' করলে জাতীয় সংহতিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা যাবে না। যে বাঙালীকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে, তার পক্ষে বাংলা শেখা ও চর্চা করা সময়, স্বাস্থ্য ও অর্থের অপব্যয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে উন্নতিকামী বাঙালীর পক্ষে বাংলা ভাষা একটি অবাঞ্ছিত বোঝা। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চা যদি বাঙালীর একাংশের উন্নতির অন্তরায় হয়, তাহ'লে স্বভাবতই সেই অংশ বাঙালী হয়ে থাকবে না, হিন্দীভাষীদের সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে শনাক্ত করে সে তার বাঙালী পরিচয়কে বিস্মৃত হবে। পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের মধ্যে উন্নতিকামী অংশ আজ যে তার বাঙালী পরিচয় সম্বন্ধে বিব্রত এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ আছে কি? হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের বাঙালী পরিচয় ও বাঙালী সত্তার কোন আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ আছে কি-না তা তলিয়ে বিচার করার বিষয়।

কিন্তু হিন্দীরাজ্যে বাংলা ভাষা যতই নিষ্পিষ্ট হোক, আমরা যারা বাঙালী বলে গৌরব বোধ করি এবং বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে গর্ববোধ করি, আমরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই বাংলাদেশের জন্যে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ও স্বীকৃতিতে। হিন্দীর দাপটে পশ্চিম বাংলার মানুষ যদি বাংলা ভাষাকে বিস্মৃত হয়, তাহ'লেও বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার তথা বাঙালীর পরিচয় অক্ষুণ্ন থাকবে একপক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিতের জন্যে, অন্যপক্ষে তেমনই রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্বীকৃত বাংলাদেশের ভাষা হিসাবে। বাংলাদেশের উদ্ভবই হয়েছে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবি থেকে। সেখানেও পূর্ব পাকিস্তানের পর্বে উর্দূশাহীর দাপটে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল।

বাংলা ভাষার জন্যে সংগ্রামে উর্দূর তানাশাহী ভেঙে যাওয়ার দৃষ্টান্তটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ উর্দূশাহীর সেনাবাহিনী বাংলাভাষীদের উপর যে আক্রমণ শুরু করল তা চূড়ান্ত পরিণতি পেল ১৬ ডিসেম্বরের ভারত ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কাছে তাদের আত্মসমর্পণে। বাংলা ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম লাভ করল এক নতুন দেহ। ধর্ম তাকে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করলেও ভাষা তাকে বিশ্বের মাঝে দিয়েছে স্বতন্ত্র মহিমা, নিজস্ব পরিচয়। এই উপমহাদেশে যদি ভাষার কারণে উর্দূভাষী পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টি দেশ হ'তে পারে, তবে তার নযীরে হিন্দীভাষী ভারত ভেঙ্গে একাধিক দেশ হ'তে পারে বৈকি।*

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় বাঙালীর পরিচয় কী দিয়ে হবে? ভাষা ছাড়া আর কোন্ পরিচয় আছে তার? অথচ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তার বাংলা ভাষা শিক্ষা ও চর্চার কোন মূল্য আছে কি? আবার বাংলাভাষীরূপে তার বাঙালী সত্তা রক্ষা করতে গেলে তা কি জাতীয় সংহতির বিরোধিতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বা স্বতন্ত্রতার পরিপোষণ করা হবে না? নতুন শতাব্দীতে এসে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী কি নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি? অথচ ভারতীয় বাঙালীরও একটা স্বতন্ত্র মহিমা আছে- বাংলাদেশের যে বাঙালী তার বেলায় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হ'ল ইসলাম, কিন্তু ভারতীয় বাঙালীর বেলায় ধর্ম হ'ল ব্যক্তিগত ব্যাপার। হিন্দুই হোক কি মুসলমানই হোক, তার প্রকাশ্য ধর্ম হ'ল মানুষের ধর্ম।**

** শুধুমাত্র ভাষাই পাকিস্তানকে বিভক্ত করেনি। বরং তার চাইতে বড় কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের রাজনৈতিক যুলম ও অর্থনৈতিক শোষণ। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল সুদূরপ্রসারী ভারতীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা। যা আজও সক্রিয় রয়েছে। -সম্পাদক।*

*** ভারতীয় বাঙালীর প্রায় অর্ধাংশ যারা মুসলমান, তারা কখনোই লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না। কেননা ইসলাম প্রচলিত অর্থে কখনোই কেবল ব্যক্তিগত ধর্ম নয়। বরং তা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার অভ্রান্ত হেদায়াত হিসাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে সর্বশেষ জীবন বিধান হিসাবে প্রেরিত হয়েছে। -সম্পাদক।*

॥ সংকলিত ॥

শুভেচ্ছা বাণী

✪ *পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র মাসিক* **আত-তাহরীক**-*এর চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।*

✪ *'অহি' ভিত্তিক সমাজ গঠনে* **আত-তাহরীক**-*এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। বাতিলের বুক চিরে অহি-র ঝলমল আলোয় ধরণী আলোকিত হৌক এই প্রার্থনা মহান আল্লাহ্‌র নিকট।*

আমীনুল ইসলাম
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

মোবারকবাদ

সমাজ সংস্কারের অতন্দ্র প্রহরী মাসিক **'আত-তাহরীক'**-*এর চতুর্থ বর্ষ পূর্তিতে আমরা তাহরীক পরিবারের সকল ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।*

*মসজিদ কমিটি ও মুছল্লীবৃন্দ
ধোকড়াকুল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
পুঠিয়া, রাজশাহী।*

এম, এস মানি চেঞ্জার

...াংক অনু...
...লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ
...রিয়াল ইত্যাদি ক্রয়
সা...
ফোনঃ ৭...

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(٧٤) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ-

(৭৪) সালমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত আদায় করতে যায়, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বাজারে যায়, সে ইবলীসের পতাকা নিয়ে যায়' *(ইবনু মাজাহ)*। হাদীছটি জাল। অত্র হাদীছে উবাইস ইবনে মাইমূন নামে একজন মুনকার রাবী রয়েছে।[১]

(٧٥) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيْ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُذِّنَ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاَذَنْتُ فَاَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ -

(৭৫) যিয়াদ ইবনে হারিছ আছ-ছুদায়ী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে ফজরের ছালাতের আযান দেওয়ার আদেশ করলেন। অতঃপর আমি আযান দিলাম। পরে বেলাল (রাঃ) ইক্বামত দেওয়ার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই ভাই ছুদায়ী আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিয়েছে, সেই ইক্বামত দিবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ)*। হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছে আব্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ আল-আফরীক্বী নামে একজন প্রসিদ্ধ যঈফ রাবী রয়েছে।[২]

(٧٦) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِنْدَ كُلِّ اَذَنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَاخَلاَ الْمَغْرِبَ -

(৭৬) বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। হাদীছটি যঈফ।[৩]

(٧٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ -

(৭৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি নেকীর আশায় ৭ বছর আযান দিবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করা হবে'। *(আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ।[৫]

(٧٨) عن ام سلمة قَالَتْ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِيْ -

(৭৮) উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে মাগরিবের আযানের সময় দো'আ করার জন্য কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। (বাক্যগুলি হ'ল) 'হে আল্লাহ! এই তোমার রাতের যাওয়া, দিনের আসা এবং তোমাকে আহ্বানের কণ্ঠ। তুমি আমাকে ক্ষমা কর *(আবুদাঊদ)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে আবু কাছীর নামে একজন অপরিচিত (মাজহূল) রাবী রয়েছে।[৬]

(٧٩) عن ابى بكرة قال خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَيَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلاَّ نَادَاهُ بِالصَّلاَةِ اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ -

(৭৯) আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য বের হ'লাম। তিনি চলার সময় যে কোন ব্যক্তিকে দেখলে ছালাতের জন্য ডাকতেন এবং পা দ্বারা ধাক্কা মারতেন' (আবুদাঊদ) হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে আবুল ফযল আল-আনছারী নামে একজন অপরিচিত রাবী রয়েছে।[৭]

---

* সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৪০, পৃঃ ২০১ টীকা নং ১।
২. আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত পৃঃ২০৫ হা/৬৪৮; সিলসিলা যঈফা হা/৩৫।
৩. তাহক্বীক্ব মিশকাত, পৃঃ ২০৯, টীকা নং-৩।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২।
৫. তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৬৬৪ টীকা নং ৩।
৬. তাহক্বীক্ব মিশকাত, পৃঃ ২১২, টীকা নং-১।
৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত পৃঃ ২০৬ হা/৬৫১, টীকা নং ২।

ঘোষণা

অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় 'অর্থনীতির পাতা' ও 'নবীনদের পাতা' প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিয়ত প্রকাশ হবে ইনশাআল্লাহ।- সম্পাদক

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

॥পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র, কলমী জিহাদের আপোষহীন কণ্ঠস্বর মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর দীর্ঘ চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা॥

স্ব-নির্ভর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

যাবতীয় ওয়েল্ডিং কার্য, গেট, গ্রীল, আলমারী, পানির ট্যাঙ্কি, কাঁচি গেট, সাটার গেট, ফাইল ক্যাবিনেট ইত্যাদি সুদক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরী, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ- মুহাম্মাদ সিরাজ উদ্দীন শেখ
ডিপ-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল)
সপুরা, বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।
(রাজশাহী কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখে)
মোবাইলঃ ০১৭-৩০১৮৮৬।

জনি সিটি মেটাল ওয়ার্কস

যাবতীয় স্টিল ফার্নিচারের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন শেখ
নওদাপাড়া বাজার
(জনতা ব্যাংকের দক্ষিণ পার্শ্বে)
রাজশাহী।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

পরপারের চরাচর

-বায়েযীদ বিন নিযাম

মা-মাগো-ওমা-শুনছ মা!

কি হ'ল? আমার না প্রচণ্ড খারাপ লাগছে।

এত রাতে আবার কি হ'ল! কি জানি ভীষণ কষ্ট লাগছে।

মা বাবাকে ডেকে- এই যে শুনছ! তোমার ছেলের নাকি প্রচণ্ড শরীর খারাপ করছে।

রাত তখন দু'টা। বাবা বললেন, এখন ঘুমাও আব্বু সকালে দেখব। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। ঘড়ির কাটা তখন খুব ধীরে চলতে লাগল। প্রতিটি সেকেণ্ড মনে হচ্ছে এক একটি ঘন্টা। খুব কষ্টে সময় পার হচ্ছে। অবশেষে মুআযযিনের মুখে আযানের ধ্বনি ভেসে আসল। বাবা ফজরের ছালাত শেষ করলেন। তখনও আমি জাগ্রত। বাবাকে সমস্ত অসুবিধার কথা বললাম। তিনি গ্রামের ডুলু ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। তিনি কোন চিকিৎসা করতে পারলেন না। পাঠানো হ'ল কুষ্টিয়ার আদ-দ্বীন হাসপাতালে। ভর্তি করে সিট নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। তখন আর আমার তেমন কষ্ট হচ্ছে না। ডাক্তার এসে আমাকে চেক করেই বললেন, I am very sorry. It is too late. মা, দাদী, মামী, বোন দের কান্নায় ডাক্তারের পুরো বাক্য শুনতে পেলাম না। আমার অনাবৃত মুখখানি হাসপাতালের নোংরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল। তখন আমি অনুভব করতে পারলাম আমি হয়ত মারা গেছি। আমি মোটেও বুঝতে পারিনি কখন ঘটনাটা ঘটল। জীবনের এই বিস্ময়কর ঘটনাটা ঘটল সম্পূর্ণ অজান্তে। আশা ছিল মৃত্যুকে সুন্দরভাবে অনুভব করব। মৃত্যুর প্রতি আগ্রহ ছিল তীব্র। কিন্তু সর্বদা মৃত্যু কামনা করতাম, এমনটি নয়। মাঝে মধ্যে মৃত্যু নিয়ে যখন গবেষণা করতাম, তখন মনে হ'ত মৃত্যু কত ভয়ংকর।

হাসপাতালের কেবিনে নোংরা চাদর দিয়ে ঢাকা আছে মৃতদেহ। উপরে ফ্যান ঘুরছে। সাইডে জানালা খোলা। তখনও আমার মাথার নীচে বালিশ আছে। যার গন্ধ বর্ণনাতীত। ভীড় ক্রমাগত বাড়ছে। আমাকে নিয়ে গুঞ্জন হচ্ছে নানা ধরনের। ডাক্তার-নার্সরা বিদায় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এ কেমন কথা হাসপাতালে অসুস্থ ব্যক্তি থাকতে পারে, মৃত ব্যক্তি পারে না কেন? তাহ'লে কি মৃত্যুটা অসুস্থতা নয়। এটা কি সুস্থতা। এ ধরনের চিন্তা আগে আসেনি। আবার ভাবছি সত্যি কি মারা গেছি। আসলে এটা বিশ্বাস হবার কথা নয়। সেজন্য পরীক্ষা করলাম, প্রথমে চোখ খুলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হ'লাম। কারণ আজকাল আবার ডাক্তারদের কথা বিশ্বাস করতে নেই তো। কেননা না মরলেও তারা মৃত বানিয়ে দেয়।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মৃত দেহটাকে খেজুরের পাটি দ্বারা বেঁধে মাইক্রোবাসের পিছনে সিটের নীচে রাখা হ'ল। বাসটি লাল পতাকা নিয়ে দ্রুত নন্দলালপুরের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। গড়াই নদী পার হ'ল বুঝতে পারলাম। কারণ প্রচণ্ড ঝাঁকি তার পরে আবার আমাকে সিট দেওয়া হয়নি, ব্যথা লাগল প্রচুর। যাক কোন রকমে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলাম। মুহূর্তের মধ্যে সোন্দাহ মাঠ পাড়া সহ অনেকে জেনে গেছে। লোকজনে সমস্ত বাড়ী টইটম্বুর। আমাকে রাখা হয়েছে বারান্দাতে। সবাই আমার গুণগান করছে। কেউ আর আমার খারাপ দিক তুলে ধরলনা সেদিন। আমাকে নিয়ে সমস্ত বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে গেছে। কেউ কেউ কান্নার বৃথা চেষ্টা করছে। আমার পাশে ছিল আগরবাতি। তার গন্ধটা মন্দ না। পর্যায়ক্রমে আমার অনাবৃত মুখখানি দেখছে, ঢাকছে। কিন্তু একটা মাছি আমাকে প্রচণ্ডভাবে বিরক্ত করছে সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। কেউ কান্না, কেউ গুণাকীর্তন কেউবা কাফনের বিভিন্ন জিনিষ ক্রয়ে ব্যস্ত। আমার গোসলের আয়োজন চলছে। পানি হালকা ভাবে গরম করা হয়েছে শুনতে পেলাম। বরই গাছের তলে আমার গোসল দেওয়া হবে। সে জন্য আমার মায়ের দু'খানা শাড়ী দিয়ে ঘেরা হয়েছে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। লাইফ বয় না ডেটল সাবন দিয়ে গোসল দেওয়া হ'ল ঠিক বুঝতে পারলাম না। পানি গরম কি-না তাও বুঝতে পারলাম না। সাদা কাপড় দিয়ে আমাকে ঢাকা হচ্ছে। ভালই লাগছে। কারণ সাদা রঙ আমার প্রিয়। ইতিমধ্যে শরীরটা বেশ ফুলে উঠেছে। আমাকে আতর-সুরমা দেওয়া হচ্ছে, সবাই জানাযার জন্য আসছে পাঞ্জাবী পরে। আমার মনে হচ্ছে আজ ঈদ। কি যে আনন্দ লাগছে। অতঃপর খাটিয়াতে করে আমাকে বাড়ী হ'তে বের করা হ'ল। সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। আমার মায়ের কান্না আমাকে বেশী কষ্ট দিচ্ছে। আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব জানাযা পড়াবেন। তার আগে আমার বাবা সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার ছেলেতো আর নেই, কোন ভুল-ভ্রান্তি করে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন সবাই।

আমার দেহটাকে সবার সামনে রাখা হ'ল। জানাযা শেষে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সবার সামনে আমি। খাটিয়া ধরেছে চারজন। একজন আমার বাবা আর অন্যদের নাম সঠিক খেয়াল নেই। সবাই সুন্দরভাবে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে অগ্রসর হচ্ছে। কোন তাড়াহুড়া নেই। মনে হচ্ছে একটা শান্তি মিছিল। আমি হ'লাম নেতা। চার জনের কাঁধে আমি। এই বয়সে কাধে উঠতে লজ্জা লাগে, তথাপিও আজ কোন লজ্জা নেই। মুহূর্তের মধ্যে গোরস্থানে চলে এলাম। মনে হ'ল একটা বিশাল বাড়ী। অনেক রুম। এক এক রুমে এক এক জন করে থাকে। কোন ভাড়া লাগে না। বাড়ীর সবাই আমাকে স্বাগত জানাল। আমার ঘর করা হয়েছে একটা কি যেন বড় গাছের তলে। ভাগ্যটা ভালই। কে যেন আমাকে ধরে নামাচ্ছে পরিচিত অথচ নামটা মনে নেই। এক সময় বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের নাম মুখস্থ ছিল। এখন সবই ভুলে গেছি। অতঃপর সবাই সুন্দর ছাদ করে দিয়ে নিজ নিজ বাসায় চলে গেল। সবাইকে স্বাগত জানালাম। তারা বুঝতে পারল কি-না ঠিক আমিও বুঝতে পারলাম না। দু'চোখে প্রচণ্ড ঘুম নেমে আসল। মনে হচ্ছে নতুন এক জীবন শুরু করেছি। যার কোন শেষ নেই। ঘুমোতে শুরু করেছি। হঠাৎ দু'জন ফেরেশতার আগমন। আমাকে আরবীতে প্রশ্ন করল। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারলাম না। এক সময় ছিল যখন আরবীতে কথা বলতে পারতাম। কিন্তু এখন সব ভুলে গেছি। পরক্ষণেই দু'জন ফেরেশতা আসল। দেখতে ভয়ংকর। শুধু ভয়ংকর নয় প্রচণ্ড ভয়ংকর। আমাকে লক্ষ্য করে হাতুড় চালাল। খুব কষ্ট। অত্যন্ত কষ্ট। বেদনাদায়ক শাস্তি। অতঃপর চীৎকার করলাম খুব বিকট শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে মা চলে এলেন। কি হয়েছে বাবা? এত ঘেমে গেছিস বলে মা বাতাস দিচ্ছে। কিন্তু এ কি দেখলাম আমি? কেন এমন হ'ল বুঝতে পারলাম না। তবে কি সত্যিই মারা গিয়েছিলাম??

বান এসেছে বান

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
শিক্ষক, মৈশালা দাখিল মাদরাসা
পাংশা, রাজবাড়ী।

বান এসেছে বান
রুখ্‌তে হলে দুঃখ-জরা শির দাঁড়া কর টান;
বান এসেছে বান।
বান ঢুকেছে ঘরের কোণে
পাগলা ঘোড়ায় রুক্ষ মনে
ক্ষিপ্ত তোড়ে ভাসিয়ে দিল মাঠ ভরা সব ধান;
বান এসেছে বান।
জীর্ণ বসন শীর্ণ দেহ ছাড়লো সবে পর্ণ গেহ
সব হারা সব মানুষগুলোর বুক হ'ল খানখান;
বান এসেছে বান।
বান এসেছে নেইকো আশা
দিন মজুর কি গাঁয়ের চাষা
রিক্ত মনের লুপ্ত ভাষা ব্যথায় মূহ্যমান;
বান এসেছে বান।
বান এসেছে দুঃখে ভরা, সব ডুবেছে নেইকো চরা
সর্বনাশা বানেই নিল কত সতেজ প্রাণ;
বান এসেছে বান

***

লজ্জা

-আব্দুল মুন'য়েম
সোনাডাঙ্গা সাহেববাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

যদি একটি পৃথিবী থাকত; থাকত অসীম
সময়, আমি বসে বসে ভাবতাম কি করে
কাটাব এই অফুরন্ত সময়; তৈরি করতাম কিটসের
ভাবনা। তুমি থাকতে নীলের শস্য ভাণ্ডারে, আমি
থাকতাম পদ্মার আহরিত মুক্তায়, আর
বিরহের গান গাইতাম যমুনার বুকে। প্রস্তাব
দিতাম ভালবাসার বসন্ত আসার দশ বছর আগে;
যদি প্রত্যাখ্যান করতে অংকুরিত করতাম
ভালবাসার বীজ ছড়িয়ে যেত সম্রাজ্যের প্রাচীর
ছাড়িয়ে। পূজা করতাম আঁখি বন্দনার, প্রতি
হাসির পূজা করতাম দশ বছর ধরে আর
অবশিষ্ট তনু পূজিতাম ত্রিশ হাজার যুগ ধরে।
তোমার বর্ণিল যৌবন আভা শিশিরের ন্যায় শোভা
বাড়াত, লোমকূপগুলো শিহরিয়ে উঠত আগুনে
আমি আমন্ত্রণ জানাতাম খেলা করতে কামুক
পাখির ন্যায় আর অনুভূতিগুলি পাকিয়ে তৈরি করতাম
তাজমহল। কিন্তু সর্বদা দেখি সম্মুখে সময়ের
ডানাযুক্ত রথ তেড়ে আছসে, নরকের নিঃশ্বাসে
উজ্জীবিত প্রভাত পরিণত হচ্ছে কাল পাথরে, সাদা
কাপড়ে মোড়ান পুতুল গ্রাস করছে রাক্ষুসী আধার;
অনন্তকাল জ্বালিয়ে দিচ্ছে ক্ষণিকের খেলাঘর, উলঙ্গ
করছে আবৃত সৌন্দর্যকে। দৃষ্টি আমার অবনত হচ্ছে
তাকিয়ে থাকছে এক দৃষ্টিতে তার দিকে 'লজ্জা যার
কুমারী মেয়ের চেয়েও ছিল অধিক'।

অবক্ষয়

-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল
দিনাজপুর।

মূল্যবোধহীন সমাজ
মানবতা বিপন্ন আজ
চারিদিকে অস্ত্রের ঝংকার
সন্ত্রাসীদের হুংকার
এরই মাঝে বেঁচে আছি
দাঁড়িয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি।
নিরব নিশ্চুপ বাকহীন
এভাবে চলবে আর কতদিন?
শকুনের হিংস্র থাবায়,
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন এ ধরায়
কিইবা আছে করার,
তবুও নেইকি দায়িত্ব আমার?
মানবতার জন্য আছে দায়িত্ব
সে পথেই রয়েছে বীরত্ব,
মনুষ্যত্ব করতে প্রতিষ্ঠিত
এ পথেই রয়েছে অমরত্ব।
তবে কেন পিছুটান,
সব অন্যায় করতে অবসান
হৌক দৃপ্ত শপথ
উন্মুক্ত হৌক শান্তির পথ।

একটি আদর্শ শিক্ষাঙ্গন

-মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা পশ্চিম
খড়িবিলা রোড, সাতক্ষীরা।

বাঁ ধন হারা মুসলমান আজ, শতাধিক দলে বিভক্ত;
কা শ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়ায় তাই বইছে তাজা রক্ত।
ল জ্জিল যবে এ শ্রেষ্ঠ জাতি, অহি-র বিধান আল-কুরআন;
দা সত্ব শৃংখল পরালো এদের যত কাফির-বেদ্বীন-শয়তান।
রু খে দাঁড়াও ফের, হে বীরের জাতি! সম্মুখে মহা দুর্দিন,
ল ক্ষ্য ব্যূহ ভেদ করে আজ, অহি-র সত্যে হও সমাসীন।
হা নাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী শোন হে আহলে হাদীছ!
দী প্ত কণ্ঠে বল, যারা নহে অহি-র বিশ্বাসী, তারাই আহলে খবীছ।
ছ লনা নহে, সেই দীক্ষা কর শিক্ষা, যেথায় সত্যের চাবিকাঠি,
আ দর্শ শিক্ষার শূন্যতায় সমাজ, সহিংসতায় পরিপাটি।
হ ও আগুয়ান, ছাড় অভিমান, এসো সেই আদর্শ শিক্ষাঙ্গনে;
মা নদণ্ডের এ সুমহান প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত এক বিরল ব্যক্তিত্বের স্মরণে।
দি য়াছেন বিলায়ে অম্লান বদনে, স্বীয় কর্মজীবন মানব চেতনায়;
য়া হুদ, নাছারা, ত্বাগূতের অবসান হৌক, তাঁরই নির্ভীকতায়।
সা হিত্যে ভরা এ শিক্ষাঙ্গন, করেছেন গৌরবান্বিত সুদক্ষ শিক্ষক মণ্ডলী
লা -শারীকের একত্ববাদে, মাযহাবী সংকীর্ণতাকে পদদলি।
ফি রবে যেদিন এ পথভোলা জাতি রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে;
ই সলাম সেদিন হবে প্রতিষ্ঠিত, সকল মনগড়া মতবাদের শীর্ষে।
য়া হুদ-আগ্রাসন, নারী-নেতৃত্ব, মাযহাবী-ফির্কার একি পরিহাস;
হ তভম্বের মত এখনো বসে, শহীদের মর্যাদায় নাহি কি বিশ্বাস?

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নামঃ

মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সপুরা, রাজশাহী থেকেঃ মাহবূবুর রহমান, মুসাম্মাৎ ইসরাত জাহান, নাজনীরা আখতার, ফালগুনী খাতুন ও হাবীবা খাতুন।

সূর্যকণা কিণ্ডার গার্টেন, বেলদারপাড়া, রাজশাহী মহানগরী থেকেঃ রাফী মাহ্মূদ, মিলন আহমাদ, শাওন, আতীকুযযামান সরকার, নুমেরী, তাফসীর আদনান, সাখাওয়াত হোসাইন, রায়হান, মেহেদি হাসান, রহিত খান, মোস্তাফীযুর রহমান, নুছরাত ফাহ্মীদা, তাসনীম লতীফ, মায়েশা মুনতাহা, চৈতালী সরকার, তাসরীফা ইফফাত, জান্নাতুন নাঈম, সামিনা তানয়ীর মুশতারী, রুহানা নিশাদ নীলা, সাজেদা পারভীন, মধুশ্রী মৈত্র, জ্যানিজা রহমান, খাদীজাতুল কুবরা ও অনন্যা দাস চৈতী।

শামসুন্নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হেতেমখাঁ, রাজশাহী থেকেঃ আশ্ফাক হোসাইন, অনিক, সাব্বির, ফরহাদ, মুজাহিদা, রাফাত, রাব্বী খান, ওয়াসীফ, শুভ, রাতুল, জান্নাতুল ফেরদাউস, জান্নাতুর রহমান, শারমীন আখতার নিতু, রেশমা আখতার, শিউলী আখতার, গুল নাহার, মাসরূবা খাতুন, জিনিয়া পারভীন, নিশাত নায়লা, ফাহমীদা মেহেরীন, রুমানা বিশ্বাস ও আহমেদী।

নীলফামারী থেকেঃ আব্দুর রহমান।

চাঁদপুর দাখিল মাদরাসা, রূপসা, খুলনা থেকেঃ আফযাল হোসাইন, রেযাউল্লাহ, মুকাররম, হাসীবুল্লাহ, সাইফুল ইসলাম, মিশকাত আলী, শেখ সা'দী, লায়লা খানম, সাবিনা ইয়াসমীন, সুমাইয়া খানম, সাবিনা খাতুন, শাহারা খানম, যাকিয়া খানম ও মুনীরা খানম।

সাহাবাজ, কাউনিয়া, রংপুর থেকেঃ রওশন হাবীব বাবু।

নলডাঙ্গা হাইস্কুল, নাটোর থেকেঃ আবু তালেব, শিলন রহমান, মুজীবুর রহমান, হাফীযুল ইসলাম, আবু বকর ছিদ্দীক্ব, রতন, মামূনুর রশীদ, সুমন, আতাউর রহমান, রবীউল ইসলাম, তহমীনা খাতুন, নাসীমা খাতুন, নাজমা খাতুন, শাহীনা খাতুন, লাবনী খাতুন, শিমুল, আবু তাহের, রহীমা খাতুন, রিটন ও খানজাহান আলী।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১. মু'আয ও মু'আওয়ায।

২. মক্কা বিজয়।

৩. মদীনার চার পাশে 'খন্দক' বা পরিখা খনন করে শত্রু প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ জন্য এ যুদ্ধের নাম 'খন্দক' রাখা হয়।

৪. সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী)-এর সঠিক উত্তর

১. OMAN ২. TRY, CRY ৩. HONG-KONG
৪. KYRGYZTAN.

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (শব্দ অনুসন্ধান)

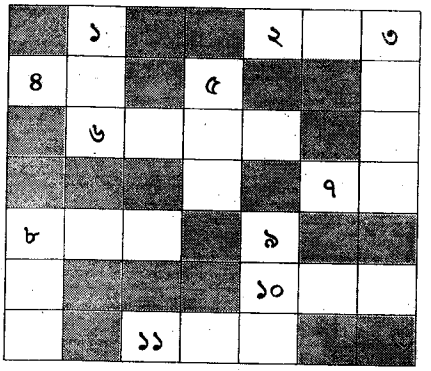

পাশাপাশিঃ

৪. আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্পর্ক।
২. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা।
৬. রাসূল (ছাঃ)-এর একজন স্ত্রীর নাম।
৭. দূরবর্তী শব্দ শোনার একটি যন্ত্র।
৮. আল্লাহ যেথায় সমাসীন।
১০. রক্তের প্রতিশব্দ।
১১. ক্ষমার অযোগ্য পাপ।

উপর-নীচঃ

১. রুকূ-সিজদা বিহীন ছালাত।
৩. আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম।
৫. হুদের দেশ নামে খ্যাত যে দেশ।
৮. রাসূল (ছাঃ)-এর মাতার নাম।
৯. হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপাধি।

সংকলনেঃ শেখ আব্দুছ ছামাদ
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

ক্যালেণ্ডার না দেখে বাংলা মাসের বার বের করার অভিনব কৌশলঃ

প্রথমে মাসগুলির মান বের করতে হবে এবং তারপর মাসের তারিখের সাথে মাসের মান যোগ করে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভাগ শেষ না থাকলে দিনটি হবে শুক্রবার, ভাগশেষ এক হ'লে শনিবার, দুই হ'লে রবিবার এভাবে বার বের করতে হবে। এখানে মাসের মানগুলো দেওয়া হ'লঃ

বৈশাখ= ৭, জ্যৈষ্ঠ= ১০, আষাঢ়= ৬, শ্রাবণ= ৯, ভাদ্র=১২, আশ্বিন= ৮, কার্তিক= ১০, অগ্রহায়ণ= ১২, পৌষ=৭, মাঘ=৮, ফাল্গুন= ১০, চৈত্র= ১২।

যেমনঃ কেউ যদি প্রশ্ন করে বৈশাখ মাসের ১০ তারিখ কোনদিন? তাহ'লে এভাবে বের করতে হবেঃ মাসের মান + তারিখ ÷ ৭ যেমন- (৭+১০÷ ৭= ভাগশেষ থাকে তিন) তাহ'লে দিনটি হবে সোমবার। পূর্বেই বলা হয়েছে ভাগশেষ এক হ'লে দিনটি হবে

শনিবার, দুই হ'লে রবিবার, এভাবে ছয় হ'লে বৃহস্পতিবার। আর ভাগশেষ না থাকলে হবে শুক্রবার।

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (৮ম শ্রেণী)
পরিচালক, সোনামণি আল-মারকায 'গোলাপ' শাখা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণ ও সমাবেশঃ

গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

(১) গত ১৩ জুলাই উপরবিল্লী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ জুম'আ হ'তে আছর পর্যন্ত স্থানীয় সোনামণি এবং যুবকদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা যুবসংঘের সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ও জনাব আব্দুল খালেক (মাষ্টার)। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুবসংঘের শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী।

(২) গত ১৮ জুলাই বুধবার পলাশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পলাশী মাদরাসার সোনামণি এবং এলাকার যুবকদের নিয়ে বাদ আছর হ'তে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম, রাজশাহী যেলা যুবসংঘের সভাপতি ডাঃ আব্দুস সাত্তার এবং সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মমতাযুদ্দীন।

দূর্গাপুর, রাজশাহীঃ

গত ২৮শে জুলাই শনিবার দুপুর ১টা হ'তে ৩টা পর্যন্ত শ্রীপুর (রেজিঃ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের উপস্থিতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রশিক্ষণের নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন দূর্গাপুর মহিলা কলেজের প্রভাষক মাওলানা ফারুক আহমাদ।

বাগমারা, রাজশাহীঃ

(১) গত ৩রা আগষ্ট শুক্রবার সকাল ১০টা হ'তে জুম'আ পর্যন্ত ইসলাবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

(২) গত ৪ঠা আগষ্ট শনিবার সকাল ১০ টা ৩০ মিঃ হ'তে ১১ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত স্থানীয় নন্দনপুর মহিলা দাখিল মাদরাসায় সোনামণিদের বিশেষ দা'ওয়াতী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় দু'শতাধিক সোনামণি এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষকদের উপস্থিতিতে সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। একই সময়ে ১ম থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন সোনামণিকে পৃথক করে এবং কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর আলোচনা রাখেন সোনামণি রাজশাহী যেলার পরিচালক নযরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক জনাব লোকমান আলী এবং বাগমারা উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা আলহাজ্জ আইয়ূব হোসাইন প্রমুখ।

(৩) গত ৩রা আগষ্ট শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত বাসুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং সকল শিক্ষকমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বিশেষ সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

অত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব লুৎফর রহমান 'সোনামণি' সংগঠনকে স্বাগত জানান এবং বর্তমান যুগে শিশুদের চরিত্র গঠনে এই অনন্য সংগঠনের উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে আক্বীদা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন বাগমারা উপযেলার সোনামণি উপদেষ্টা আলহাজ্জ আইয়ূব হোসাইন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক নযরুল ইসলাম।

রাজশাহী মহানগরীঃ

গত ৬ আগষ্ট সোমবার বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর শামসুন্নাহার ইসলামিয়া মাদরাসায় সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ -এর ৪৫টি প্রশ্নের ভিত্তিতে এক লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তাঁকে সহযোগিতা করেন রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক খুরশিদ আলম, আব্দুল ওয়ারেছ এবং মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ।

খুলনাঃ

গত ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার সকাল ১১ টা ৩০ মিঃ হ'তে ২ টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত চাঁদপুর দাখিল মাদরাসা, রূপসা, খুলনায় প্রায় দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মাদরাসার ম্যানিজিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আফতাবুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। এ সময়ে তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। মাদরাসার সুপার মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

মুক্তির প্রতীক

-মুসাম্মাৎ সুমাইয়া ইয়াসমীন (৫ম শ্রেণী)

আত-তাহরীক!
ঘুণে ধরা সমাজের মুক্তির প্রতীক
জীবন গড়ার এক নির্ভীক সৈনিক
এসো হে মুক্তির পথিক!
পড়ে দেখ আত-তাহরীক
হৌক জীবন তোমার সত্যের প্রতীক॥

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত

বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে চেয়ারম্যান বা সদস্যপদে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে তদস্থলে সরকারী কর্মকর্তা বা নিরপেক্ষ নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১লা আগষ্ট বুধবার মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের এক সার্কুলারে সকল মন্ত্রণালয়কে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের নির্দেশের ভিত্তিতে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ যে সার্কুলার জারি করেছে, তা ব্যাংক, বীমা, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও ক্রীড়া সংগঠন সহ সকল সংস্থার ক্ষেত্রে অবিলম্বে কার্যকর হবে। সার্কুলারে বলা হয়েছে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন সংস্থা-প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ কার্য পরিচালনার স্বার্থে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের স্থলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদ-কমিটিতে কেবলমাত্র সরকারী কর্মকর্তা বা বেসরকারী নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিটি ব্যাংক-বীমা সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে, সদস্যপদে এবং কোথাও কোথাও চেয়ারম্যান পদে সাবেক আওয়ামীলীগ সরকারের মনোনীত রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি রয়েছেন। ইতিমধ্যে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ ব্যবহার করে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার অভিযোগ উঠেছে।

[দলীয় লোকদের চেয়ে নির্দলীয় লোকদের কদর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা একটি শুভ লক্ষণ বটে। কিন্তু পুনরায় দলীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আমরা তাহ'লে কেন পাগল হয়ে উঠেছি? - সম্পাদক]

গ্রেডিং পদ্ধতিঃ মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র

মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উচ্চশিক্ষার দ্বার ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে আর যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে না পারে, ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ না পায় খুব কৌশলে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর বিষয়টি প্রথম মাদরাসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের নযরে আসে।

চলতি বছর প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, কোন মাদরাসা ছাত্রই জিপিএ ৫ পয়েন্ট লাভ করেনি। কেননা নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। পক্ষান্তরে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এসএসসি পরীক্ষাতেই ৪৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে নম্বর স্কোর করতে পারে। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষার্থীরা সুযোগের অভাবে সে নম্বর স্কোর করতে পারছে না। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও একইভাবে পিছিয়ে থেকে মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে একটি বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান পক্রিয়া অব্যাহত থাকলে কোনদিনই মাদরাসা শিক্ষার্থীরা ৫ পয়েন্ট পাবে না। কারণ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দাতাদের সাথে প্রতিযোগিতা করার প্রশ্ন অবান্তর। অবিলম্বে এই বৈষম্য দূর করা উচিত।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োজিত ভিসি ইতিমধ্যে সাংবাদিকতা, বাংলা সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে। যা সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের শিক্ষার সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকারের ঘোষণার পরিপন্থী।

[আমরা এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করছি এবং আমরা মাদারাসা শিক্ষাকে বর্তমানে প্রচলিত মাযহাবী শিক্ষার বদলে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয়ভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা হিসাবে দেখতে চাই। সাথে সাথে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শের আলোকে ঢেলে সাজাতে চাই। - সম্পাদক]

৪ শীর্ষ ঋণখেলাফীর কাছে দেশের ৮টি ব্যাংক যিম্মী

মাত্র চারজন ঋণখেলাফীর কাছে দেশের আটটি ব্যাংক রীতিমত যিম্মী হয়ে আছে। আবুল খায়ের লিটু, ফযলুর রহমান, মুহাম্মাদ আলী ও এমদাদুল হক্ব ভুঁইয়া- এ চার শীর্ষ ঋণখেলাফীর কাছে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব, বিশেষায়িত ও বেসরকারী খাতের আটটি ব্যাংকের পাওনা দাঁড়িয়েছে মোট ৬১৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা। এছাড়া অন্যান্য ব্যাংকেও তাদের অপেক্ষাকৃত ছোট অংকের ঋণ রয়েছে। সম্প্রতি তৈরি করা বাংলাদেশ ব্যাংকের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়। বিশাল অংকের এ ঋণ আদায়ে কোন কোন ব্যাংক মামলা করেছে। তবে ঋণখেলাফীরা উল্টো হাইকোর্টে রীট করে মামলাগুলি আটকে রেখেছে।

চার শীর্ষ ঋণ খেলাফীর কাছে যিম্মী হয়ে থাকা ব্যাংকগুলি হ'ল সোনালী ব্যাংক (মোট পাওনা ১৮৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা), রূপালী (৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা), অগ্রণী ব্যাংক (৪ কোটি ৭১ লাখ টাকা), জনতা ব্যাংক (২৪ কোটি ৫ লাখ টাকা), সিটি ব্যাংক (১৮৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা), আল-বারাকা ব্যাংক (১৭৮ কোটি টাকা), আইএফআইসি ব্যাংক (২৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা) এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা)। এর মধ্যে আবুল খায়ের ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ ছয়টি ব্যাংককে যিম্মী করে রেখেছে, ফযলুর রহমান গ্রুপ যিম্মী করেছে চারটি ব্যাংককে। এফবিসিসিআই সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আলী করেছেন দু'টি ব্যাংক এবং এমদাদুল হক্ব ভুঁইয়া করেছেন একটি ব্যাংক। এ চারজনের দাপটে ব্যাংকগুলির রীতিমত নাভিশ্বাস অবস্থা।

[জনগণের রক্ষিত আমানতের খেয়ানত করে শিল্পায়নের নামে গুটিকয়েক লোকের হাতে যারা এভাবে টাকা তুলে দেয়, ঐসব খেয়ানতকারী ব্যাংকারদের কি কোন শাস্তি হবে না? এই সব ব্যাংকার ও তাদের পরিচালনা পরিষদ মিলে নিজেদের জন্য সরকারী বেতন স্কেলের চাইতে বহুগুণ বেশী বেতন-ভাতা ও বাড়ী-গাড়ী কেনার ঋণ

সুবিধা নেওয়ার আইন তৈরী করেছেন। অন্যদিকে শিল্প ঋণের নামে ঐসব বড় বড় রাঘব বোয়াল সৃষ্টিতে সহায়তা করছেন। এজন্য তদবীরকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের যেমন বিচার হওয়া উচিত, তেমনি এইসব ব্যাংক কর্মকর্তাদেরও বিচার হওয়া উচিত। -সম্পাদক]

কুরআনের উপরে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছে!

গত ২৬ জুলাই নাটোর যেলার লালপুর উপযেলার গোপালপুরস্থ জননী জুয়েলার্স-এর হিন্দু কর্মচারী মধু (২০)-এর সাথে মাত্র ৫০ টাকার বাজি ধরে অপর হিন্দু কর্মচারী নির্মল (১৬) দোকানে রক্ষিত কুরআন শরীফে প্রস্রাব করেছে।

বিষয়টি জানাজানির এক পর্যায়ে গুরুতর রূপ ধারণ করলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য দূরদর্শী কিছু ব্যক্তি গত ১ আগষ্ট ভোরে সংশ্লিষ্ট দুই তরুণকে গোপালপুর পৌরসভা চেয়ারম্যানের দায়িত্বে সোপর্দ করেন। বিক্ষুব্ধ জনতা গোপালপুর বাজার ও মিল এলাকার ৮-১০টি দোকান ভাঙ্গচুর করে ঠাকুর বাড়ী, মন্দির ও বিরোপাড়া এলাকায় ভাংচুরের চেষ্টা চালালে গোপালপুর পৌর চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল ইসলাম ও তার কমিশনারগণ বাধা দেয়ন। পরবর্তীতে লালপুর থানার পুলিশ ও এলাকার নেতৃবৃন্দ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। পুলিশ ২৯৫ ধারার মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে দুই যুবককে হাজতে পাঠায়।

[দেশের মুসলিম রাজনীতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের নিকটে কুরআনের কোন বিশেষ মর্যাদা না থাকার কারণেই ঐ দুই হিন্দু তরুণ এ ধরণের দুষ্ট খেয়ালের বশবর্তী হ'তে সাহস পেয়েছে। যেদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে একই অনুষ্ঠানে কুরআন, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয় এবং সবগুলিকে কুরআনের সম মর্যাদা দেওয়া হয়, যেদেশে কুরআনের আইনকে জাতীয় সংসদ ও বঙ্গভবন থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়, কুরআনকে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়, কুরআনের পৃষ্ঠাকে পেশাবখানার ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়, সে দেশে হিন্দু ছেলেরা কুরআনে উপরে দাঁড়িয়ে পেশাব করবে, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? হায়রে দেশ! হায়রে সরকার! কোথায় সেই অদৃশ্য মর্দে মুজাহিদ! যে এইসব বেঈমানীর টুটি চেপে ধরে দেশে কুরআনী ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে। আমরা তার আগমনের জন্য প্রার্থনা জানাই - সম্পাদক]

গত ৫ বছরে সব নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক বিবেচনায়

বিগত ৫ বছরে নতুন ব্যাংক অনুমোদন দানের ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। ব্যাংকের অনুমতি দানের শর্ত হিসাবে উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে 'ঋণখেলাফী নন' এমন ছাড়পত্র গ্রহণের আগেই সাবেক সরকার প্রধানের কাছে ক্লিয়ারেন্সের জন্য পাঠানো হয়। উদ্যোক্তারা 'বঙ্গবন্ধু ট্রাস্ট ফাণ্ডে' ২ কোটি টাকা চাঁদা দানের পর সাবেক সরকার প্রধানের দফতর থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষ ব্যক্তির কাছে সবুজ সংকেত পাঠানো হয়। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অনুমতি দানের প্রক্রিয়া শুরু করে। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থায়ী কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি লাভ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন একটি সূত্র জানায়, বেসরকারী খাতে বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত নতুন ব্যাংক স্থাপনের যে লিখিত নীতিমালা রয়েছে, শুধুমাত্র এর উপর ভিত্তি করে কোন নতুন ব্যাংককে গত ৫ বছরে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ট্রাষ্ট ফাণ্ডে ২ কোটি টাকা চাঁদা দান এবং তখনকার সরকারী দলের সমর্থক হওয়াকে প্রধান বিবেচনায় আনা হয়। ফলে অধিকাংশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোক্তা হিসাবে আওয়ামী লীগ নেতা বা আওয়ামী সমর্থকদের দেখা যায়।

উল্লেখ্য, আশির দশকের শুরুতে আইএফআইসি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাংলাদেশে বেসকারী খাতের ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ১৪ বছরে বেসকারী খাতের দেশীয় ব্যাংক অনুমতি পেয়েছে ১৪টি। অপরদিকে ১৯৯৯ থেকে ২০০১-এর জুন পর্যন্ত দু'বছর সময়ে নতুন ব্যাংকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ১৪টি।

সাড়ে ৬ মাসে ৫ হাযার অস্ত্রের লাইসেন্স

গত ৩০ বছরে (২০০০ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত) সারা দেশে ১ লাখ ৮৫ হাযার আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হ'লেও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদের শেষ সাড়ে ছয় মাসে দেশের ৫২ যেলায় লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ৩ হাযার ৯০৫ টি। সারা দেশে এই সংখ্যা প্রায় ৫ হাযার হবে বলে জানা গেছে। এসব আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে বন্দুক রয়েছে ১ হাযার ৯২০ টি, পয়েন্ট ২২ বোর রাইফেল ২১৭ টি, পিস্তল ১ হাযার ৫২৬ টি এবং রিভলবার ২৩ টি।

তাড়াহুড়া করে এই লাইসেন্স দিতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশী তদন্ত ছাড়াই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির চেয়ে রাজনৈতিক বিবেচনাকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। লাইসেন্স প্রাপ্তদের তালিকায় সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, তাদের স্ত্রী-পুত্র, দলীয় সমর্থক ও ছাত্রলীগের নেতারা রয়েছেন। এমনকি আবেদন করার যোগ্যতা নেই এমন অনেকেও লাইসেন্স পেয়েছেন। এই হরিলুটের প্রক্রিয়ায় ঢাকা যেলা প্রশাসনের অফিস সহকারীরা (পিয়ন) পর্যন্ত লাইসেন্স পেয়েছেন।

আদম শুমারী রিপোর্ট

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি

আদমশুমারী ২০০১-এর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১০ বছরে ১৫.৯৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাযার ৩৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৫০.৯৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯.০৬ শতাংশ মহিলা। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর তুলনায় গত ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৪৭ হাযার।

এবারের আদমশুমারীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হ'ল, দেশের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে আর কমছে গ্রামের জনসংখ্যা। রির্পোট অনুযায়ী বিভাগ হিসাবে ঢাকার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আর সবচেয়ে কম জনসংখ্যা হ'ল সিলেট বিভাগে। জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী ঢাকায় আর কম বরিশালে। ঢাকা বিভাগে মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৫ লাখ ৯২ হাযার ৪৩১ এবং প্রতি কিলোমিটারে ঘনত্ব ১৩৫৪ জন। রাজশাহীতে মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ১৪ লাখ ৭৭ হাযার ৬০৬ জন এবং ঘনত্ব ৯১২ জন। চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি

৫১ লাখ ৮৭ হাযার ৩১৩ আর জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৪৬ জন। খুলনায় মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৫ হাযার ২৬ জন এবং ঘনত্ব ৬৮২ জন। বরিশালে মোট জনসংখ্যা ৮৫ লাখ ১৪ হাযার জন আর ঘনত্ব ৬৪০ এবং সিলেটে মোট জনসংখ্যা ৮২ লাখ ৯০ হাযার ৮৫৭ আর প্রতি কিলোমিটারে ঘনত্ব ৬৫৮ জন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গৃহের সংখ্যাও এবার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালে সারা দেশে মোট গৃহের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৯৪ লাখ, যা বর্তমানে ২ কোটি ৫৪ লাখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেনাবাহিনী ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা তুলে দেওয়ার সুপারিশ!

নির্বাচন ২০০১ উপলক্ষে সিপিডি 'প্রথম আলো'র উদ্যোগে গঠিত 'জাতীয় নীতি ফোরামে'র শিক্ষানীতি সংক্রান্ত এক আলোচনায় কয়েকটি এনজিও প্রতিনিধি ও বাম ধারার শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীরা আলোচনাকালে বাংলাদেশ থেকে সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে প্রতিরক্ষা বাজেটের ঐ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করার আহ্বান জানান। সেই সাথে তারা এদেশ থেকে মাদরাসা শিক্ষাসহ প্রাইমারী স্কুল পর্যায় থেকেও ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেন।

জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেন, সেনাবাহিনী তুলে দিয়ে দেশের নাগরিকদের মাধ্যমে 'পিপল্‌স আর্মি' বা গণবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মাদরাসা শিক্ষাও তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মাদরাসায় এখন ভাল নাগরিক ও দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরী হচ্ছে না। সেখানে কেবল তালেবান তৈরী হচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলেও আনুষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষা রাখা যাবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা দিবে পরিবার ও চার্চ। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় পৃথকভাবে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

অবশ্য কয়েকজন বক্তা সেনাবাহিনী তুলে দেওয়া বা প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাসের এবং মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের দাবীর বিরোধিতা করেন।

[ভিন দেশের খুদ-কুঁড়ো খেয়ে জীবন ধারণকারী এইসব নামধারী বুদ্ধিজীবীরা দেশের এক নম্বরের দুশমন। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তাকে এরা শয়তানী পথে পরিচালিত করেছে। ইসলাম হ'ল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা এবং দেশপ্রেমিক ও দক্ষ সেনাবাহিনী হ'ল দেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। এই সাধারণ জ্ঞানটুকু হারিয়ে যারা দিনের আলোতে হুতোম পেঁচার মত চোখ মুখ বন্ধ করে বসে থাকে ও সুযোগ মত কিংবা নির্দেশ মত শত্রু দেশের ভাষায় কথা বলে তাদের সম্বন্ধে সরকার ও দেশপ্রেমিক জনগণের হুঁশিয়ার থাকা আবশ্যক' -সম্পাদক]

সন্ত্রাসের ভয়াল নগরী ফেনীতে ব্যাপক তল্লাশি ॥ জয়নাল হাজারীর পলায়ন

গত ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২ টায় সন্ত্রাসের ভয়াল নগরী ফেনীতে কার্ফ্যু দিয়ে এবং শহরের টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য বিডিআর ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। কিন্তু সন্ত্রাসের গডফাদার সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন হাজারী ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ তার ঘনিষ্ঠ ক্যাডারদের নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্রথম দিনের ৭ ঘন্টার অভিযানে পুলিশ হাজারীর দক্ষিণ হস্ত কুতুবুদ্দীন হাজারী ও তার স্টিয়ারিং বাহিনীর উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নূরুল আলম সহ ২৭ জনকে হাজারীর বাসা থেকে গ্রেফতার করে। এছাড়া ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) গত ১৮ আগস্ট শেষ রাতে পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকার দু'টি বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে হাজারীর ৮ সহযোগীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে একজন ছাড়া অন্যরা হাজারীর 'ক্লাশ কমিটি'র সদস্য এবং গত ২৭ জুলাই ফেনীর দাগনভুঞায় সংঘটিত তিন খুনসহ লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলার পলাতক আসামী বলে জানা যায়।

হাজারীর মাস্টার পাড়ার বাড়ী 'শৈল কুটির' ও 'ভেণ্ডু হাজারী জিমন্যাশিয়ামে'র বিভিন্ন কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে বিডিআর ও পুলিশ একটি পয়েন্ট টু টু রাইফেল, দু'টি পিস্তল, একটি রিভলবার, ৩টি 'সোর্ড অব হায়দার আলী' স্টিলের ছোরা, ৬টি বিভিন্ন ধরনের ছোরা, কভারসহ একটি দামী ছোরা, বেসবল ব্যাট ১টি, হকিস্টিক ৬টি, পরচুলা ২টি, পিস্তল, রিভলবার, এসএমজি, এসএলআর, থ্রি-নট থ্রি রাইফেলের গুলী মোট এক হাযারেরও বেশী, ৮টি পুলিশের সোল্ডার ব্যাজ, ২টি পুলিশের পোষাক, একে-৪৭ রাইফেলের ১টি ম্যাগাজিন, বড় ক্যামেরা ১টি, টেলিস্কোপ ১টি, ভিডিও ক্যামেরা ১টি, ভিডিও ক্যাসেট ২০টি, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ২টি, মোবাইল ফোন সেট ১৮টি, যৌন উত্তেজক ১ প্যাকেট ভায়াগ্রা, সচিত্র অনেকগুলো পর্ণো বই, চার বোতল বিদেশী মদ, ৫০টি ভারতীয় শাড়ী, নগদ ৬১ হাযার টাকা, কিছু বিদেশী টাকা, কিছু জাল নোট, ৩টি হোণ্ডা, ১টি পাজেরো জীপ ও ১টি প্রাইভেট কার সহ বিপুল সংখ্যক অবৈধ জিনিসপত্র আটক করে। এছাড়া হাজারীর 'স্টিয়ারিং কমিটি'র সদস্যদের ছবিসহ বিশাল বাহিনীর একটি তালিকা উদ্ধার করা হয়। আরো উদ্ধার করা হয় এ যাবৎকাল স্টিয়ারিং বাহিনী যত হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত একটি ডায়েরী।

উল্লেখ্য যে, ফেনীর ত্রাস জয়নাল হাজারী এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সরকারী কর্মচারী ও আলেম সমাজের উপর নযীরবিহীন নির্যাতন চালান। সন্ত্রাস ও অপকর্মকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি 'স্টিয়ারিং বাহিনী' নামে একটি বেসরকারী বাহিনী গঠন করেন। যে বাহিনী গ্রামে গ্রামে খুন, গুম, অপহরণ, ধর্ষণ, নির্যাতন, যুলুম, চাঁদাবাজি, দখলদারী চালিয়ে যায়। এ বিশেষ বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়ে যেলায় প্রায় ৭০ জন নিহত হয়েছে। চির পঙ্গু ও আহত হয়েছে ইউ,এন,বি সাংবাদিক টিপু সুলতান সহ ১০ হাযার লোক। অত্যাচারের শিকার হয়ে নির্বাসিত হয়েছে ১৫ হাযার। ফেনী যেলা জজকোর্ট নতুন ভবনে স্থানান্তরে তিনি বাধা দেন এবং উক্ত ভবন তিনবার পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেন। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী কারিগরী শিক্ষা মহাবিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ১৫শ' ছাত্র-ছাত্রীর জীবন বিপন্ন করেন। ফেনীর একমাত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটিও পুড়িয়ে দেন। এ ছাড়া দাগনভুঞায় এসজিডি কিন্ডার গার্টেন স্কুল ও সুলতানা মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় পুড়িয়ে দেন। বিগত ৫ বছরে উন্নয়নের জন্য ফেনীর বিভিন্ন সরকারী দফতরে উন্নয়ন বরাদ্দ আসলে সে তার ২০-২৫ ভাগ হাতিয়ে নিয়ে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত করে। এভাবে অর্থ-সম্পদ লুটেপুটে হাজারী পরিণত হন কোটিপতিতে।

গত ১৫ জুলাই এমপির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হাজারী তার 'স্টিয়ারিং বাহিনী' নিয়ে মাস্টার পাড়ায় একটি জিমনেশিয়ামে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তিনি ফেনীর দাগনভূঞা থানার চন্দ্রপুর গ্রামে এক নারকীয় সন্ত্রাস চালিয়ে একটি শিশুসহ তিনজন নিরীহ লোককে হত্যা করেন এবং বহু বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেন। এই ঘটনার মাত্র ১৫ দিনের মাথায় তার বাহিনীর ক্যাডার তার নির্দেশে যেলার উপকূলীয় থানা সোনাগাজীর চরইঞ্জিমান গ্রামে নিরীহ গ্রামবাসীর উপর লোমহর্ষক ও বর্বরোচিত হামলা চালায়। এ হামলায় তারা কমপক্ষে ১০ জনকে হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এই ঘটনার রেশ না কাটতে গত ১৫ আগস্ট একই থানার নবাবপুর ইউনিয়নে ছাত্রদলের ২ কর্মীকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবার পর হাজারী বাহিনীর হামলায় কেবল ফেনী যেলাতেই ১৭ জন লোক নিহত হয়।

উল্লেখ্য যে, এ সময়ে সন্ত্রাসের কথিত আরেক গডফাদার বিএনপি নেতা ভিপি জয়নালের বাড়ীতেও তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু একটি কার্তুজ ছাড়া আর কিছু উদ্ধার হয়নি।

শৈলকুটির এক রহস্যময় দুর্গঃ হাজারীর মাস্টার পাড়ার বাসভবন 'শৈলকুটির'। এ বাড়ীর ভিতরে হাজারী গড়ে তুলেছেন রূপকথার দস্যুদের ঘাঁটির মত এক রহস্যময় দুর্গ। তার ক্লাশ কমিটির সদস্যরা রণ পাহারা বসাত সেই দুর্গের ভেতরে-বাহিরে সর্বত্র। জানা গেছে যে, প্রায় ২ একর জমির উপর গড়ে তোলা এই তিনতলা বাড়ীটি হাজারীর পৈতৃক সম্পত্তি নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শহরের চিকিৎসক ডাঃ ইসহাকের কাছ থেকে জবরদখল করে নেওয়া।

'শৈল কুটিরে'র তিনতলায় ছাদের পরিবর্তে রয়েছে টিনের ছাউনি। তিন তলার একটি মাত্র কক্ষে যাওয়ার কোন সিঁড়ি নেই। দোতলায় হাজারীর শয়নকক্ষের পেছনে রয়েছে ছোট্ট বারান্দার মত আরেকটি কক্ষ। ওই কক্ষ দিয়ে তিন তলায় যাওয়ার জন্য দোতলার ছাদের এক কোণে তৈরি করা হয়েছে একটি সুড়ঙ্গ। হাজারী কখনো তিন তলার কক্ষে গেলে একটি লোহার সরু সিঁড়ি ব্যবহার করতেন। কক্ষে ঢোকার পর তিনি নিজেই সিঁড়িটি সরিয়ে নিতেন। হঠাৎ আক্রমণ হ'লে তিনি বাইরে পালাতে না পারলেও ঐ কক্ষে যাতে নিরাপদে অবস্থান করতে পারেন সেজন্যই এই ব্যবস্থা ছিল বলে জানা গেছে।

তিন তলার ঐ কক্ষের ন্যায় আরো সাতটি কক্ষ রয়েছে হাজারীর দুর্গে। সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে তিনটি। বিভিন্ন মালামাল দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ গুলো এমনভাবে ঢাকা থাকত যে, পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেও পথের সন্ধান পাবে না। এছাড়া হাজারীর শয়ন কক্ষের পেছন দিয়ে নীচে নামার জন্য রয়েছে আলাদা সিঁড়ি। শৈল কুটিরের নীচতলায় রয়েছে বড় দু'টি কক্ষ। এর মধ্যে একটি শয়নকক্ষে মাঝে মধ্যে থাকতেন হাজারীর ক্লাশ কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতারা। অন্যটি অফিস কাম ড্রয়িং রুম। হাজারী বাড়ীতে থাকলে ক্লাশ কমিটির পাঁচ-ছয় জন ক্যাডার এখানে সার্বক্ষণিক পাহারায় থাকে।

সন্ত্রাসের জনপদ হওয়ার পিছনে তিন গডফাদারঃ সন্ত্রাসের জনপদ হিসাবে ফেনীর পরিচিতির পিছনে দায়ী তিনটি রাজনৈতিক দলের তিনজন নেতা। জাতীয় পার্টির (এ) কর্ণেল (অবঃ) জাফর ইমাম, আওয়ামী লীগের জয়নাল আবেদীন হাজারী ও বিএনপি-র জয়নাল আবেদীন ফারুক ওরফে ভিপি জয়নাল। ১৯৮৩ সালে জাফর ইমামের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে 'টাইগার বাহিনী' নামে বিশেষ এক সন্ত্রাসী বাহিনী। আর এই বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল হাজারী পাল্টা সন্ত্রাসী বাহিনী 'স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করেন। আর উভয় বাহিনীর পাশাপাশি তৎকালীন জাসদ নেতা (বর্তমানে বিএনপি নেতা) ভিপি জয়নালও নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করেন।

জানা যায় ১৯৮২ সালে তৎকালীন সেনাপ্রধান লেঃ জেঃ এরশাদ ক্ষমতা দখলের কিছু দিন পর তৎকালীন বিএনপি নেতা কর্ণেল (অবঃ) জাফর ইমাম সরকারে যোগ দেন এবং প্রতিমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। এরপরই তিনি ফেনীতে একাধিপত্য বিস্তারে মনোযোগী হন। জনৈক আলাউদ্দীনের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন 'টাইগার বাহিনী'। যার সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু'শতাধিক। ১৯৮৭ সালে এ বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ ফেনী শহর ব্যবসায়ী সমিতি লাগাতার ধর্মঘট ও মিছিল করে। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে 'টাইগার বাহিনী'র বিপরীতে যেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন হাজারী গঠন করেন অপর সন্ত্রাসী বাহিনী 'স্টিয়ারিং কমিটি'। তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আদেলের নেতৃত্বে যেলার ছয়টি থানার ৪৫টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে কমপক্ষে ২০ জন যুবককে এই কমিটির সদস্য করে বিশেষ সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এ কমিটির সদস্য দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ হাযারে। ভিপি জয়নালের সন্ত্রাসী বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট একই রকম। ছাত্রলীগের মাধ্যমে রাজনীতিতে তার হাতে খড়ি। ১৯৭১ সালে ফেনী কলেজে ভিপি নির্বাচিত হন। তখন থেকেই নেতৃত্ব নিয়ে জয়নাল হাজারীর সঙ্গে তার বিরোধ এবং এর জের ধরে '৭৩ সালে নিজস্ব অনুসারীদের নিয়ে তিনি জাসদে যোগ দেন। অতঃপর তার এলাকা ফলেশ্বরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য গড়ে তোলেন সন্ত্রাসী বাহিনী। অতঃপর '৯৬-এর অক্টোবরে তিনি বিএনপিতে যোগদান করলে জয়নাল হাজারীর সঙ্গে তার প্রকাশ্য দ্বৈরথ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালের মার্চ মাসে ভিপি জয়নালের গ্রামে ব্যাপক তল্লাশি করে প্রচুর অস্ত্রসহ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সম্প্রতি তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন ও ঢাকায় বসবাস করছেন।

[দেখা যাচ্ছে যে, 'ফেনীর ত্রাস' উক্ত শীর্ষ তিন সন্ত্রাসী তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের লালিত ক্যাডার। এমনকি একজন মন্ত্রী ছিলেন ও একজন এমপি ছিলেন। সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী জয়নাল হাজারীর পক্ষে সাফাই গেয়ে বিবৃতিও দিয়েছেন। এরপরেও কি বলা যাবে যে, এইসব নেতা-নেত্রীরা সন্ত্রাসীদের লালনকারী নন? একই প্রক্রিয়ায় খুলনায় সৃষ্টি হয়েছে এরশাদ শিকদার, মেহেরপুরে সিরাজ মাষ্টার ওরফে লালটু, কুমিল্লার মুরাদনগরের পিচ্চি কামাল, ঢাকার টোকাই সাগর ও উত্তরার দীপু চৌধুরীর ন্যায় জাতীয় পর্যায়ের সন্ত্রাসী নেতারা। যদি বলা যায় যে, এইসব সন্ত্রাসীদের উপরে ভর করেই অনেকে নেতা-নেত্রী বনেছেন, তাহ'লে খুব বেশী বলা হবে কি? তাদের গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা নেতা-নেত্রীদের নেই। দলীয় গণতন্ত্র জনগণকে এভাবে কেবল সন্ত্রাসই উপহার দেয়। আইনের শাসন সেখানে কেবল কথার কথা মাত্র। অতএব নেতৃত্ব নির্বাচনের বর্তমান সিস্টেম পরিবর্তন করা আবশ্যক এবং এর স্থলে ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা এখন সময়ের দাবী। -সম্পাদক]

বিদেশ

ঘাতক সার্ব জেনারেল ক্রেসতিকের ৪৬ বছরের কারাদণ্ড

হেগ-এর আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার সেপ্রেনিসায় ৮ হাযার মুসলমানকে হত্যার দায়ে বসনীয় সার্ব জেনারেল রাদিস্লাভ ক্রেসতিককে ৪৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। এই প্রথম এই আদালত গণহত্যার অভিযোগে কাউকে এত দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড দিল। জেনারেল ক্রেসতিক হচ্ছে বসনীয় সার্ব বাহিনীর সবচেয়ে উঁচু পদের কর্মকর্তা। গত ২রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার আদালতের বিচারক প্রায় এক ঘন্টা ধরে তার রায় পাঠ করে শুনান।

গণহত্যার বর্ণনা দিয়ে বিচারক বলেন, অল্প কয়েকটি ভবনের ভিতর হাযার হাযার মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাদের খাবার ছিল না, পানি ছিল না। রাতের অন্ধকারে এসব বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে প্রায় ৮ হাযার মুসলমান নারী-পুরুষ ও বালককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে।

[সব জানার পরেও তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ৪৬ বছরের কারাদণ্ড? এ কেমন বিচার? অর্থাৎ কিনা আগামী ৪৬ বছর ধরে তাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করতে হবে অথবা আগামীতে সুযোগমত ছেড়ে দেওয়ার পথ বের করতে হবে? বিচারের নামে এটা অবিচার ছাড়া আর কি? - সম্পাদক]

এশিয়ায় এ বছরের শেষে প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক কাজ হারাবে!

বাংলাদেশ সহ ১০টি এশীয় দেশে প্রায় ২০ লাখ শ্রমিক এ বছর কাজ হারাবে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে একমাত্র জাপানেই ১০ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে। জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তা ও অর্থনীতিবিদদের উপর পরিচালিত এক জরিপের ভিত্তিতে 'স্ট্রেইট টাইমস' পত্রিকা এ তথ্য জানায়।

এ বছরের শেষে এ ১০টি দেশে বেকারত্ব ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এসব দেশে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ১১ লাখ।

বিশ্বে দৈনিক ৮২ কোটি লোক অনাহারে থাকে!

বিশ্বে প্রতিদিন ৮২ কোটি ২৪ লাখ লোক অনাহারে থাকে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ফাও) প্রধান জ্যাক দিউফ একথা বলেন। তিনি এজন্য 'রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকে' দায়ী করেন। তিনি বলেন, গত জি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে দরিদ্র দেশগুলিকে সহায়তা করার ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, সেটাকে তিনি উৎসাহ ব্যঞ্জক লক্ষণ হিসাবে দেখেছেন। 'ফাও' মহাপরিচালক বলেন, এই প্রথমবারের মত কৃষি সমস্যাগুলি জি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, অধিক উৎপাদন এবং দক্ষিণের দেশগুলিতে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারের পাশাপাশি পানির সহজ লভ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উৎপাদিত পণ্যের অধিক ব্যবহার ক্ষুধে কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। দিউফ বলেন, এশিয়ায় যেখানে আবাদযোগ্য জমির ৩৪ শতাংশ সেচের আওতাধীন, সেখানে আফ্রিকার মাত্র ৭ শতাংশ জমি সেচের আওতায় রয়েছে।

[পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে জি-৮ নামক ফেরাউনী রাষ্ট্রগুলির খপ্পর থেকে বিশ্বকে মুক্ত না করা পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে না। বিশ্বের সিকি সম্পদের অধিকারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যদি পৃথকভাবে নিজেদের দেশে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে তৎপর হয়, তাহ'লে স্ব স্ব দেশ থেকে যেমন গরীবী হটানো সম্ভব হবে, তেমনি অন্যান্য দেশও তাদের অনুকরণে এগিয়ে আসবে। ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামের অর্থনৈতিক বিজয় ও সাথে সাথে রাজনৈতিক বিজয় ত্বরান্বিত হবে ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক]

যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৪১,৩৪৩ ডলার

যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১৩% দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করা সত্ত্বেও মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় হচ্ছে ৪১,৩৪৩ ডলার। গত বছরের আদমশুমারীতে এই তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। আদমশুমারীর তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী আয় হয় নিউজার্সি স্টেটে। এই স্টেটের গড় বার্ষিক আয় হচ্ছে ৫৪,২২২ ডলার। সবচেয়ে কম বার্ষিক আয় হয় ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া স্টেটে ২৮,৫৬৯ ডলার। নিউইয়র্ক টেস্টের গড় বার্ষিক আয় হচ্ছে জাতীয় আয়ের সমান অর্থাৎ ৪১,৩৪৩ ডলার।

[পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এভাবে জোঁকের মত জনগণের রক্ত শোষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের বাহ্যিক পুঁজিবাদী জৌলুসের নীচে ঐসব চাপা পড়া গরীবেরা যেদিন ইসলামী অর্থনীতির সুবাতাস পাবে, সেদিন নিশ্চয়ই তারা ফুঁসে উঠবে ও সবকিছু ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে সেদেশে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন করবে ইনশাআল্লাহ। তার আগে চাই নিজেদের দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালু হৌক। -সম্পাদক]

ভারতের সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল জে,এস, কুমার গ্রেফতার

দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ে স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল, একজন কর্মরত সার্জেন্ট ও কয়েকজন বেসামরিক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশোবন্ত সিং লোকসভায় এ তথ্য দিয়েছেন। মিঃ সিং বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা বিষয়ক জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ভারতীয় বিমানবাহিনীর কেন্দ্রীয় দ্রব্যাদির ক্রয় প্রকল্পের বিশেষ তথ্য আদায়ের জন্য সাবেক এয়ার ভাইস মার্শাল জে,এস কুমার সার্জেন্ট কেসি সৈনীকে ঘুষ দিয়েছিলেন। মন্ত্রী এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কিছু বলেননি।

থাইল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুরে ডেঙ্গুজ্বরে ১০৭ জনের মৃত্যু ॥ অর্ধ লক্ষাধিক লোক আক্রান্ত

থাইল্যাণ্ডে ডেঙ্গুজ্বরের ভাইরাস বহনকারী মশার আক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এ বছর এ জ্বরে মৃতের সংখ্যা ১০৭-এ দাঁড়িয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে অর্ধ লক্ষেরও বেশী লোক। থাই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২০০১ সালে এই রোগটি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে যে, গত দুই-তিন বছরের তুলনায় এ বছর রোগের প্রকৃতি বেশ ভিন্ন ধরনের। থাইল্যাণ্ডে প্রথমে বর্ষা, তারপর শরতের আর্দ্র আবহাওয়া এবং বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ ফুলের টব, বোতল ইত্যাদি মশার বংশ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে। থাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রণ অফিসের পরিচালক সাবাভুধ মুভানাডাবা জানান, দুই-তিন বছর পর পর এ রোগটি হয়। এ বছরের ভাইরাস জ্বরের প্রকৃতি গতবারের থেকে বেশ ভিন্ন রকম। ফলে সহজেই মানুষ মারা যাচ্ছে। তিনি আরো জানান, জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ১০৭ জন

ডেঙ্গু জ্বরে মারা গেছে এবং আক্রান্ত হয়েছে ৫৬ হাযার ৪২৭ জন। এই জ্বর থাইল্যাণ্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে যেসব এলাকার জনবসতি খুব ঘন।

[কিয়ামত পূর্বকালে এ ধরণের নতুন নতুন গযব দুনিয়াতে নেমে আসবে। মানুষ যদি আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর প্রেরিত 'অহি'-র বিধান ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনুসরণ করে, তাহ'লে আল্লাহ গযব উঠিয়ে নিতে পারেন। অতএব আমাদের তওবা করে শুদ্ধ জীবন গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে। - সম্পাদক]

ম্যানিলার হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৭৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার একটি হোটেলে গত ১৮ আগষ্ট ভোরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৭৫ জন নিহত এবং ৫৪ জন আহত হয়েছে। নিহতদের প্রায় সবাই ফিলিপিনো বলে ধারণা করা হয়। এরা 'গডস ফ্লক' নামের একটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সদস্য। তারা হোটেলে আয়োজিত এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন।

উদ্ধার কর্মীরা জানান, গত ১৮ আগষ্ট স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা নাগাদ ম্যানিলার কেজন সিটি শহরতলীতে ম্যানর হাউস নামে পাঁচতল বিশিষ্ট হোটেলটির তৃতীয় তলার কারাওকে বার ও রেস্তোরাঁয় এ অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়। নিমিষেই এ আগুন হোটেলটির অন্যান্য তলায় ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত উৎস সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শটসার্কিট কিংবা শীতাতপ যন্ত্র অত্যধিক গরম হয়ে উঠায় আগুন লেগে যায়।

ম্যানিলার বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা জনি ইউ বলেন, ঐ দৃশ্যটা ছিল খুবই মর্মবিদারী। অসহায় লোকগুলির প্রতি তখন তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। পরে দমকল কর্মীরা ব্যালকনির গ্রিল বিশেষ ধরনের করাতের সাহায্যে কেঁটে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করেন। বেশীর ভাগ মৃতদেহ পাওয়া গেছে হোটেলের বিভিন্ন কক্ষের বাথরুমে। প্রেসিডেন্ট গ্লোরিয়া আরোইয়ো এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দেন।

বসনীয় গণহত্যার আরেক জল্লাদ ব্লাগোয়েভিচ গ্রেফতার

ন্যাটো নেতৃত্বাধীন শান্তিরক্ষা বাহিনী গত ১০ আগষ্ট যুদ্ধাপরাধের দায়ে বসনীয় সার্ব বাহিনীর কর্ণেল ভি ভোজে ব্লাগোয়েভিচকে গ্রেফতার করেছে। হেগে অবস্থিত জাতিসংঘের যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল জানিয়েছে, কর্ণেল ভিভোজে ব্লাগোয়েভিচের বিরুদ্ধে দু'দফা গণহত্যা, ৫ দফা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধে আইন ও রীতি-নীতি ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। ব্লাগোয়েভিচ যুদ্ধের সময় পূর্ব বসনিয়ায় সার্ব বাহিনীর একটি ব্রিগেডের নেতৃত্ব দেন। এ সময় তার ব্রিগেড হাযার হাযার মুসলমান পুরুষ ও বালককে স্রেবরেনিচা শহরের কাছে হত্যা করে। বিশেষ করে ব্রাটুলাচ স্কুলে আটকে রেখে সে দু'দিনে ১৮শ' মুসলমানকে হত্যা করেছে। এছাড়া জাতিসংঘের কৌসুলিরা জানান, ১৯৯৫ সালের জুলাইয়ে সার্ব অধিকৃত স্রেবরেনিচা থেকে পলায়নকালে ৮ হাযার মুসলমান পুরুষ ও বালককে সার্ব বাহিনী আটক করে এবং তাদের হত্যা করে। এই গণহত্যার সাথে ব্লাগোয়েভিচও জড়িত ছিলেন। স্রেবরেনিচার গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকজনের একটি সংস্থা এই গ্রেফতারকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছে, ১৯৯২ সালে ব্রাটুনাচে এবং ১৯৯৫ সালে স্রেবরেনিচায় গণহত্যার জন্য ব্লাগোয়েভিচই দায়ী।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষার অভিযোগে বিদেশীসহ ২৪ জন গ্রেফতার

খ্রীষ্টান ধর্মমত প্রচার এবং মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টার অভিযোগে আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ সে দেশে কর্মরত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ২৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। 'শেলটার নাউ' নামক এ প্রতিষ্ঠানের গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৮ জন বিদেশী নাগরিক। তালেবান কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বার্তাসংস্থা 'বখতার' এ তথ্য জানায়।

সূত্র জানায়, 'শেলটার নাউ' বেশ কয়েক বছর যাবত আফগানিস্তানের দরিদ্র মানুষদের জন্য অস্থায়ী গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করছে বলে তালেবান কর্তৃপক্ষ অভিযোগ এনেছে। এ শাস্তিযোগ্য অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ৮ জন বিদেশীর মধ্যে ৬ জনই মহিলা। কিন্তু তারা কোন দেশের নাগরিক তা জানা যায়নি। তবে গ্রেফতারকৃত অপর দু'জনের একজন জার্মান এবং অন্য জন অষ্ট্রেলীয় নাগরিক। 'শেলটার নাউ'-এর ২৪ জন কর্মী ছাড়াও তালেবান কর্তৃপক্ষ এমন আরো ৬৪ জন আফগান মুসলমানকে গ্রেফতার করেছে, যারা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ থেকে খ্রীষ্ট ধর্মীয় নির্দেশনা গ্রহণ করেছে। গ্রেফতারকৃত এই মুসলমানদেরকে সংশোধনের জন্য ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে।

[অনেকের ধারণা সব ধর্মই সঠিক। অতএব সকল ধর্মের প্রচার-প্রসার ও তা গ্রহণের অধিকার সকলের জন্য সমান। কিন্তু ইসলামের মতে শেষ নবী (ছাঃ)-এর আগমনের পরে ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মই বাতিল। অতএব কোন মুসলিম রাষ্ট্রে মানব রচিত ঐসব বাতিল ধর্মের প্রচার-প্রসার অন্ততঃ মুসলমানদের নিকটে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা ইসলাম ত্যাগী মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। -সম্পাদক]

জেরুযালেমে ইসরাঈলের ধ্বংসাত্মক অভিযানঃ ওরিয়েন্ট হাউস দখল

ইসরাঈলী পুলিশ গত ১০ আগষ্ট সকালে পূর্ব জেরুযালেম এলাকায় ফিলিস্তীনীদের সকল রাজনৈতিক ও পুলিশ কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। অপরদিকে ইসরাঈলী জঙ্গী বিমান পশ্চিম তীরে বোমা হামলা চালিয়ে ফিলিস্তীনীদের একটি ভবন ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ভবনটি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তীনী পুলিশের সদর দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। জেরুযালেমের একটি জনাকীর্ণ পিজা রেস্তোরাঁয় একজন আত্মঘাতী ফিলিস্তীনীর বোমা হামলার প্রতিশোধ হিসাবে ইসরাঈল সর্বশেষ এই হামলা শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, পিজা রেস্তোরাঁয় গত ৯ আগষ্টের আত্মঘাতী হামলায় ১৮ জন নিহত ও প্রায় একশ' জন আহত হয়। 'হামাস' অবশ্য বোমা হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। পূর্ব জেরুযালেম এলাকার একজন কর্মকর্তা হাতেম আব্দুল কাদের বলেন, ইসরাঈলী পুলিশ পিএলও এর বেসরকারী সদর দফতর 'ওরিয়েন্ট হাউস' দখল করে নেয়। প্রেসিডেন্ট আরাফাতের একজন শীর্ষ সহযোগী নাবীল আবু রুদিনা বলেন, ইসরাঈল সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, বিশেষ করে 'ওরিয়েন্ট হাউস' দখলের পরিণতি যে খুবই ভয়াবহ হবে সে ব্যাপারে আমরা কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করছি। এ প্রেক্ষিতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনে ফিলিস্তীনীদের দাবী পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ওরিয়েন্ট হাউসসহ ফিলিস্তীনী অফিস সমূহের বিরুদ্ধের আগ্রাসন, ফিলিস্তীনী ভবন সমূহ ধ্বংস এবং গোলা বর্ষণের ঘটনা দ্রুত আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

উল্লেখ্য, গত ১০ মাসেরও বেশী সময় ধরে চলা এই সহিংসতায় ৫৬১ জন ফিলিস্তীনী ও ১৪৯ জন ইসরাঈলী নিহত হন।

ইরানে ভয়াবহ বন্যা

ইরানের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ বন্যায় শতাধিক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। দেশটিতে গত ২০০ বছরে এমন ভয়াবহ বন্যা দেখা যায়নি বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, প্রবল বর্ষণের কারণে গত ১০ আগষ্ট থেকে দেশটির উত্তরাঞ্চলে এই বন্যা দেখা দেয়। গুলিস্তাঁ প্রদেশের ডেপুটি গভর্ণর হাবীবজাদেহ দাবাক জানান, প্রদেশটির উত্তরাংশে বন্যায় প্রায় ২০ হাযার কোটি রিয়াল মূল্যের সম্পদ নষ্ট হয়েছে। দাবাক জানান, প্রায় দেড় হাযার বাড়ী, ১০০ গাড়ী, ৮০ কিলোমিটার সড়ক এবং ১৫ হাযার হেক্টর জমির ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। এ প্রদেশে ১৭টি গ্রাম বানের পানিতে তলিয়ে গেছে। তিনি জানান, গুলিস্তাঁ কালালেহ শহরে গ্যাস সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুলিস্তাঁর ডেপুটি গভর্ণর আরো জানান, গত ১১ আগষ্ট শনিবার বিকেলে ও ১২ আগষ্ট রোববার সকালে দুর্গত এলাকা থেকে সাতটি হেলিকপ্টারের সাহায্যে প্রায় সাড়ে ৭ হাযার লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বিদ্যুতায়িত কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করবে ভারত

কাশ্মীর রাজ্যে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় বিদ্যুতায়িত কাঁটা তারের বেড়া দিবে ভারত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সীমানা নয়, নিয়ন্ত্রণ রেখাতেও কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হবে। ইসরাঈলের বিশেষ প্রযুক্তিকে এ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতের অভিযোগ, গোয়েন্দা সূত্রে তারা খবর পেয়েছে পাকিস্তান আবার কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছে। এরপর জানুয়ারী মাসের পর কোন এক সময় কারগিলের মত আঘাত হানা হ'তে পারে। কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোর সাম্প্রতিক কার্যকলাপ সম্পর্কেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট এসেছে বলে জানা যায়।

দীর্ঘ ২০ বছরের বিচ্ছিন্নতার পর ইরাক ও সিরিয়ার সম্পর্কে নয়া অধ্যায়ের সূচনা

দীর্ঘ ২০ বছরের বিচ্ছিন্নতার পর ইরাক ও সিরিয়ার সম্পর্কে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বাগদাদে প্রথমবারের মত সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা মিরোর সফর দু'টি দেশকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে। ১৯৮০ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাগদাদ-দামেস্ক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে উভয় দেশই সম্পর্কোন্নয়নের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯০ সাল থেকে জাতিসংঘ অবরোধে জর্জরিত ইরাক সিরিয়ার সঙ্গে একটি অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। গত ১ এপ্রিল থেকে এটা কার্যকর হয়েছে। উভয় দেশ পরস্পরের রাজধানীতে বাণিজ্য অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে। বাগদাদ ও দামেস্ক কূটনৈতিক মিশনও খুলেছে। সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ মুস্তাফা মিরো গত ১১ আগষ্ট ইরাক সফর করেন। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর তিনি হ'লেন বাগদাদ সফরকারী দ্বিতীয় আরব সরকার প্রধান।

ইরান ও লিবিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বৃদ্ধি

ইরান ও লিবিয়ায় পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস খাতে বিদেশী বিনিয়োগের উপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরো পাঁচ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ গত ৩ আগষ্ট শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি আইনে স্বাক্ষর করেন। এর আগে ১৯৯৬ সালে পাঁচ বছরের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মায়ের দুধ খেলে শিশুদের বুদ্ধি ১০% বৃদ্ধি পায়

দু'বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেলে শিশুদের আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তা শতকরা ১০ ভাগ বেশী হয়। মায়ের দুধ শিশুর সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে। 'বাংলাদেশ ব্রেষ্টফিডিং ফাউণ্ডেশন' (বিবিএফ) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত এক প্রতিবেদনে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, পৃথিবীর মধ্যে যত খাবার রয়েছে তন্মধ্যে মায়ের দুধই শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার এবং মায়ের দুধই শিশুর জন্য একমাত্র নিরাপদ ও সুষম খাদ্য।

['মায়েরা তাদের বাচ্চাদের পূর্ণ দু'বছর বুকের দুধ খাওয়াবে' (বাক্বারাহ ২৩৩) আল্লাহর এই কল্যাণ নির্দেশ লংঘন করে বুকের সৌন্দর্য রক্ষার নামে আজকাল মডার্ণ মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত ও স্বাস্থ্যহীন করছে। সাথে সাথে নিজেরা 'ব্রেস্ট ক্যান্সার' সহ নানান জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। হে প্রগতিবাদী মায়েরা! আল্লাহর পথে ফিরে এসো। তোমার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে স্বাস্থ্যবান হ'তে সাহায্য কর। -সম্পাদক]

পরোক্ষ ধূমপানে ২৩% ব্যক্তি মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে থাকে!

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ৩০ মিনিট পরোক্ষ ধূমপানের ফলে হৃৎপিণ্ড সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। জাপানের ওসাকা সিটি মেডিক্যাল স্কুলের গবেষকগণ পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছেন, ধূমপানে অভ্যস্ত নয় এমন কোন ব্যক্তি ধূমপানরত ব্যক্তিবর্গের কাছে আধাঘন্টা বসে থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করলে নাটকীয়ভাবে তার হৃদযন্ত্রের রক্তচলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অন্য গবেষকদের পাওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, পারিপার্শ্বিকভাবে যারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে প্রায় ২৩ শতাংশ হৃদরোগে মারা যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

অন্য কয়েকটি পরীক্ষায় জানা গেছে, অধূমপায়ীদের গড় সিএফভিআর ধূমপায়ীদের চেয়ে খুব বেশী। কিন্তু পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষেত্রে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের মাঝে এর কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

[বাসে-ট্রেনে, জাহাযে-লঞ্চে, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি সর্বত্র চলছে এই অত্যাচার। নামধারী ভদ্র লোকদের ধূমপানের ফলে সর্বত্র সর্বদা মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে নিরীহ অধূমপায়ী ভাই-বোন ও ছোট্ট সোনামণিরা। অন্যদিকে চলছে দেশব্যাপী তামাক চাষ ও টোব্যাকো কোম্পানীগুলোর চটকদার ব্যবসা। তামাক হ'ল মাদকতার উৎস। সেকারণ তামাক চাষ ও এর ব্যবসা নিঃসন্দেহে হারাম। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে ও অন্যকিছুর উৎপাদন ও ব্যবসায়ে মন দিতে হবে। সাথে সাথে বিড়ি-সিগারেট, পানের তামাক ও জর্দা খাওয়া থেকে তওবা করতে হবে। -সম্পাদক]

বিশ্বের সর্বপ্রথম রিমোট কন্ট্রোল অস্ত্রোপচার

গত ৯ আগষ্ট চীনের নৌবাহিনীর জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তারগণ রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে মস্তিষ্কের এক অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। হাসপাতালের ভাইস প্রেসিডেন্ট তিয়ান জেমমিঙ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এই অস্ত্রোপচারের নির্দেশগুলি পাঠান। আর ঐ নির্দেশে শল্য চিকিৎসকেরা নির্দেশিত অস্ত্রোপচারের কাজ করতে থাকে অনেক দূরে অস্ত্রোপচার কক্ষে। এভাবে বিশ মিনিটের মধ্যেই ৫৬ বছর বয়সী এক রোগিনীর মস্তিষ্ক হ'তে সাফল্যের সঙ্গে এক দূষিত টিউমার বের করে আনা সম্ভব হয়।

এই রিমোট কন্ট্রোল অপারেশন পদ্ধতি যৌথভাবে উদ্ভাবন

করেছেন বেইজিং এভিয়েশন এ্যাণ্ড এরোস্পেস ইউনিভার্সিটি ও চীনের নৌবাহিনী। অস্ত্রোপচারের এই পদ্ধতিকে চলতি বিশ্বের সর্বাধুনিক পদ্ধতি বলে মনে করা হচ্ছে। আর এর কৃতিত্ব এককভাবে চীনা বিশেষজ্ঞদের। এ ধরনের পদ্ধতির উদ্ভাবন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কোন কোন দেশে এখনও গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে।

এক্সরে-ভিশনঃ গোপন কিছুই রবে না গোপন

১৮৯৫ সালে ভিলহেম রন্টজেন স্ত্রীর হাড়ের ছবি তুলে সর্বত্র হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। রন্টজেনের আবিষ্কৃত রঞ্জন রশ্মির পথ ধরেই আধুনিক বিজ্ঞান পৌঁছে গেছে 'থ্রো দ্য ওয়ার্ল্ড' বা আবরণভেদী প্রযুক্তির জগতে। এখন অস্ত্র, মাদক ও বিস্ফোরকের মত মারণদ্রব্য শনাক্ত করণের কাজটি হয়ে গেছে অনেক নির্ভুল ও সহজ। যেখানে যা কিছুই থাকুক এসব যন্ত্রে ধরা পড়বেই পড়বে। এর পোশাকী নাম 'এক্সরে ভিশন'। আজকাল অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে ও অত্যাধুনিক 'রঞ্জন প্রযুক্তি' দারুণ কাজ করছে। কলার কাঁদি ভরা ট্রাকের আড়ালে একটি শিশুও পাচার করার জো নেই এখন। কিছুদিন আগেই মেক্সিকোয় ধরা পড়ে কলাভর্তি ট্রাকে লুকিয়ে পাড়ি জমানো ৩৭ জন অবৈধ অভিবাসী। ইউরোপ-আমেরিকায় এ ধরনের নযীর এখন বেশুমার।

এক্সরে-ভিশনের পাশাপাশি রাডার ফ্লাশ লাইট, বিয়ণ্ড-বার গ্রাফস প্রযুক্তিও পশ্চিমা গোয়েন্দারা দেদারসে ব্যবহার করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার রাডার বিশেষজ্ঞ জিন গ্রেনেকার হেয়ার ড্রায়ার আকৃতির একটি ফ্লাশবাতি বানিয়েছেন। এটি দিয়ে ২০ সেন্টিমিটার পুরো অধাতব দরজার দেয়ালের ভেতরেও চোখ দেওয়া সম্ভব। অ্যালবামা অঙ্গরাজ্যের টাইম ডোমেইন করপোরেশন অফ হান্টসভিলের তৈরী 'রাডারভিশন ২০০০' দেয়ালের ওপারের যেকোন সচল বস্তুকে পর্দায় বিন্দুচিত্রের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু এ প্রযুক্তি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিরোধী কিনা এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে জমে উঠেছে আইনী বিতর্ক। উদ্বিগ্ন মার্কিন বিচারকগণ বলেছেন, তল্লাশির নামে একজনের অন্দরমহলে হানা দেওয়া কিংবা কারুর নিরাবরণ দেহ পর্দায় ফুটিয়ে তোলাটা ঠিক নয়। এভাবে মানুষের প্রাইভেসি লংঘন করা হয়। তাদের পরামর্শ হ'ল, একজনের বাড়ী তল্লাশী করতে হ'লে আগেই একজন বিচারকের অনুমতি নেওয়া যেতে পারে। কর্তৃপক্ষের প্রতি বিচারকদের শেষ নছীহত, আগে ঘরে ঘরে প্রযুক্তি পৌঁছে দিন, যাতে অন্দর-বাহির বলে আর কিছু না থাকে। তখন হাযার গোয়েন্দাগিরি চালান, কারু প্রাইভেসি ক্ষুণ্ন হবে না।

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর বিস্ময়কর আবিষ্কার 'অনিমজ্জমান' নৌতরী

বাংলাদেশের জনৈক মেরিন ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বে প্রথমবারের মত 'অনিমজ্জমান' নৌতরী উদ্ভাবন করেছেন। টাইটানিক ডুবে গেলেও 'অনিমজ্জমান' নৌতরী কখনই কোন অবস্থাতেই ডুববে না বলে তিনি জানান। এ ব্যাপারে গত ১৬ আগষ্ট ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'অনিমজ্জমান' লঞ্চের উদ্ভাবন প্রকৌশলী আযীযুল হক ভূঁইয়া বলেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশের সকল নৌপথে এবং সমুদ্রপথেও জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে চলাচল করতে সক্ষম এই বাহন। ঝড়-ঝঞ্ঝা বা কোন দুর্যোগেও এই নৌতরীটি কখনই ডুববে না এবং ১০ ফুট উঁচু ঢেউয়েও কোন সমস্যা হবে না। ফাইবার রিইনফোর্স প্লাস্টিকে তৈরী ৩২ ফুট লম্বা এবং প্রায় ১০ ফুট চওড়া স্পীডবোট সদৃশ এই লঞ্চের যাত্রী বহন ক্ষমতা ২২ থেকে ২৫ জন। ঘন্টায় গতিবেগ প্রায় ৫০ কিঃ মিঃ। তিনি বলেন, বড় কোন আঘাতে বা দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে না গেলে এই নৌতরীটি অন্য কোনভাবে ডোবানো সম্ভব নয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহ করুন!! সংগ্রহ করুন!!!

(সহীহ হাদীছের আলোকে তাফসীর)

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব কর্তৃক প্রণীত

"তাফসীর আল-মাদানী" এখন পাওয়া যাচ্ছে

আপনি বিশেষ কমিশনে তাফসীর সেটটি সংগ্রহ করুন-

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

থেকে প্রকাশিত তরুণ আলিম, লেখক ও বক্তা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবের কুরআন তেলাওয়াত এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর ওয়াযের অডিও ক্যাসেট বের হয়েছে। আপনার কপি আজই সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থানঃ

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১)
৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা,
ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২)
২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
কাটাবন মসজিদের পশ্চিমে

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (৩)
৪৫, বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্‌স
২য় তলা ২০৭ বাংলা বাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১২১৮৯৩

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কীয় প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

*-মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক**

সংযম, সহনশীলতা এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ-এর কোন বিকল্প নেই রাজনীতিতে। এ সমস্ত গুণাবলীর চর্চা ছাড়া সুস্থ রাজনীতি আশা করা যায় না। আমাদের দেশের রাজনীতির সাথে এগুলির কোন সম্পর্ক তো নেই; বরং রাজনীতিবিদদের আচার-আচরণে সব সময় যুদ্ধংদেহী মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে সাজ সাজ রব পড়ে যায়, আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির কথা-বার্তায় ঠিক একই রকম ভাবধারার প্রতিফলন দেখা যায়। জাতীয় সমস্যা ও তার সমাধান কিংবা দেশের অর্থনীতিকে কিভাবে গতিশীল করে সাধারণ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো যায় ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা না করে দলগুলি পরস্পরের প্রতি কাঁদা ছুড়াছুড়ি করে অযথা সময় নষ্ট করছে, যা কোন অবস্থায়ই দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

রাজনৈতিক দলগুলির পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা এবং শ্রদ্ধাবোধের অভাবের ফলেই 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর ধ্যান-ধারণাটা রাজনীতিবিদদের মাথায় আসে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের দ্বারা যে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

যতদূর মনে পড়ে 'জামায়াতে ইসলামী'র তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম ছাহেবের মাথায় প্রথম 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর ধারণাটা আসে। কেউ বলেন, বামপন্থী ১১ দলের পক্ষ থেকে এর প্রস্তাব আসে। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তখন এই ধারণাটা আমলে নেন নাই। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা খুব সম্ভবতঃ মানিক মিয়া এভিনিউ-এর এক জনসমাবেশে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর রূপরেখার একটা ফিরিস্তি প্রকাশ করেন। ফলে তিনি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর রূপকার বনে গেলেন। যাই হোক অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-কে বিধিবদ্ধ করা হল।

'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর প্রধান কাজ হ'ল সংসদ বিলুপ্তির পর ৯০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু, অবার্ধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। আর সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য দরকার সুস্থ পরিবেশ। বর্তমানে দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তাকে কি সুস্থ বলা যাবে? সন্ত্রাস ও অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানীতে দেশ আজ ভয়ে কাঁপছে।

* মুলক ভিলা, টিবি রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজপাড়া, রাজশাহী।

তাছাড়া বিদায়ী সরকার প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্তরে তাদের পসন্দের লোক বসিয়ে গেছেন। দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের এমন নযীর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে বলে প্রমাণ করা দুষ্কর হবে। বিদায়ের শেষ মুহূর্তেও তড়িঘড়ি করে তাদের নিজেদের লোকদেরকে এমনভাবে টানাহেঁচড়া করে বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে যে, তাদের নিজেদের মধ্যেই অসন্তুষ্টি চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। বিদায়ী সরকারের রেখে যাওয়া আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কথা নাইবা বললাম।

বিদায় মূহূর্তে তাঁরা সর্বত্রই টিয়ার গ্যাস সেল ছেড়ে মানুষের চোখকে বন্ধ রেখে গেছেন। এই টিয়ার গ্যাস সেলের ঝাঁজ প্রশমিত না করলে মানুষ ভোট দিবে কিভাবে? এই যদি হয় দেশের অবস্থা, তবে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কিভাবে সম্ভব? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে কি 'আলাউদ্দীনের চেরাগ' দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা রাতারাতি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ফেলবেন। সত্যিকার অর্থে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হ'লে পরিবেশের মধ্যে সুস্থতা অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে। নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে হবেই। যেমন প্রশাসনে কিছু রদবদল করা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করা ইত্যাদি। সর্বস্তরের মানুষের দাবীও তাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ন্যূনতম এ কাজগুলি না করলে নির্বাচনী পরিবেশের সৃষ্টি হবে কিভাবে? কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখনই কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তখনই কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্ব তাঁদের পদক্ষেপের সমালোচনা করে তাঁদেরকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলছেন। কেউ বলছেন, এগুলি তাঁদের ক্ষমতার বহির্ভূত। কেউ বলছেন, এগুলি অপ্রাসংগিক বিষয়। কেউ কেউ এগুলিকে সংবিধান পরিপন্থী বলেও উল্লেখ করছেন। নিম্নে বিভিন্ন মহলের কিছু মন্তব্য পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হ'ল-

বিগত পাঁচ বছরের নিপীড়নে দানা বাঁধা ক্ষোভ সরকারের বিদায়ের সাথে সাথে বহিঃপ্রকাশ ঘটায় বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতা ও হানাহানি শুরু হয়। ফলে অনেকে হতাহত হয়। এ প্রসঙ্গে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী দ্রুত নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করার দাবী জানান। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজই তো হ'ল সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং এর ফাঁকে ফাঁকে সরকারের দৈনন্দিন টুকটাক কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসল কাজ বাদ দিয়ে অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে'। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলীল তত্ত্বাবধায়ক সরকার-এর প্রতি তাঁর ভীষণ অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করে বলেছেন, 'সরকার চারদলীয় জোটের পক্ষে কাজ করছে' *(আজকের কাগজ, ১৭ই আগষ্ট)*। এক কালের তুখোড় ছাত্রনেতা ও এগারো দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব জনাব রাশেদ খান মেননও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন,

'তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করার বদলে গণবদলি ও অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কাজে ব্যস্ত রয়েছেন' *(আজকের কাগজ ১৭ই আগষ্ট)*। সদ্য ওমরা হজ্জ থেকে প্রত্যাগত বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, 'আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাতে ক্ষমতায় না যেতে পারে সে উদ্দেশ্যে মহল বিশেষ নীল নকশা প্রণয়ন করে কাজ করছে। তিনি এই 'নীল নকশা' প্রতিহত করার হুমকিও দিয়েছেন। বিএনপি-জামায়াতের পরামর্শে বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সরিয়ে রাজাকারদের বসানো হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। তিনি 'নীল নকশা'র ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন' *(দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ শে আগষ্ট)*।

এদিকে আওয়ামী যুবলীগের ক্ষমতাধর সভাপতি শেখ ফযলুল করিম সেলিম তো একজন বাদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সব সদস্যদের রাজাকার বানিয়ে ফেলেছেন *(প্রথম আলো ২১শে আগষ্ট)*। প্রাসঙ্গিক ভাবেই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৬ আগষ্ট ফেনীতে অভিযান চালিয়ে গডফাদার জয়নাল আবেদীন হাজারীকে আটক করার ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও হাজারী নিজেই আগেভাগে বিষয়টি জেনে যান। অভিযানের খবরটি ফাঁস হয় স্বয়ং প্রদান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকেই *(প্রথম আলো ২১শে আগষ্ট)*। তাহ'লে কি এমনটি দেখা যাচ্ছে না যে, আওয়ামী লীগের মাঝেও রাজাকাররা বাসা বেঁধে আছে, যাদের বদৌলতে জনাব হাজারী অভিযানের খবরটা আগেই জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং রাজাকারদের সবসময় শত্রু ভাবলে চলবে না। তাদের কাছ থেকেও বন্ধুসূলভ আচরণ আশা করা যায়।

আওয়ামী লীগের আরও একজন প্রভাবশালী নেতা এডভোকেট আলহাজ্জ রহমত আলী তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক সংবিধান লঙ্ঘিত হ'তে পারে আশংকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সংবিধান বুঝতে অসুবিধা হ'লে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে বলেছেন *(প্রথম আলো ২১শে আগষ্ট)*। কিন্তু জনাব রহমত আলী কি ভুলে গেছেন, যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান তিনি একজন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং তিনিই তো এক সময় সংবিধানের রক্ষক ছিলেন। তাছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আরও একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রবীণ ব্যারিষ্টার রয়েছেন। সুতরাং এসব অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর কথার অবতারণা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলা হচ্ছে না?

অন্যদিকে চার দলীয় জোট নেত্রী ও বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাসী ও তাদের গডফাদারদের গ্রেফতার করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর চাপ বহাল রেখেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের রেখে যাওয়া প্রশাসনকে ঢেলে না সাজানো হ'লে নির্বাচন প্রভাবিত হ'তে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির আগে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার ব্যাপারেও তিনি সতর্ক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী নিজেই সন্ত্রাসী লালন করেন এবং তিনি সন্ত্রাসীর পক্ষে সাফাই গাইছেন বলেও বিএনপি নেত্রী অভিযোগ আনেন *(প্রথম আলো, ২১শে আগষ্ট ও ইত্তেফাক, ২৩শে আগষ্ট)*। কিন্তু বিএনপি নেত্রী কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, তাঁর দলের মধ্যে কোন সন্ত্রাসী লালিত-পালিত হয় না। কম বেশী সব রাজনৈতিক দলের মধ্যেই সন্ত্রাসীর বাসা আছে এবং তাদের কাছেও অবৈধ অস্ত্র আছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন, কোন সরকারই সন্ত্রাস নির্মূল ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে পারবেন না, যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল রাজনৈতিক দল এব্যাপারে সহযোগিতার হাত না বাড়ান। কাজেই একজন অপরজনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘর পরিষ্কার রাখুন। দেখবেন দেশের অবস্থাও পরিষ্কার ও পরিছন্ন হবে এবং দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে আসবে। মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সকল রাজনৈতিক দলই সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং বিদায় কালে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, যা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু স্ব স্ব দলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদের এবং অবৈধ অস্ত্র ভাণ্ডারের ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছেন না। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কোনরূপ সহযোগিতা করার অঙ্গীকার করতে দেখা যাচ্ছে না। সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারের একার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ের মানুষের সক্রিয় সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই কেবল এটা সম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে নিজেরা সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবেন, আর অন্যদিকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন, আবার নিজ দলের সন্ত্রাসীদের ও তাদের গডফাদারদের গ্রেফতার বা গ্রেফতারের উদ্যোগ নিলে তাদের পক্ষে সাফাই গাইবেন, এমনটি এক সাথে চলতে পারে না। কথায় ও কাজে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি এ ব্যাপারে আশানুরূপ সহযোগিতার হাত না বাড়ান, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির আশা করা অরণ্যে রোদনই হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সকলকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

[দল ও প্রার্থী ভিত্তিক বর্তমান নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন ও ইসলামী ইমারত নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলন ব্যতীত এসব কিছু আশা করা কল্পনা বিলাস মাত্র। যেখানে নির্বাচক ও নির্বাচিতদের অবশ্যই ইসলামী গুণাবলী সম্পন্ন হ'তে হবে। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজরা কখনোই নেতা হবার সুযোগ পাবে না। আসুন! আমরা সেদিকেই দৃষ্টি দেই। -সম্পাদক]

সাংগঠনিক সংবাদ

আন্দোলন

দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক দায়িত্বশীল ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

(৫) ২৬ ও ২৭শে জুলাই ২০০১ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

ক- চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত শিবগঞ্জ উপযেলাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব ফারূক আহমাদ প্রমুখ।

খ- যশোরঃ যেলা সভাপতি জনাব শাহ মুহাম্মাদ আইয়ুব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত শহরের নীলরতনধর সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) ও মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা)। দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

প্রশিক্ষণে শেষদিনে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

(৬) ২ ও ৩ আগষ্ট ২০০১ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

ক- পাবনাঃ কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুযায়ী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যদের নিয়ে দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সহ-সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব ফারূক আহমাদ।

খ- মেহেরপুরঃ যেলা সহ-সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে স্থানীয় সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর গাংনী কলেজের প্রভাষক জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জনাব গোলাম যিল কিবরিয়া (কুষ্টিয়া-পশ্চিম), সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

গ- কুমিল্লাঃ যেলা সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্জ রুসমত আলীর সভাপতিত্বে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত কুমিল্লা শহরস্থ শাসনগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও জগতপুর সিনিয়র মাদরাসার আরবী প্রভাষক জনাব মাওলানা ছফিউল্লাহ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(৭) ১৬ ও ১৭ আগষ্ট ২০০১ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলাঃ যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব নাযীরুদ্দীন খান-এর সভাপতিত্বে দৌলতখালি হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়া ও সাধারণ পরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা)। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমান মীযান, মেহেরপুর যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মনছূরুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ সমূহে ব্যাপক কর্মী সমাবেশ ঘটে।

তা'লীমী বৈঠক

২৫শে জুলাই ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকের প্রধান অতিথি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বিগত দিনের তা'লীম বিষয়ে উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অতঃপর তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক মাওলানা রফীকুল ইসলাম মাদানী। ইসলামী জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

১৫ই আগষ্ট ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাওয়ার অনন্য মাধ্যম 'ছবর ও ছালাত' সম্পর্কে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের

প্রতিরোধ' সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। অতঃপর বিগত তা'লীমী বৈঠকের উপরে পরীক্ষামূলক ভাবে উপস্থিত বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন ও মুহাম্মাদ হাশেম আলী।

পাবনা॥ ১৭ই আগষ্ট ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব পাবনা সার্কিট হাউজ সংলগ্ন চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম-এর পরিচালনায় ও অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুল কাদের কর্তৃক তাজবীদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে মুত্তাক্বীদের গুণাবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা আন্দোলন-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন। উল্লেখ্য যে, উক্ত চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মৌগাছী, রাজশাহী॥ ২৪ শে আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নব নির্মিত মৌগাছি বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী যেলা যুবসংঘের সভাপতি ডাঃ আব্দুস সাত্তার-এর পরিচালনায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রথম সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বৈঠক শেষে স্থানীয় তিনজন মাযহাবী ভাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং যুবসংঘের প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করে সংগঠনভুক্ত হন। তারা হ'লেন ডাঃ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহেদ ও আব্দুল মজীদ সরকার। উল্লেখ্য যে, এখন থেকে প্রতি শুক্রবার বাদ আছর উক্ত মসজিদে নিয়মিত ভাবে তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক

সিরাজগঞ্জ॥ ৪ঠা আগষ্ট ২০০১ শনিবারঃ অদ্য দুপুর ১২ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের রহমতগঞ্জ সমাজকল্যাণ মোড় সংলগ্ন যেলা আন্দোলন-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াদূদের বাসভবনে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্র যমীনে যারা ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে বাতিলের মোকাবিলায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে ইসলামের বিজয় দান করেছেন। যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, বিশিষ্ট কর্মী জনাব ইঞ্জিনিয়ার আলী রেযা চাঁদ ও যেলা যুবসংঘের কর্মী মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, যেলা আন্দোলন-এর প্রধান উপদেষ্টা ও জামতৈল ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন ও যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত কর্মী বৈঠকে সিরাজগঞ্জ শহরের ৮ জন ভাই প্রচলিত মাযহাবী তাক্বলীদ ছিন্ন করে আহলেহাদীছ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত-এর নিকট শারঈ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রোগ্রামে তিনি সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজে এসছিলেন।

বাঁশবাড়ী, সিলেট॥ ৩রা আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ সিলেট যেলার সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বাঁশবাড়ী পূর্ব পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জনাব মুহাম্মাদ তাজউদ্দীন-এর পরিচালনায় সর্বস্তরের মুছল্লীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত সকল মুছল্লী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ব্যানারে একযোগে কাজ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভা শেষে জনাব আলহাজ্জ বরকতুল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট বাঁশবাড়ী পূর্বপাড়া শাখা গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, জনাব মনীরুল ইসলাম উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা পেশ করেন।

গাছবাড়ী, সিলেট॥ ৩রা আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর গাছবাড়ী আহলেহাদীছ পাঠাগার ও পাবলিক লাইব্রেরী অফিস কক্ষে ডাঃ আবদুল জাব্বার-এর সভাপতিত্বে এবং মুহাম্মাদ তাজউদ্দীনের পরিচালনায় এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি প্রচলিত রাজনীতির গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে না ভাসিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানার্জনে যত্নবান হওয়ার এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

সুধী সমাবেশ

জামালপুর॥ ২০শে জুলাইঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, মানব রচিত আইন দ্বারা সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আইন রচনা করার অধিকার মানুষের নেই। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বাস্তবায়নকারী মাত্র। তিনি সবাইকে আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ অহি-র বিধান বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ওমর ফারূকের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে আলোচনা পেশ করেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

দায়িত্বশীল বৈঠক

গত ১০ আগষ্ট রোজ শুক্রবার বাদ ফজর থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সকল যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সমন্বিত দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্বনির্ধারিত আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অতঃপর 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও যেলা সভাপতিদের নিয়ে যৌথ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সমাজ সংস্কারের পথ কসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং কন্টকাকীর্ণ। এ পথে বহু বাধা-বিপত্তি আসবে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। আমাদেরকে এ সমস্ত বাধা মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি উভয় সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে স্ব-স্ব যেলায় বাস্তবধর্মী কর্মসূচী নিয়ে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীনের পরিচালনায় সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ।

কর্মী সমাবেশ

রাজশাহী॥ ১৭ই আগষ্টঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার চারঘাট এলাকার উদ্যোগে চারঘাট বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলার প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, আহলেহাদীছ তরুণ ও যুবকরা তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা ভুলতে বসেছে। তাদের পূর্বসূরীরা যুগে যুগে আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। উপমহাদেশে আহলেহাদীছদের নেতৃত্বে জিহাদ আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আজ আহলেহাদীছ তরুণ ও যুবকরাই অমুসলিম পণ্ডিতদের থিওরী বা মতবাদের দিকে ধাবিত এবং তা বাস্তবায়নে জান, মাল, সময় ও অর্থ কুরবানী করছে। তিনি উপস্থিত সকলকে অহি-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কর্মী প্রশিক্ষণ

ঢাকাঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে গত ১৯ ও ২০শে জুলাই বৃহস্পতি ও শুক্রবার যেলা কার্যালয় ১২০ বংশাল রোড দ্বিতীয় তলায় দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ঢাকা যেলা আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের অফিসার আব্দুর রহীম, যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মাছূম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

রাজশাহী ১৯ শে আগষ্টঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার বাগমারা এলাকার উদ্যোগে সমসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, দামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মুহাম্মাদ জামাল হোসাইন, জনাব সিরাজুল ইসলাম (মাষ্টার) ও জনাব গোলাম মোস্তফা। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আব্দুল হালীম।

তারিখ পরিবর্তন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলনের তারিখ আগামী ২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বরের বদলে ১৮ ও ১৯ই অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার করা হয়েছে। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সম্মেলন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ উদ্বোধন একই সময়ে হবে ইনশাআল্লাহ।

নিবেদক

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী

আহবায়ক

বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০০১

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩৮৬)ঃ সম্প্রতি আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে। জীবিত অবস্থায় আমি তার মোহর পরিশোধ করতে পারিনি। এক্ষণে আমি কিভাবে তার মোহর পরিশোধ করব? উল্লেখ্য যে, তার নিজ পিতা-মাতা সহ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মোহরের প্রকৃত হকদার যেহেতু উক্ত মহিলা সেহেতু তার সম্পদ ওয়ারিছ সূত্রে তার ছেলে-মেয়ে ও পিতা-মাতার মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। পুরো মোহরকে ৬ ভাগ করে দু'ভাগ পিতা-মাতা আর অবশিষ্ট অংশ ছেলে-মেয়েদের মাঝে বন্টন করতে হবে। মেয়ে যা পাবে ছেলে তার দিগুণ পাবে *(নিসা ১১)*।

প্রশ্ন (২/৩৮৭)ঃ ছালাতে ভুল হ'লে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাশাহ্হুদ শেষে শু ডানে সালাম ফিরায়ে সহু সিজদাহ দেন। অতঃপর বাকী দো'আ পড়ে পুনরায় ডানে ও বামে সালাম ফিরান। আমার প্রশ্ন- হানাফী ইমামের ইমামতীতে ছালাত আদায়কালে এমনটি ঘটলে আমরা কি করব? ইমামের অনুসরণ করব, নাকি ছহীহ হাদীছের প্রতি অবিচল থাকব? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- আসাদুযযামান
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হানাফী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমেই ছালাত সম্পন্ন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণ করার জন্য' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩৯)। তবে ইমামের ভুল থাকলে, এ জন্য তিনিই দায়ী হবেন। মুছল্লীগণের কোন ক্ষতি হবে না' (বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)।

প্রশ্ন (৩/৩৮৮)ঃ পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কারিনী পর্দানশীলা মহিলা ছালাত আদায় করে না এমন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে কি?

- আমজাদ হোসাইন
গ্রামঃ দিয়ারার চর
মোহনগঞ্জ, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ ছালাতী পর্দানশীলা কোন মহিলা ছালাত আদায় করে না এমন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। কেননা আল্লাহপাক মহিলাদের জন্য যাদের সাথে পর্দা করতে হবে না বলেছেন, তাদের মধ্যে মুসলিম মহিলারাও রয়েছে' *(নূর ৩১)*। তবে মুসলিম মহিলাদেরকে অমুসলিম মহিলাদের সামনে পর্দা করতে হবে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৩৮০ পৃঃ; ছাফওয়াতুত-তাফাসীর ৩/৩৩৬ পৃঃ; কুরতুবী ১২/১৫৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/৩৮৯)ঃ একজন জুম'আর খুৎবা দিলে অন্যজন ছালাতের ইমামতী করতে পারে কি?

- ক্বারী আব্দুল মতীন
বরকামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ একজন খুৎবা দিলে অন্যজনকে দিয়ে ছালাতের ইমামতী করানো সুন্নাত নয়; বরং সুন্নাত হচ্ছে যিনি খুৎবা দিবেন তিনিই ইমামতী করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)। রাসূল (ছাঃ) নিজে খুৎবা দিতেন এবং ইমামতী করতেন। নিজে খুৎবা দিয়ে অন্যের দ্বারা ইমামতী করিয়েছেন এরূপ দলীল পাওয়া যায় না। সুতরাং যিনি খুৎবা দিবেন, তিনিই ইমামতী করবেন। তবে বিশেষ কারণে অন্য কেউ ইমামতী করলেও ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৫/৩৯০)ঃ অলসতার কারণে যারা মাঝে মধ্যে ছালাত ছেড়ে দেন, তাদেরকে পূর্ণ মুসলমান বলা যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইন
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাঝে মধ্যে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি পূর্ণ মুসলমান নন। আল্লাহ তা'আলা নিয়মিত ছালাত আদায় করাকে পূর্ণ মুমিন-মুসলমান হওয়ার জন্য শর্তারোপ করেছেন (মুমিনূন ৯; আনফাল ২)। অপরদিকে ছালাত পরিত্যাগকারীকে রাসূল (ছাঃ) কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৮-২০)*।

প্রশ্ন (৬/৩৯১)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, 'কোন সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে একবার তাকালে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময়ে একটি নফল হজ্জ-এর ছওয়াব প্রদান করেন'। হাদীছটি ছহীহ কি-না জানতে চাই।

- আব্দুর রাক্বীব
পাঁচ নল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ নয়; বরং জাল (তাহক্বীক, মিশকাত ১৩৮৩ পৃঃ টীকা নং-১)। উক্ত হাদীছের সনদে নাহশাল ইবনে সাঈদ নামক জনৈক মিথ্যুক রাবী রয়েছে (তাক্বরীবুত তাহযীব ৫৬৬ পৃঃ রাবী নং ৭১৯৮; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৬/১৮৬ পৃঃ, হা/৭৮৫৯)।

প্রশ্ন (৭/৩৯২)ঃ একটি বইয়ে পড়লাম যে, 'একজন হাজী তার নিকটতম ৪০০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন'। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুঈনুদ্দীন
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন হাজী ৪০০ জন ব্যক্তিকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এটি মিথ্যা ও বানাওয়াট কথা মাত্র।

প্রশ্ন (৮/৩৯৩)ঃ ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছিল, না আল্লাহ্কে সিজদা করেছিল? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবু বকর
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছিল, আল্লাহ্কে নয়। আল্লাহ বলেন, 'আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল' *(বাক্বারাহ ৩৫)*। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে যেরূপ সিজদা করা হয়, এ সিজদা তদ্রূপ ছিল না। বরং তা ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা নত করা মাত্র। অবশ্য বর্তমানে এ পদ্ধতিতে কাউকে সম্মান করা জায়েয নয় *(তিরমিযী, সনদ হাসান মিশকাত হা/৪৬৮০)*।

প্রশ্ন (৯/৩৯৪)ঃ আমি একটি আলিম মাদরাসার ম্যানিজিং কমিটির সদস্য। মাদরাসার যেকোন অধিবেশনে মাদরাসার তহবিল হ'তে চা-নাস্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। মাদরাসা তহবিল হ'তে এরূপ খাওয়া জায়েয কি?

- এম,এ, রশীদ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (অবঃ)
আলীপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের অধিবেশনে প্রয়োজনীয় চা-নাস্তার ব্যবস্থা করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করা হ'ল, তখন তিনি বললেন, আমার পেশা আমার পরিবারের খরচ বহন করতে অক্ষম ছিল না। কিন্তু আমাকে মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। অতএব আবুবকর-এর পরিবার রাজস্ব খাত হ'তে জীবিকা নির্বাহ করবে এবং মুসলমানদের কল্যাণে ব্যস্ত থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৪৭)*। তবে অপচয় থেকে বেঁচে থাকা যরূরী *(ইসরা ২৬, ২৭)*।

প্রশ্ন (১০/৩৯৫)ঃ কম দামী চাউল বেশী দামী চাউলের সাথে মিলিয়ে বিক্রি করা কি জায়েয?

- আবুবকর ছিদ্দীক
কাজলাদিঘী, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কম দামী চাউল বেশী দামী চাউলের সাথে মিশিয়ে বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা এটি স্পষ্ট ধোকা। আর ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকা দেওয়া সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪)*।

প্রশ্ন (১১/৩৯৬)ঃ ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যাবে কি? অন্যথা কি করণীয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আনোয়ার হোসাইন
বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়ার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এরূপ আযান দেওয়া বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুন্নাত হচ্ছে- ঝড়-তুফানের সময় দো'আ পড়া। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঝড়ের সময় নবী করীম (ছাঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এ ঝড়ের কল্যাণ এবং ঝড়ের মধ্যকার কল্যাণ, যে কল্যাণ দ্বারা উহা প্রেরিত হয়েছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পরিত্রাণ চাই বাতাসের অমঙ্গল, উহার মধ্যকার অমঙ্গল এবং যে অমঙ্গল দ্বারা উহা প্রেরিত হয়েছে তা থেকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩)*।

প্রশ্ন (১২/৩৯৭)ঃ মহিলারা নাকফুল ব্যবহার করতে পারে কি? অনেক মহিলা স্বামী মারা গেলে নাকফুল খুলে রাখে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল ওয়াহ্হাব
নন্দনালী, নওগাঁ।

উত্তরঃ নাকফুল সহ যাবতীয় গহনা পরা মহিলাদের জন্য বৈধ। চাই তা স্বর্ণের হৌক বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরি হৌক। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫১৬৩)*।

তবে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন গহনা পরা থেকে বিরত থাকতে হবে। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বিধবা নারী (স্বামী মৃত্যুর ৪ মাস ১০ দিন পর্যন্ত) লাল রঙের কাপড়, লাল মাটি দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না, চুলে বা হাতে-পায়ে মেহেদি ও চোখে সুরমা লাগাবে না এবং গহনা পরবে না *(ছহীহ নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৩৩৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৯৮)ঃ অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের বারান্দা দিয়ে হাঁটা যায় কি?

- নাছিরুদ্দীন
পাণ্ডুঘর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হ্যাঁ, যায়। একদা নবী করীম (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, 'মসজিদ হ'তে ছালাত আদায়ের মাদুরটি আমাকে এনে দাও। আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আমি ঋতুবতী'। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'ঋতু তোমার

হাতে লেগে নেই' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯)। একদা এক অমুসলিমকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছিল (বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৫১)। হযরত সা'দ (রাঃ)-এর (অসুস্থ অবস্থায়) থাকার জন্য মসজিদে ঘর বানানো হয়েছিল (বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৫৬)। উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন (১৪/৩৯৯)ঃ পৃথিবীর সকল মুসলমান চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করে এবং ঈদের ছালাত আদায় করে। কিন্তু যারা ঐ সময়ে চাঁদে অবস্থান করেন তারা কিভাবে এগুলি আদায় করবেন?

- সেতাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ চাঁদে অবস্থানকারীগণ যে দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন, সে দেশের অধিবাসীদের সাথে ছিয়াম পালন ও ঈদের ছালাত আদায় করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দাজ্জাল পৃথিবীতে ৪০ দিন থাকবে। একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন এক মাসের সমান এবং একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলি তোমাদের দিনের মত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! একদিনের ছালাত কি এক বছরের জন্য যথেষ্ট হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, তোমরা এক বছরের দিনকে তোমাদের এক দিনের সাথে হিসাব করে ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বহুদিন ধরে চন্দ্র-সূর্য দেখা না গেলেও বর্তমান রাত-দিনকে হিসাব করে ইবাদত করতে হবে।

প্রশ্ন (১৫/৪০০)ঃ 'ছালাতুল ইস্তিসক্বা' পড়ানোর জন্য নেককার ও পরহেযগার হওয়া কি যরূরী? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- শাহীনুর রহমান
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতুল ইস্তিসক্বা পড়ানোর জন্য নেককার পরহেযগার ব্যক্তি হওয়াই ভাল। একদা ওমর ফারূক (রাঃ) জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে জনগণ! তোমরা আব্বাস (রাঃ)-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ কর এবং তাঁকেই তোমরা আল্লাহ্র নিকটে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ কর'। অতঃপর আব্বাস (রাঃ) ওমর ফারূক (রাঃ)-এর আবেদনক্রমে 'ছালাতুল ইস্তিসক্বা' আদায় করেন এই বলে যে, 'হে আল্লাহ! বালা-মুছীবত নাযিল হয় না গোনাহ ব্যতীত এবং তা দূর হয় না তওবা ব্যতীত। লোকেরা আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছে তোমার নবীর নিকটে আমার মর্যাদার কারণে। এই আমাদের হস্তসমূহ তোমার নিকটে গোনাহযুক্ত এবং কপাল সমূহ তওবা সহকারে। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও। অতঃপর পর্বতের ন্যায় আকাশ ছেয়ে মেঘ আসে ও বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আব্বাস (রাঃ)-এর এ ঘটনা থেকে নেককার, পরহেযগার ও নবী পরিবারের মাধ্যমে দো'আ করানো মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় (ফাৎহুল বারী ২/৫৭৭ পৃঃ)। তবে নেককার, পরহেযগার ব্যক্তি না থাকলে যে কোন আলেম দ্বারাও 'ছালাতুল ইস্তিসকা' আদায় করানো যায়।

প্রশ্ন (১৬/৪০১)ঃ আলেম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনেককে না জেনেই ফৎওয়া প্রদান করতে দেখা যায়। না জেনে ফৎওয়া প্রদান ঠিক হবে কি?

- আশরাফ আলী
হাট শ্যামগঞ্জ, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর।

উত্তরঃ না জেনে ফৎওয়া প্রদান করা মারাত্মক অন্যায়। কোন বিষয় জানা না থাকলে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি না জান, তবে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস কর' *(আম্বিয়া ৭)*। যারা কুরআন ও হাদীছের গভীর জ্ঞান রাখেন, তাঁরাই কেবল ফৎওয়া প্রদান করতে পারেন। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০)।

প্রশ্ন (১৭/৪০২)ঃ ছেলের মায়ের দুধ পান করেনি, অথচ দুধবোন বনেছে। পরে দুধভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের বিবাহ কি শরীয়ত সম্মত?

-এহসানুল্লাহ
বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত মেয়েটি যেহেতু ছেলের মায়ের দুধ পান করেনি, সেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা দুধভাই-বোন সাব্যস্ত হয়নি। তাই মেয়েটি মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যাদেরকে শরীয়তে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

সুতরাং মেয়ের ওয়ালী বা অভিভাবকের সম্মতিতে উক্ত বিবাহ হয়ে থাকলে, তা শরীয়ত সম্মত হয়েছে।

প্রশ্ন (১৮/৪০৩)ঃ শত্রুর ভয় থাকলে কোন্ দো'আ পড়তে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রিযাউল্লাহ
নিমতলা, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন গোত্রের ভয় করতেন, তখন নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া

নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অনুবাদঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টসমূহ হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি' (আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; আবুদাঊদ, আল-আযকার পৃঃ ১০৮; ছালাতুর রাসূল ১২০ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৯/৪০৪)ঃ বিবাহ করব কি করব না সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি।

-আহমাদ আলী
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে, তার বিবাহ করা উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবক শ্রেণী! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা ইহা (বিবাহ) চক্ষুকে অবনমিত করে এবং লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না, তার জন্য ছিয়াম পালন করা উচিত। কেননা এই ছিয়াম তার প্রবৃত্তিকে দমন করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০, 'নিকাহ' অধ্যায়)*।

এক্ষণে আপনি যদি সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতে পারেন, তাহ'লে 'ছালাতুল ইস্তেখা-রা' বা কল্যাণ ইংগিত প্রার্থনার ছালাত আদায়ের মাধ্যমে যেদিকে মন টানবে সেভাবেই কাজ করবেন' (বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩, 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ)। উক্ত ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত দেখুন ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩৬।

প্রশ্ন (২০/৪০৫)ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরকে স্বর্ণের চেইন বা আংটি ইত্যাদি দিয়ে থাকে। আমরা জানি যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্যও কি স্বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না? যেমন বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে বাড়ী প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- শরীফুল ইসলাম
সুলতানগঞ্জ করিডোর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।
ও
আব্দুল আওয়াল ও নুরতাজ আলম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সর্বাবস্থায় পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশমী কাপড় ও স্বর্ণালংকার হারাম করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪/৩৯৪ পৃঃ)*।

উপরোল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অল্প সময়ের জন্য হ'লেও পুরুষের স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা হালাল নয়।

প্রশ্ন (২১/৪০৬)ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উক্তি "إذا صح الحديث فهو مذهبي" (যখন ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব) কোন্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুস সাত্তার
মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিটি ইবনু আবেদীনের 'শামী' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় (বৈরুত ছাপা) বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, দলীল না জেনে কোন ব্যক্তির জন্য আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া প্রদান করা হারাম *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান, দিল্লী ছাপা ১/৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/৪০৭)ঃ দরিদ্রতার দোহাই দিয়ে ছালাত ছিয়াম প্রভৃতি ইবাদত হ'তে বিরত থেকে শুধু কাজ-কর্ম করে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করলে সম্ভব হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আতাহার আলী
লক্ষ্মীপুর, ভাঙ্গারিয়া
পিরোজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহপাক সকল মানব ও দানবকে তাঁর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। এখানে ধনী-গরীব কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি। সুতরাং স্রেফ দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করে গেলে তা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। বরং দরিদ্রতার পথ আরো প্রশস্ত হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। তাহ'লে আমি তোমার অন্তরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মিটাব। পক্ষান্তরে যদি এমনটি না কর, তবে আমি তোমার হাতকে ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মিটাব না (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৭২)।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে না, আল্লাহ তাদের হস্তকে ব্যস্ততাপূর্ণ করে দিবেন ও তাদের অভাব কোনদিন মিটবে না। বাস্তবতাও তাই। আজকাল যারাই সম্পদশালী, তারাই যেন অভাবী। তাদের চাহিদার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। পক্ষান্তরে পরহেযগার ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে সর্বদা তুষ্ট থাকে। তাছাড়া আল্লাহপাক স্বীয় বান্দাকে ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন *(আনফাল ২৮)*।

প্রশ্ন (২৩/৪০৮)ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আপন ছেলের মাথায় হাত রেখে কসম করা হয়। এরূপ কসম করা যায় কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে

বাধিত করবেন।

- আব্দুল জাব্বার
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নয়; বরং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী বা শিরক করল *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহপাক তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৭, 'কসম ও মানত' অধ্যায়)*।

সুতরাং হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ছেলের বা অন্য কারো মাথায় হাত রেখে কসম করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (২৪/৪০৯)ঃ বাদ ফজর অনেক মসজিদে দলবদ্ধভাবে চীৎকার করে যিকর করা হয়। এধরনের যিকর কতটুকু শরীয়ত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল গণী
ঝাউতলা, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এভাবে যিকর করা নিঃসন্দেহে কুরআন ও হাদীছের খেলাফ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে। তিনি সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না *(আ'রাফ ৫৫)*। উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, আল্লাহকে স্বীয় অন্তরে স্মরণ করা। মানুষ যখন উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্ত্বাকে ডাকছ না। বরং তোমরা যার নিকট প্রার্থনা করছ, তিনি নিকটেই রয়েছেন। তিনি সবকিছু শুনেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩)*।

প্রশ্ন (২৫/৪১০)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, ঈদের দিনে ঋতুবতী মহিলারাও ঈদগাহে যাবে, খুৎবা শ্রবণ করবে এবং দো'আয় শরীক হবে। একথা কি প্রমাণ করে না যে, ঈদের দিনে ইমাম দো'আ করবেন এবং অন্যান্যদের সাথে ঋতুবতী মহিলারাও দো'আয় শরীক হবে? সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-(১) মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম
দেবকুণ্ড বেলডাঙ্গা
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

(২) মুসাম্মাৎ সাজেদা
নেযামপুর ষ্টেশন, বাকইল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মুছল্লীদের তাকবীরের সাথে ঋতুবতী মেয়েরা তাকবীর পড়বে, তাদের দো'আর সাথে তারা দো'আ করবে এবং উক্ত দিনের বরকত ও পবিত্রতার আকাংখা করবে' (বুখারী, 'ঈদায়েন' অধ্যায়, 'মিনার দিবস সমূহে তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৯৭১)। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত "دعوة المسلمين" কথাটি আম (সাধারণ)। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, নছীহত,' যিকর ও তাকবীর 'আল্লাহ আকবার কাবীরা.....' ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত দো'আর প্রমাণে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন আমল বর্ণিত হয়নি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত ২/৩৩১ পৃঃ ৫/৩১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/৪১১)ঃ মাযারের সাথে যাদের সম্পর্ক বেশ নিগূঢ়, এরা কি ঈমানদার, না মুশরিক? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সেকান্দার আলী
১নং গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ মাযার বা মাইয়েতের কাছে কোন কিছু চাওয়া, তাদেরকে উকীল হিসাবে গ্রহণ করা প্রভৃতি কাজ নিঃসন্দেহে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এরা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবী করলেও আল্লাহপাক তাদেরকে মুশরিক বলেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তাদের অধিকাংশই আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনয়ন করা সত্ত্বেও তারা মুশরিকই রয়েছে' (ইউসুফ ১০৬)। আল্লাহপাক অন্যত্রে বলেন, 'অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে অস্পষ্ট বিষয়গুলির কেবল ফেৎনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে (ইমরান ৭)। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কবরস্থ কোন ব্যক্তিকে আপনি শুনাতে পারেন না' (ফাত্বির ২২)। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কবর পাকা করতে, এতে সৌধ নির্মাণ করতে এবং সেখানে বসতে' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭ 'জানাযা' অধ্যায়)। তিনি বলেন, 'তোমরা কবরে বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। সুতরাং যারা মাযারের সাথে সংশ্লিষ্ট, মাযারে সিজদা করে বা মাযারের নিকট প্রার্থনা করে, তারা ঈমানদার তো নয়; বরং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (২৭/৪১২)ঃ সম্প্রতি কিছু আলেমের মুখে শুনা যাচ্ছে যে, সিজদায় বেশী বেশী করে দো'আ করতে হবে এবং এই দো'আ নাকি কবুল করা হবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ওমর ফারূক
চিনাটোলা বাজার, মণিরামপুর
যশোর।

উত্তরঃ আলেমদের উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় থাকে। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী করে দো'আ কর (মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)। তবে ঐ সময় কুরআনী দো'আ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন' (মুসলিম আবু আওয়ানা ইবনু আসাকির ১/২৯৯ পৃঃ; আলবাণী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী পৃঃ ১৩৪, ১৪৭)।

প্রশ্ন (২৮/৪১৩)ঃ আমীর অপসন্দনীয় হ'লে জনগণের করণীয় কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- হারেছ
রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আমীর অপসন্দনীয় হ'লে ধৈর্যধারণ করতে হবে। তাঁর হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে হবে। সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মুখে হক কথা বলতে হবে। কিন্তু সংশোধনের অযোগ্য বিবেচিত হ'লে কোন কোন আহলেহাদীছ বিদ্বানের মতে তাঁকে পদচ্যুত করতে হবে। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে ভাল-মন্দ সব আমীরের অধীনে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা যাবে না (ইমাম আবুল হাসান আল'আরী, মাক্বালাতুল ইসলামিইয়িন, পৃঃ ৩২৩; আল-ইবানাহ, পৃঃ ৬১, ইমাম ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ৯৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৬, ৩৬৭১, ২/১০৮৬-৭ থিসিসঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১১১)।

প্রশ্ন (২৯/৪১৪)ঃ মহল্লায় মহল্লায় ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল লতীফ
বাজে ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহল্লায় মহল্লায় ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ (ওয়াক্তিয়া) নির্মাণ করার আদেশ করেছেন এবং মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখতে আদেশ করেছেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭৯; মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩০/৪১৫)ঃ স্বামীর কিছু দুর্বল দিক থাকায় স্ত্রী স্বামীর কাছে যেতে চায় না। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ স্বামীর অধীনে বসবাস করতে স্ত্রীর কষ্ট মনে হ'লে স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নিয়ে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। যাকে শরীয়তে 'খোলা তালাক' বলে। হযরত ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আরয করল যে, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস-এর ব্যবহার ও দ্বীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি মুসলমান অবস্থায় স্বামীর অবাধ্যতা পসন্দ করি না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার অধীনে বসবাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি মোহর বাবদ বাগান ফেরৎ দিতে চাও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) তার স্বামীকে বললেন, তুমি মোহর ফেরৎ নাও এবং তাকে এক তালাক প্রদান কর *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

তবে কোন স্ত্রী তার নির্দোষ স্বামীর নিকট তালাক চাইলে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত হারাম হয়ে যাবে (ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২২৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫, সনদ ছহীহ ইরওয়া হা/২০৩৫)।

প্রশ্ন (৩১/৪১৬)ঃ যাকাতের টাকা দিয়ে রাস্তা সংস্কার করা যায় কি?

- মোস্তফা কামাল
পাকবালীঘর, মুরাদনগর
কুমিল্লা।

উত্তরঃ যাকাতের টাকায় রাস্তা সংস্কার করা যায় না। কেননা সূরা তওবাহ্র ৬০ নং আয়াতে যাকাত বন্টনের সুনির্দিষ্ট খাত রয়েছে। আর রাস্তা নির্মাণ এ খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। চার ইমাম সহ অধিকাংশ বিদ্বানগণ উক্ত মত পোষণ করেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ২৩/৩২৯ পৃঃ)*। সাইয়েদ সাবেক্ব বলেন, যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার, পুল নির্মাণ, মৃতের কাফন ক্রয় প্রভৃতি কাজে ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (৩২/৪১৭)ঃ আমাদের গ্রামের মাত্র শতকরা ২ ভাগ লোক ছালাত আদায় করে। ছালাত পরিত্যাগকারীর পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সিরাজুল ইসলাম
কিশোরীনগর, দৌলতখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুমিন ব্যক্তির ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। অন্যথায় সবকিছু বেকার হয়ে যাবে' *(ছহীহ জামে ছাগীর হা/২৫৭৩; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫৮; তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৩৬৯)*।

ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হাদীছে কাফের বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। তবে এই কাফের কালেমায়ে শাহাদত অস্বীকারকারী কাফেরের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং শাস্তি ভোগের পর কালেমায়ে শাহাদত ও নবী (ছাঃ)-এর শাফা'আতের বরকতে কোন এক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৩, 'শাফা'আত' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪১৮)ঃ বিদ'আতীরা নাকি 'হাউযে কাওছারে'র পানি পান করা থেকে বিরত থাকবে, কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শামীমা আখতার
কাথুলী, মেহেপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাওছারের নিকটে গিয়ে পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়ে গমন করবে, সে উহার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনও

পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার নিকটে কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার মাঝে ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে এরা কি সব নতুন নতুন পথ ও মত (বিদ'আত) আবিষ্কার করেছিল। একথা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হৌক, তারা দূর হৌক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪১৯)ঃ এক ব্যক্তির একটি গরুর অসুখ হ'লে মানত করে যে, সুস্থ হ'লে গরুটি কুরবানী করবে। কিন্তু সুস্থ হ'লে সে গরুটি বিক্রি করে দেয়। এখন সে কৃত মানত পূরণ করতে আগ্রহী। এক্ষণে কিভাবে তা সম্ভব?

-এইচ,এম, মুহসিন
আরবী বিভাগ (২য় বর্ষ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ সুস্থ হওয়ার পর গরুটি কুরবানী না করে সে মানত ভঙ্গকারীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন তাকে মানত ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মানত ভঙ্গের কাফফারা হচ্ছে কসম ভঙ্গের কাফফারার মত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। অর্থাৎ ১০ জন মিসকীনকে খাদ্য দান অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করণ অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা' *(মায়েদা ৮৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪২০)ঃ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শস্য বা ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত দিতে হবে কি? যদিও উক্ত যাকাত দ্বারা ঋণ পরিশোধ সম্ভব নয়।

- সানজিদা রহমান
ফুলবাড়িয়া হাট
উজলপুর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শস্য বা ব্যবসায়ী পণ্য নেছাব পরিমাণ হ'লে তাতে যাকাত ফরয হবে। ঋণ যাকাত প্রদানের অন্তরায় নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা শস্য কাটার সময় এর হক্ব আদায় কর' *(আন'আম ১৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দু'শ' রৌপ্য মুদ্রার কম যাকাত নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৪)*। তিনি আরো বলেন, পাঁচ ওয়াসাক্ব শস্যের কমে যাকাত নেই' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮০২)*। সুতরাং সম্পদ নেছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পাঁচ ওয়াসাক্ব সমান ১৮ মণ ৩০ কেজি অথবা বাংলা হিসাবে ২০ মণ।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আল ফোরকান হাজ্জ সার্ভিস

মোয়াল্লেম ওভারসীজ লিমিটেড (ধর্ম মন্ত্রণালয় ও সৌদি এম্বেসী কর্তৃক অনুমোদিত)

১৯৩/ডি, ফকিরাপুল, ৪র্থ তলা, ফ্যাক্স ও ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৩৫৩৭১২, মোবাইল ঃ ০১৭৫২৯৭৫৮ **হাজ্জ এজেন্ট নং- ৭১**

e-mail : Holy mokka@haj tcl-bd.com

আমরা আপনাকে দিচ্ছি কম খরচে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মোতাবেক হাজ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ। আমরা আপনাকে উত্তম সেবা দিয়ে স্মরণীয় থাকতে চাই। কোন ঝামেলা নেই, ঘরে বসেই পাচ্ছেন ভিসা, টিকেট, এন্ডোসমেন্ট আমাদের দক্ষ প্রশিক্ষক ও মুয়াল্লিম দ্বারা হাজ্জ সম্পূর্ণ করা হয়। আজই যোগাযোগ করুন।

পরিচালনায় ঃ শাইখ মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসঊদ (এম.এম লিসেন্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)

১। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বাংলাদেশে অবস্থানকারী অভিজ্ঞ আলিমের মাধ্যমে বদলি হাজ্জ করানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।
২। আমাদের জেলাভিত্তিক হাতে কলমে ফ্রি হাজ্জ প্রশিক্ষণের তারিখ পরে জানিয়ে দেয়া হবে। এবং প্রত্যেক হাজ্জ যাত্রীর প্রশিক্ষণ সহজ হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ রয়েছে যা আমাদের সাথে যোগাযোগের পর জানতে পারবেন।

শরঈ পরামর্শ পরিষদ

১। আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
(দাঈ ও ইসলামী গবেষণা অফিসার- রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি)
২। শায়খ আকমল হোসেন
(প্রভাষক- হায়ার ইনস্টিটিউট রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি)
৩। শায়খ মাওলানা মোশাররফ হোসেন আখন্দ
(দাঈ- রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি)
৪। শায়খ মাওলানা ইউসুফ আলী খান
মুহাদ্দেস কাতলাসেন আলিয়া মাদ্‌রাসা
৪। মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুর রহমান
(দাঈ- রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি)

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ আল ফোরকান হাজ্জ সার্ভিস
৪৬, মৌশাইর, শাহ কবীর মাজার রোড, চালাবন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, মোবাইল ঃ ০১৭৬৭৮৪০৮
শায়খ আলহাজ্জ মাওঃ আকরামুজ্জামান- ফোন ঃ ৮৯২০৯৩৫, আলহাজ্জ মোঃ ওয়ালীউল্লাহ- ফোন ঃ ৭১১২৭৬২

YEAR TABLE (4th. Vol.) বর্ষসূচী-৪ (Oct. 2000 to Sept. 2001)

(৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০০ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত)

✪ সম্পাদকীয়ঃ

১. ভেসে গেল স্বপ্নসাধ! (অক্টোবর ২০০০) ২. বন্দী ফিলিস্তীনঃ জবাব সশস্ত্র জিহাদ (নভেম্বর ২০০০) ৩. মাহে রামাযান (ডিসেম্বর ২০০০) ৪. ভাল আছি (জানুয়ারী ২০০১) ৫. ইল্‌ম ও আলেমের মর্যাদা (ফেব্রুয়ারী ২০০১) ৬. ভালোবাসি (মার্চ ২০০১) ৭. এই ঔদ্ধত্যের শেষ কোথায়? (এপ্রিল ২০০১) ৮. স্বাধীনতা রক্ষায় শপথ নিন (মে ২০০১) ৯. প্রসঙ্গঃ ঈদে মীলাদুন্নবী (জুন ২০০১) ১০. এ লজ্জা ঢাকব কি দিয়ে? (জুলাই ২০০১) ১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ (আগষ্ট ২০০১) ১২. (ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচন (খ) বর্ষ শেষের নিবেদন (সেপ্টেম্বর ২০০১)।

✪ দরসে কুরআন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. কালেমায়ে ত্বাইয়েবার আহ্বান (অক্টোবর ২০০০) ২. ছবর ও ছালাত (নভেম্বর ২০০০) ৩. অসীলা (ডিসেম্বর ২০০০) ৪. নুযূলে কুরআন ও ঈদুল ফিৎর (জানুয়ারী ২০০১) ৫. তালাক বিধান (ফেব্রুয়ারী ২০০১) ৬. পরীক্ষাতেই পুরস্কার (জুন ২০০১) ৭. অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ'তে সাবধান! (সেপ্টেম্বর)।

✪ দরসে হাদীছ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*

১. রামাযানের সুবাতাস (ডিসেম্বর ২০০০) ২. প্রচলিত হিল্লা প্রথা (ফেব্রুয়ারী ২০০১)।

✪ প্রবন্ধঃ

অক্টোবর ২০০০

১. সূরা হুজুরাতের সামাজিক শিক্ষা (৪/১,২,৩,৪ সংখ্যা) *-শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম* ২. মাহে রজবঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা *-সাঈদুর রহমান* ৩. কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অংশগ্রহণের বিপদ (৪/১,২ সংখ্যা) *-মূলঃ শায়খ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ), অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ৪. রাজ্য-রাজা-রাজ সিংহাসন *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* ৫. প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ (৪/১,২,৪,৫,৬,৯,১০ সংখ্যা) *-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ*।

নভেম্বর ২০০০

৬. কুরআনের আলোকে মানব সৃষ্টি রহস্য (৪/২,৩ সংখ্যা)- *মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম মিঞা* ৭. অবাস্তব ও অমানবিক পাঠ্যক্রম পরীক্ষায় নকল প্রবণতাঃ কতিপয় প্রস্তাব *-আবু নসর ওয়াহিদ* ৮. ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভীর সাথে কিছুক্ষণ *-মূলঃ আব্দুল আযীয মুত্বলাক আল-মুত্বায়রী, অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী* ৯. মাহে শা'বান ও নফল ছিয়াম *-আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ*।

ডিসেম্বর ২০০০

১০. অধিক পুণ্য হাছিলের মাস রামাযান *-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান,* ১১. ব্যবহৃত গহনার যাকাত প্রসঙ্গে একটি বিশেষ আলোচনা *-মূলঃ দাউদ আল-'আস'উসী (কুয়েত), অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী* ১২. রামাযান মাসে কতিপয় ছায়েমের ভুলের সতর্কীকরণ *-অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম*।

জানুয়ারী ২০০১

১৩. হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রতিশ্রুতি *-ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ১৪. আল্লাহ্‌র চাবুক *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* ১৫. আমি কেন আহলেহাদীছ হ'লাম? *-রশীদ আহমাদ* ১৬. ইত্তেবা ও আহলেহাদীছ (৪/৪,৫,৬ সংখ্যা) *-ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজান*।

ফেব্রুয়ারী ২০০১

১৭. তাকবীরা-তুল ঈদায়েন *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ১৮. এক নযরে হজ্জ *-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান* ১৯. মারইয়াম (আঃ)-এর সন্তান লাভঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি *-আব্দুল গফূর*।

মার্চ ২০০১

২০. মুসলিম উম্মাহ্‌র ভাঙ্গনচিত্র (৪র্থ কিস্তি) *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২১. বাংলার মুসলিম সমাজ জীবনে বেদ্বীনী প্রভাব *-প্রফেসর আব্দুর রউফ (অবঃ)* ২২. নেশা-নিশি-নিঃশেষ *-মুহাম্মাদ আবদুর রহমান* ২৩. জায়োনিষ্ট চক্রান্ত ও ফিলিস্তীন সংকট *-মুহাম্মাদ সাঈদুল ইসলাম*।

এপ্রিল ২০০১

২৪. বিবাহের বিধান *- মূলঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, অনুবাদঃ রশীদ আহমাদ* ২৫. উছূলে ফিক্বহ ও ফিক্বহের মধ্যকার বৈপরীত্য *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* ২৬. ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিম মনীষীদের বেড়াজালে ইসলাম *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল* ২৭. আদর্শের দুর্ভিক্ষঃ জাতির অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণ *-আহমাদ শরীফ* ২৮. যমযম কূপের পানিঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে *-সংগ্রহেঃ মুহাম্মাদ গোলাম সারোয়ার* ২৯. শূরা ভিত্তিক ইসলামী শাসন পদ্ধতি *-শায়খ আলাউদ্দীন খান আল-কুদমী* ৩০. হালদারী কাসন থেকে সাবধান হউন! *-মুনশী আব্দুল মান্নান*।

মে ২০০১

৩১. আল-কুরআনে মুত্তাক্বীর পরিচয় *-ডঃ আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম ছিদ্দীক্বী* ৩২. মৌলবাদীঃ টার্গেট ইসলাম *-এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ* ৩৩. মুক্তির সনদ আল-কুরআন *-ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী* ৩৪. মানব মনে প্রভাব বিস্তারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিপ্লবী অবদান (৪/৮,৯ সংখ্যা) *-নূরুল ইসলাম* ৩৫. বিশ্ব শান্তির জন্যই ইসলামের নবজাগরণ যরূরী *-মূলঃ অধ্যাপক ডঃ এম.এ. মান্নান, অনুবাদঃ শাহাদাৎ হোসেন খান*।

জুন ২০০১

৩৬. অব্যক্ত শক্তি 'নফস' -*রফীক আহমাদ* ৩৭. সততা ও সত্যবাদিতাঃ মুমিন চরিত্রের অন্যতম গুণ -*ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক।*

জুলাই ২০০১

৩৮. বাংলাদেশে ইসলামঃ আগমন ও প্রতিষ্ঠা -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল* ৩৯. সিজদাঃ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* ৪০. জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ (৪/১০, ১১ সংখ্যা) -*আব্দুছ ছামাদ সালাফী* ৪১. এক শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু-মুসলমান (৪/১০, ১১, ১২ সংখ্যা) -*সুরজিৎ দাশগুপ্ত* ৪২. চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইসলাম -*মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।*

আগষ্ট ২০০০

৪৩. বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অপরিহার্যতা -*মুহাম্মাদ আমীরুল হক* ৪৪. হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব -*যহুরুল বিন ওছমান।*

সেপ্টেম্বর ২০০০

৪৫. ইসলামে নারী নেতৃত্ব -*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* ৪৬. রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার মুসলমান -*এ.এস.এম আব্দুল হামীদ।*

✪ ছাহাবা চরিতঃ

১. হযরত জা'ফর বিন আবু তালেব (রাঃ) -*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* (অক্টোবর ২০০০) ২. হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) -*ঐ* (নভেম্বর ২০০০) ৩. হযরত আয়েশা (রাঃ) -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* (ফেব্রুয়ারী ২০০১) ৪. হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) -*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* (এপ্রিল ২০০১) ৫. হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) -*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* (জুন ২০০১) ৬. সাওদা বিনতু যাম'আহ (রাঃ) -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* (জুলাই ২০০১), ৭. লাবীদ বিন রাবী'আহ (রাঃ) -*নূরুল ইসলাম* (আগষ্ট ২০০১)।

✪ মনীষী চরিতঃ

১. মাওলানা আবু তাহের বর্ধমান -*মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* (মে ২০০১) ২. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) -*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব* (৪/৯, ১০ ও ১১ সংখ্যা)।

✪ অর্থনীতির পাতাঃ

১. প্রতারণার অপর নাম জিজিএন -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (অক্টোবর ২০০১) ২. পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম -*ঐ* (৪/৩,৪,৫,৬ সংখ্যা) ৩. ইসলামী বীমাঃ বৈশিষ্ট্য ও কর্ম পদ্ধতি -*ঐ* (মে ২০০১) ৪. পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয় -*ঐ* (৪/১০, ১১ সংখ্যা)।

✪ নবীনদের পাতাঃ

১. কুরআন-হাদীছের মানদণ্ডে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা -*নূরুল ইসলাম* (৪/১,২ সংখ্যা) ২. ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত -*যিয়াউল রহমান* (এপ্রিল ২০০১) ৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী -*মুযাফ্ফর বিন মুহসিন* (৪/১০,১১ সংখ্যা)।

✪ চিকিৎসা জগৎঃ

১. ধনুষ্টঙ্কার (Tetenus) -*ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন ও ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন আলী* (ডিসেম্বর ২০০০) ২. (ক) গবাদি পশুর নিউমোনিয়া (খ) মোরগ-মুরগীর বসন্ত রোগ -*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী* (ফেব্রুয়ারী ২০০১) ৩. হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়াক্ষেত্র -*ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন* (এপ্রিল ২০০১) ৪. বন্ধ্যাত্ব ও তার প্রতিকার -*ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক* (মে ২০০১) ৫. ডায়াবেটিস -*ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন* (জুলাই ২০০১) ৬. কক্লিয়ার ইমপ্লান্টঃ সম্পূর্ণ বধিরতার অভিনব চিকিৎসা -*ডাঃ মেজর মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম* (আগষ্ট ২০০১)।

✪ হাদীছের গল্পঃ

১. লোক দেখানো আমলের পরিণাম -*মুহাম্মাদ হাসানুযযামান* (অক্টোবর ২০০০) ২. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত জ্ঞান দান করেন -*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী* (নভেম্বর ২০০০) ৩. (ক) উত্তম ব্যবহারের প্রতিফল -*ইমামুদ্দীন* (খ) তওবা করার ফল! -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান* (এপ্রিল ২০০১) ৪. জ্ঞানীদের শিক্ষা -*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম* (মে ২০০১) ৫. মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই একমাত্র সুপারিশকারী -*মুকার্‌রম বিন মুহসিন* (জুলাই ২০০১) ৬. যমযম কূপ ও কা'বা ঘর নির্মাণের ঘটনা -*মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (আগষ্ট ২০০১)*।

✪ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ

১. রাখে আল্লাহ মারে কে -*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান* (ডিসেম্বর ২০০০) ২. (ক) পশুর কৃতজ্ঞতাবোধ (খ) হাতেমের মহত্ব -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (গ). ধারণা করা ঠিক নয় -*মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান* (জানুয়ারী ২০০১) ৩. (ক) লোভী বণিক -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (খ) মৃত্যু থেকে পালাবার পথ নেই -*মুহিবুর রহমান* (ফেব্রুয়ারী ২০০১) ৪. গণ্য-মান্য-নগণ্য-জঘণ্য -*মাওলানা যিল্লুর রহমান নদভী* (মে ২০০১) ৫. (ক) উচিত জবাব -*সংকলনেঃ মুহাম্মাদ ইলিয়াস* (খ) পীরভক্তি -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (জুন ২০০১) ৬. পরপারের চরাচর -*বায়েযীদ বিন নিযাম* (সেপ্টেম্বর ২০০১)।

✪ মহিলাদের পাতাঃ

১. ইসলামের দৃষ্টিতে সততা -*মুসাম্মাৎ আখতার বানু* (অক্টোবর ২০০১)।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর সংখ্যা
অক্টোবর ২০০০ (৪/১)	ফরহাদ ও ছালাহুদ্দীন, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	টিকিট ক্রয় করে মৎস্য শিকার করা কি জায়েয?	(১/১)
"	জমীরুল ইসলাম, মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	আমি কলিকাতায় দেখলাম, শতাধিক গরুকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে এবং গরুর মাথাগুলি এমনভাবে দু'টি রডের মধ্যে রাখা হচ্ছে যাতে মাথা উঁচু-নিচু করতে না পারে। তারপর সুইচ দিলে এক সাথে সব গরুর গলা কেটে যাচ্ছে। এরূপ যবেহ কি জায়েয?	(২/২)
"	আব্দুল কুদ্দূস, নবীনগর, মুক্তাগাছা, মোমেনশাহী।	জনৈকা মহিলা তার ওয়াক্ফকৃত জমির আয় মসজিদের কাজে ব্যয় করার ও তা বিক্রয় না করার শর্তে মসজিদের জন্য এক খণ্ড জমি দান করে। পরবর্তীতে মসজিদ স্থানান্তর করলে উক্ত দানকৃত জমি বিক্রি করে ঐ মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কি? তাছাড়া মসজিদের গায়ে ঐ মহিলার নাম লেখা যাবে কি?	(৩/৩)
"	মামূনুর রশীদ, গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।	আমার চাচার ছেলেমেয়ে হ'লে আক্বীক্বা করার জন্য বাড়ীতে দু'টি বড় খাসি রেখেছেন। কিন্তু চাচীর পেটে অদ্যাবধি কোন বাচ্চা আসেনি। এদিকে খাসির বয়সও অনেক হয়ে গেছে। যেকোন সময় চর্বির কারণে মারা যেতে পারে। এমতাবস্থায় খাসি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে সময়মত আক্বীক্বা করা যাবে কি?	(৪/৪)
"	খলীল, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	জামা'আতে ছালাত আদায়কালে পরস্পরে পায়ে পায়ে মিলানো কি সুন্নাত?	(৫/৫)
"	খলীল, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	ফজরের সুন্নাত পড়ার সময় না পেলে ফরয ছালাতের পর তা পড়া যায় কি?	(৬/৬)
"	আবুল হাসান, সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী,-রাজশাহী।	মসজিদের বারান্দায় বই বিক্রয় করা কি জায়েয?	(৭/৭)
"	আমীনুল ইসলাম, ধর্মগড়, চিকনী, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।	ছালাত শেষে হাত তুলে দো'আ না করার কারণে মুছল্লীরা কোন এক আলেমের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আর সে জন্য উক্ত আলেমকে বাদ দিয়ে তদস্থলে তারা একজন-সাধারণ লোককে ইমাম নিযুক্ত করেছে, যার ক্বিরাআত শুদ্ধ নয়। উল্লেখ্য যে, ইমামের প্রতি মুছল্লীরা সন্তুষ্ট না থাকলে তার পিছনে ছালাত হয় না- বলে তারা দলীল পেশ করছে। বিষয়টির সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/৮)
"	আব্দুল হাকীম, ভাওয়াল মির্জাপুর, গাজীপুর।	কথা ও কাজের সাথে মিল না থাকলে তার পরিণতি কি হবে?	(৯/৯)
"	আযহারুদ্দীন, বারিধারা, ঢাকা।	কেন আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন? সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতটির ব্যাখ্যাসহ কারণ উল্লেখ পূর্বক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১০/১০)
"	মুহাম্মাদ মোস্তফা সরকার, ডাকরা, চারঘাট, রাজশাহী।	জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা কি শরীয়ত সম্মত?	(১১/১১)
"	মাহমূদা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।	যে সমস্ত মেয়েরা আধুনিক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তানধারণ ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট করে ফেলে, তাদের ছালাত-ছিয়াম কবূল হবে না, তাদের সাথে অন্যান্য মেয়েদের পর্দা করা ওয়াজিব ইত্যাদি কথাগুলির সত্যতা জানতে চাই। লাইগেশনকারী মহিলার তওবা করার পদ্ধতি কি?	(১২/১২)
"	কছীমুদ্দীন মণ্ডল, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	মুহতারাম ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এর ১২১ পৃষ্ঠায় দেখলাম পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ' (আলবানী, যঈফ আবূদাঊদ হা/৩১৫৭)। এমনিতেই দাফন-কাফনের পর হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে দো'আ করা নিয়ে সমস্যা চলছে। এরপর আবার বহু প্রাচীন নিয়ম মহিলাদের পাঁচ কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়ার হাদীছ যঈফ। এখন আমরা মানুষদের কিভাবে বুঝাব?	(১৩/১৩)
"	শফীকুর রহমান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮) এ হাদীছটির মূল উদ্দেশ্য কি? তাছাড়া সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের সময় চীৎকার দেয় এর কারণ কি?	(১৪/১৪)

"	কায়ছার আহমাদ, পাবনা ইসলামিয়া কলেজ, পাবনা।	শরীয়তের দৃষ্টিতে গান-বাজনার বিধান কি?	(১৫/১৫)
"	আরীফুল ইসলাম, সোনাবাড়িয়া বাজার, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কোন হিজড়া কি মহিলাদের মজলিসে বসতে পারে? তার পর্দা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?	(১৬/১৬)
"	নূর মুহাম্মাদ তরফদার, শিহালী, হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।	আমাদের গ্রামের একটি জমির মালিক হিন্দু। সে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছে। তার নামে রেকর্ডকৃত জমি সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক লিজ নিয়ে চাষাবাদ করা হয় এবং সে জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি?	(১৭/১৭)
"	মুসাম্মাৎ দেলোয়ারা বেগম, খুরমা, ছাতক, সুনামগঞ্জ।	ওযূ করার সময় কথা বললে কি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়?	(১৮/১৮)
"	ফাতেমা, গাবতলী, বগুড়া।	চাশতের ছালাত কয়টা পর্যন্ত পড়া যায় এবং কখন পড়া উত্তম? দ্বিপ্রহর মানে কি সকাল দশটা?	(১৯/১৯)
"	মুহাম্মাদ সাইফুয্যামান, মুজগুন্নী, চিনাটোলা বাজার, মণিরামপুর, যশোর।	নতুন বাড়ীতে উঠার নিয়ম কি? নতুন বাড়ীতে উঠার সময় হাফেয বা মাদরাসার ছাত্র ডেকে কুরআন পড়িয়ে নেওয়া ও খাওয়ানো কি শরীয়ত সম্মত?	(২০/২০)
"	মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, উপযেলা কৃষি অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ও আখতারুয্যামান, বান্দরবান।	মাযহাবী ইমামের পিছনে যখন ছালাত আদায় করি ইমাম তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার সাথে সাথে সূরা ফাতিহা আরম্ভ করে দেন। ছানা শেষ করা যায় না। অনুরূপভাবে শেষ বৈঠকেও তাশাহুদ, দরূদ ইত্যাদি শেষ করা যায় না। এমতাবস্থায় দায়ী কে হবে? মুক্তাদীগণ না ইমাম?	(২১/২১)
"	ইমাম ও মুছল্লীবৃন্দ, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	একই বাক্সে মাযার ও মসজিদের জন্য দান করলে ছওয়াবের পরিবর্তে পাপ হবে কি?	(২২/২২)
"	আতাউর রহমান, বিভাগদী অভয়নগর, যশোর।	স্বামী তার নিজ স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী হ'তে পারবে কি?	(২৩/২৩)
"	মুছাদ্দেক্ব হোসাইন, পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	খন্দকার মাওলানা বশির উদ্দীন (এম,এম) রচিত 'খায়রুল হাশর' নামক গ্রন্থে দেখলাম, আদম (আঃ)-এর জোড়া জোড়া সন্তান হ'ত। কিন্তু শীষ (আঃ) একাই জন্ম নেন। কাজেই বিবাহের সময় তার কোন পাত্রী না পাওয়ায় জান্নাতের হুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।	(২৪/২৪)
"	আকবর আলী, প্রতাপ জয়সেন, সাতদরগা, পীরগাছা, রংপুর।	জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বাঁধে। ঝগড়ার গতি দেখে অপর এক ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তুমি তালাক না দিলে আমি বাজারে যাব না। হাতে মাটি নিয়ে শপথ করে বলে, যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও তাহ'লে আমার জমি তোমাকে কোবালা করে দিব। এ সময় তার স্ত্রী তালাক চায়। তখন সে বলে ইতিপূর্বে তুমি তালাক চেয়েছিলে। তোমাকে তালাক দিয়ে শারঈ বিধান মত গ্রহণ করেছি। আবার তুমি তালাক চাও। যাও তোমাকে ১, ২, ৩ তালাক দিলাম। যদি তোমাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে আমি... যেনা করি। এখন এ স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে কি? যে তালাক দিতে বলেছে তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? এসব কসমের কাফফারা কি হবে?	(২৫/২৫)
"	আব্দুল্লাহ, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	ইসলামী বিধান মতে কসাইগিরি জায়েয কি? গোশতের ছিটেফোঁটা ও রক্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ছালাত জায়েয হবে কি?	(২৬/২৬)
"	এনামুল হক, ফিরোজ বস্ত্রালয়, কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।	এক ব্যক্তি জামা'আতের শেষাংশ পেল। সে কি ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দো'আগুলি পড়তে থাকবে, না চুপ করে বসে থাকবে?	(২৭/২৭)
"	ফারযানা আখতার ও আয়েশা খাতুন, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	আমাদের গ্রামে এক মেয়ের অবৈধ উপায়ে এক সন্তান জন্ম হয়। গ্রাম্য শালিসে মেয়েটি একটি ছেলের নাম করে। কিন্তু ছেলেটি তা অস্বীকার করে। শালিসের লোকজন ৪০ দিন পর ঐ ছেলের সাথে মেয়েটির বিবাহের দিন ধার্য করে। বিবাহ বৈঠকে এক আলেম ফৎওয়া দেন যে, এ বিবাহ বৈধ হবে না। কারণ এ অবৈধ কাজের কোন সাক্ষী নেই। তিনি এও বলেন যে, এ বিবাহের বৈঠকে যারা থাকবে, তাদের স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিবাহ কি জায়েয? উপস্থিত লোকদের স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে?	(২৮/২৮)
"	আব্দুল কাফী, মির্জাপুর, দিনাজপুর।	মহিলারা জুম'আর দিন মসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে জুম'আর ছালাত আদায় করবে, না যোহরের ছালাত আদায় করবে?	(২৯/২৯)
"	বেগম ত্বাহেরা, নিশ্চিন্তপুর, পারহাটী ধুনট, বগুড়া।	আমাদের মসজিদে মেয়েরা বারান্দায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। অনেক সময় পুরুষ ও মেয়েদের মাঝে কয়েক লাইন ফাঁকা থেকে যায়। এতে সকলের ছালাত কি জামা'আতবদ্ধভাবে হচ্ছে?	(৩০/৩০)
"	আনীছুর রহমান, নওগাঁ।	আমি একটা দোকানে চাকুরী করি। মালিককে ষাট হাযার টাকা ঋণ দিয়েছি। চাকুরী না করলে টাকা	(৩১/৩১)

		ফেরৎ দিবে। উক্ত ঋণ দিলে বেতন বেশী হয়। আর ঋণ না দিলে বেতন কম হয়। এভাবে চাকুরী করা যাবে কি?	
"	খুরশেদ আলম, মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	একটি ছাগলের বাচ্চা তার মায়ের দুধ না পাওয়ায় কুকুরের দুধ খেয়ে বড় হয়। তার গোশত ভক্ষণ করা বা তাকে বাজারে বিক্রি করা যাবে কি?	(৩২/৩২)
"	ফিরোয, গঙ্গারামপুর, মণিগ্রাম বাঘা, রাজশাহী।	অনেকে বলেন, একজন শহীদ ৭০ জনকে এবং একজন হাফেয ১০ জনকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই?	(৩৩/৩৩)
"	ওছমান, নারুলী, বগুড়া।	গর্ভাবস্থায় কোন স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর প্রসবান্তে স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নিতে পারবে কি?	(৩৪/৩৪)
"	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মধ্যে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা কি জায়েয?	(৩৫/৩৫)
		****	
নভেম্বর ২০০০ (৪/২)	মাস'উদ করীম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কোন ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় ছেলে-মেয়েকে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি দান করতে পারে কি?	(১/৩৬)
"	আব্দুল মাজেদ, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	কিছুদিন পূর্বে পত্রিকা পাঠে জানতে পারলাম যে, সঊদী আরবে জনৈক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার শুনতে পান। অতঃপর এলাকার এক আলেমকে ঘটনাটি জানালে তিনি কবর খনন করার নির্দেশ দেন। কবর খনন করলে দেখা যায় যে, একটি সাপ লাশকে দংশন করছে। এক্ষণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/৩৭)
"	আব্দুন নূর, ফুলতলা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ।	ওশর-যাকাতের টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে কি?	(৩/৩৮)
"	ইবরাহীম, ত্বায়েফ, সঊদী আরব।	প্রচলিত পদ্ধতিতে দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য মোটা অংকের টাকা মালিকের নিকট জামানত রাখতে হয়। আমার প্রশ্ন, জমাকৃত এ টাকার যাকাত কে আদায় করবে? দোকানের মালিক, নাকি জামানত দাতা?	(৪/৩৯)
"	শহীদুল ইসলাম, ছান্দাবাড়ী, শিবপুর হাট, রাজশাহী।	জনৈকা মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিবাহ জায়েয হবে কি?	(৫/৪০)
"	শফীকুল ইসলাম, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।	কোন হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখা এবং তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?	(৬/৪১)
"	মশীউর রহমান, চওড়া সাতদরগা, পীরগাছা, রংপুর।	বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদগুলিতে 'সাউণ্ডবক্সে'র মাধ্যমে একই জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে। এক্ষণে জামা'আত চলা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে অন্যান্য তলার মুছল্লীগণ কি করবেন?	(৭/৪২)
"	হুসাইন, কালীনগর, চাঁপাইনবাগঞ্জ।	জনৈক মুছল্লী পায়ে বাত থাকার কারণে মাটিতে বসে ছালাত আদায় করতে পারেন না বিধায় চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু এতে অন্যান্য মুছল্লীদের অসুবিধা হয়। বিশেষ করে কাতারের মাঝখানে চেয়ার থাকার ফলে কাতারে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করবেন?	(৮/৪৩)
"	মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন?	(৯/৪৪)
"	কবীর আহমাদ, ছালাভরা, কাযীপুর সিরাজগঞ্জ।	আমার চাচা আমার নিকট ২০ হাযার টাকা নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করেন। তিনি মণ হিসাবে কাটা কাপড় ক্রয় করেন। আমাকে তিনি প্রতি মণে ৫০ টাকা লাভ দিতে চান। এরূপ ব্যবসা জায়েয হবে কি?	(১০/৪৫)
"	মোকছেদ আলী, মোহনপুর, রাজশাহী।	জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা একটি না দু'টি? দু'খুৎবার মাঝে বসে কিছু বলতে হবে কি?	(১১/৪৬)
"	যহুরুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ নাকাইহাটা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	আমাদের এলাকায় নির্ধারিত সময়ের জন্য কাউকে এক হাযার টাকা দেওয়া হয় এই শর্তে যে, পরিশোধের সময় টাকার সাথে অতিরিক্ত দুই বা তিন মণ ধান দিতে হবে। এরূপ লেন-দেন শরীয়তে বৈধ কি?	(১২/৪৭)
"	আব্দুল্লাহ, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	জামা'আতে ছালাতের শেষ বৈঠকে কোন মুছল্লী মসজিদে গিয়ে কাতারে জায়গা না পেয়ে পিছনে একাই জামা'আতে শরীক হ'তে পারবে কি?	(১৩/৪৮)
"	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ	জনৈক ব্যক্তি তার কোন বান্ধবীর সাথে প্রেম বিনিময়ের একপর্যায়ে বান্ধবীর মায়ের সাথে অপকর্মে	(১৪/৪৯)

	গাইবান্ধা।	জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সেই বান্ধবীর সাথেই তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইসলামী শরীয়তে এই বিবাহ বৈধ হবে কি?	
”	প্রফেসর এ.এস.এম. কামালুদ্দীন, চট্টগ্রাম।	দেবর-ভাবীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপের শারঈ বিধান কি?	(১৫/৫০)
”	রুহুল আমীন, শিক্ষক, বায়তুন নূর দাখিল মাদরাসা, কুষ্টিয়া।	হিজড়া ছাগল আক্বীক্বা বা কুরবানী করা যাবে কি? অথবা এরূপ ছাগল বিক্রি করা যাবে কি? এরূপ ছাগল বিক্রি করলে নাকি বাড়ীর বরকত চলে যায় এবং মারা গেলে নাকি কাফন দাফন করতে হয়?	(১৬/৫১)
”	মঈনুদ্দীন, সাতগ্রাম, নরসিংদী।	স্বামীর মৃত্যুর পরে তার লাশ দাফনের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় জনৈক ভদ্রলোক-মৃতের স্ত্রীর মতামতের ইচ্ছা পোষণ করেন। সে সময়ে উপস্থিত জনৈক আলেম এর প্রতিবাদ করে বলেন, মৃতের ছেলেরা মতামত পেশ করতে পারেন, স্ত্রী নয়। কথাটি কি ঠিক?	(১৭/৫২)
”	মুহাম্মাদ যহূরুল ইসলাম, চৌমুহনী বাজার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	আমরা চার ভাই ও দুই বোন। পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সংসারের দায়িত্ব আমাদের উপরে ছেড়ে দেন। আমরা সংসারের আয় দিয়ে জমি ক্রয় করার সময় শুধু চার ভাইয়ের নামে দলীল করি। প্রশ্ন হ'ল, সেই জমির অংশ বোনেরা পাবে কি-না?	(১৮/৫৩)
”	শহীদুল ইসলাম, আমনুরা জংশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	একটি ডিপটিউবওয়েল-এর অধীনে শতাধিক বিঘা জমিতে ধান চাষ করা হয়। মেশিন দেখাশুনা ও জমিতে পানি সরবরাহ করার কারণে লাইনম্যানকে প্রতি বিঘা জমিতে ৫ কেজি করে ধান দেওয়া হয়। যা নিছাব পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- তাকে সেই ধানের ওশর দিতে হবে কি?	(১৯/৫৪)
”	আব্দুল খালেক, সাঁজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।	যাকাত ও ওশরের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কিছু বস্ত্র, কিছু টাকা বন্টন করা যায় কি?	(২০/৫৫)
”	জালালুদ্দীন, ডোমকুলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	শা'বান মাসে আইয়ামে বীয (১৩, ১৪, ১৫ তারিখ)-এর নফল ছিয়াম পালন করা যাবে কি? নির্দিষ্ট করে শুধু ১৫ই শা'বানে শা'বানের ফযীলত হিসাবে ছিয়াম পালন করার হুকুম কি? শা'বান মাসে কখন ছিয়াম পালন করতে হবে এবং কয়টি?	(২১/৫৬)
”	আব্দুল্লাহ, হাকিমপুর, দিনাজপুর।	তওবার ছালাত নামে কি কোন ছালাত আছে?	(২২/৫৭)
”	নূরুল ইসলাম, বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী ও রাসূল দাবী করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কেউ কাদিয়ানী হ'লে কি মুসলমান থাকতে পারবে?	(২৩/৫৮)
”	মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ দেওয়ান, গ্রাম গোয়ালকান্দী, বাগমারা, রাজশাহী।	জনৈকা স্ত্রী শিশুকালে তার স্বামীর মায়ের দুধ পান করেছিল। বর্তমানে সে ৩ সন্তানের জননী। আলেমগণ বলছেন, এ বিবাহ নাজায়েয হয়েছে। এক্ষণে বিবাহ যদি নাজায়েয হয়ে থাকে তবে স্বামী কি করবে এবং ঐ সন্তানগুলির অবস্থা কি হবে? সন্তানগুলি কি জারজ সন্তান হবে?	(২৪/৫৯)
”	যিয়াউল হক্ব, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।	সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখতে হবে না হাত রাখতে হবে?	(২৫/৬০)
”	হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল মুত্ত্বালেব, কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।	আমার পিতা কিছু জমি একটি বিদ'আতী মাদরাসায় মৌখিকভাবে দান করে যান। পিতার মৃত্যুর পর আমি উক্ত জমি ছহীহ সুন্নাহ অনুসারীদের মাদরাসায় লিখে দিতে পারব কি?	(২৬/৬১)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাগমারা, রাজশাহী।	পুত্রবধুর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে ছেলের বিবাহ বাতিল হবে কি?	(২৭/৬২)
”	আবেদ আলী, গোপালপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।	ফরয ছালাতের পর জায়গা পরিবর্তন করে সুন্নাত ছালাত আদায় করা যায় কি?	(২৮/৬৩)
”	রফীকুল ইসলাম, জোড়বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী মেয়েকে অধিক সুন্দরী হিসাবে দেখানোর জন্য বিউটি পার্লারে গিয়ে মেকআপ করে বিয়ের পূর্বে বরকে দেখানো জায়েয হবে কি?	(২৯/৬৪)
”	আব্দুল গণী, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	দুই নম্বর ইট এক নম্বরে রেখে বিক্রি করার পরিণতি কি হবে?	(৩০/৬৫)
”	আসাদুল্লাহ, নাযিরাবাজার, ঢাকা।	সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তিনবার মা এবং একবার পিতার কথা বলার কারণ কি?	(৩১/৬৬)
”	মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	জনৈক ইমাম ছাহেব ফৎওয়া দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির যোহরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। এমনকি আছরের সময় উপস্থিত হয়। তখন আছরের জামা'আতে যোহরের নিয়ত করে শরীক হলেই চলবে এবং পরে একাকী বা জামা'আত সহকারে আছরের ছালাত আদায় করবে। উপরোক্ত বক্তব্য কি সঠিক?	(৩২/৬৭)

"	সিরাজুল ইসলাম, খোকসা, কুষ্টিয়া। ও নিযামুদ্দীন মাষ্টার, হাটদামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।	সূরা ফাতিহার ১ম আয়াতের অনুবাদে 'সারা বিশ্বের প্রতিপালক' হবে নাকি 'জগতসমূহের' প্রতিপালক হবে?	(৩৩/৬৮)
"	আবুল কালাম আযাদ, সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন ছায়া ছিল কি-না জানতে চাই।	(৩৪/৬৯)
"	আলহাজ্জ নাছীরুদ্দীন মোল্লা, সাং দোপাড়া, পোঃ ভাইয়ের পুকুর, বগুড়া।	মেয়ের অপকর্মের কারণে গ্রামবাসী তার পিতাকে সমাজচ্যুত করেছে। বর্তমানে পিতা সমাজভুক্ত হ'তে চান। তাকে কিভাবে সমাজভুক্ত করা যায়?	(৩৫/৭০)
		****	
ডিসেম্বর ২০০০ (৪/৩)	ফযলুল হক্ব, বাড়ইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	মাথার চুল কি পরিমাণ রাখা যায়। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।	(১/৭১)
"	আব্দুর রায্যাক, কইমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।	ছালাতের সময় এবং রামাযান মাসে ইফতার ও সাহরীর সময় বেল বাজানো যায় কি?	(২/৭২)
"	আব্দুর রহমান, বিশ্বনাথপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	স্বেচ্ছায় শ্বশুর কর্তৃক জামাইকে প্রদানকৃত উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি?	(৩/৭৩)
"	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	বিতর ছালাত তিন রাক'আত পড়ার সময় দু'রাক'আত পড়ে বসতে হবে কি?	(৪/৭৪)
"	আব্দুল মান্নান, ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	ইমামের ভুল হ'লে সহো সিজদা করে সংশোধন করা হয়। কিন্তু মুক্তাদীর ভুল হ'লে করণীয় কি?	(৫/৭৫)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	হস্তমৈথুনে করা যাবে কি? যদি কেউ করে তাকে ফরয গোসল করতে হবে কি?	(৬/৭৬)
"	বর্ণা (বি,এ অনার্স), সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।	যে সব ছালাতে ক্বিরাআত সশব্দে করতে হয়, ঐসব ছালাতে কি মহিলাদের জোরে ক্বিরাআত করা ওয়াজিব?	(৭/৭৭)
"	রবীউল আউয়াল, বিশ্বনাথপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	স্ত্রীকে মোহর কখন দিতে হবে? তার পরিমাণ কত? মোহর না দিলে পাপ হবে কি?	(৮/৭৮)
"	আব্দুর রশীদ, দূর্গাপুর, আদিতমারী লালমণিরহাট।	ছালাতে দাঁড়িয়ে যদি বাজে কল্পনা মনে পড়ে এবং চেষ্টার পরেও দূর না হয়, তাহ'লে ছালাত হবে কি? এবং ঐ সময় করণীয় কি হবে?	(৯/৭৯)
"	ফযলুল হক, বারইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।	ভাগ্য কি আল্লাহ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পূর্ব নির্ধারিত? ভাগ্য কি পরিবর্তনশীল? ভাগ্য কি কর্মফলের উপর নির্ভর করে?	(১০/৮০)
"	ফিরোযা খাতুন, লক্ষণপুর, শার্শা, যশোর।	আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ। পাঁচ ওয়াক্ত আযানের সময় কুকুর কান্নার সুরে ঘেউ ঘেউ করে। আমরা জানতে চাই এটা ভাল না মন্দ।	(১১/৮১)
"	যাকির, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।	ইমাম সূরা ফাতেহা পড়ার পর যখন অন্য সূরা পড়বেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে না কোন তাসবীহ পাঠ করবে?	(১২/৮২)
"	আবু তাসকীন, ৭৫/১ টুটপাড়া, খুলনা।	হাদীছে তরবারী, তীর, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার করার কথা আছে। এসব অস্ত্রের স্থানে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয হবে, না বিদ'আত হবে?	(১৩/৮৩)
"	মাওলানা জামালুদ্দীন, হাটদামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাগমারা, রাজশাহী।	স্ত্রী স্বামীকে কোর্টের মাধ্যমে খোলা তালাক প্রদান করেছে। কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায়। স্বামীও নিতে চায়। স্বামী স্ত্রীকে নিতে পারবে কি? আর নিতে হ'লে বিবাহ পড়াতে হবে কি?	(১৪/৮৪)
"	জুলহাসুদ্দীন, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, গুরুদাসপুর, নাটোর।	একামতের প্রচলিত দো'আ أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا কি ছহীহ, না যঈফ।	(১৫/৮৫)
"	আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, চাঁপাবিল, পিরব, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	আল্লাহ্‌র যিকর সরবে করতে হবে, না নীরবে?	(১৬/৮৬)
"	নযরুল ইসলাম, বারো রশিয়া, ইসলামপুর, নবাবগঞ্জ।	এক মহিলা প্রায় ৩৬ বছর পূর্বে সাতশত টাকা আত্মসাৎ করে। টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তা কেউ জানে না। পারিবারিক দ্বন্দ্বে তার মৃত্যুর দেড় বছর পূর্বে তার বড় মেয়ের সামনে এ কথা প্রকাশ করে। ঐ মহিলার মৃত্যুর দু'মাস পর তার বড় মেয়ে কথাটা প্রকাশ করে দেয়। ফলে সামাজিক বিচারে মহিলার মালিকানাধীন ৫ বিঘা জমি উক্ত টাকার মালিককে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ বিচার কি ঠিক হয়েছে?	(১৭/৮৭)
"	হেলালুযযামান, লালবাগ, দিনাজপুর।	আমাদের জামে' মসজিদে প্রতি বছর রামাযান মাসে শেষের ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলিতে কতিপয় মাওলানা ওয়ায করেন এবং কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে চলে যান। এ ধরনের আমল শরীয়ত সম্মত কি?	(১৮/৮৮)

"	আবুল কাসেম, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	যারা ছিয়াম (রোযা) পালন করে না তাদের ফিৎরা আদায় করতে হবে কি?	(১৯/৮৯)
"	ফিরোয আহমাদ, মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা কি শরীয়ত সম্মত নয়?	(২০/৯০)
"	একরামুল হক্ব, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	সূর্য অস্তের তিন/চার মিনিট পরে ইফতার-এর সময় নির্ধারণ করা কি শরীয়ত সম্মত?	(২১/৯১)
"	তুফান আলী, শার্শা, যশোর।	তারাবীহ-এর ছালাত চলছে। এমতাবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায়ের নিয়ত করে তারাবীহ'র জামা'আতে শরীক হওয়া যাবে কি?	(২২/৯২)
"	নে'মাতুল্লাহ, পয়াবী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।	রামাযান মাসে কিছু লোককে দেখা যায় শুধু ছিয়াম পালন করে এবং ছালাত দু'এক ওয়াক্ত পড়ে। এরূপ ছিয়ামের কোন মূল্য আছে কি?	(২৩/৯৩)
"	মে'রাজ হোসাইন, দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ফজরের আযান শুরুর সময় সাহারীর জন্য কিছু খাওয়া যাবে কি?	(২৪/৯৪)
"	আহমাদুল্লাহ, নিউ সাহেবগঞ্জ, রংপুর।	তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাতের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?	(২৫/৯৫)
"	নেযামুদ্দীন সরকার, গোপালপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে কি?	(২৬/৯৬)
"	আব্দুল ওয়াহ্হাব, মির্জাপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	মসজিদে মাইকের ব্যবস্থা না থাকার কারণে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, সাইরেন বাজানো ও ঢোল পিটানো ইত্যাদি কি শরীয়ত সম্মত?	(২৭/৯৭)
"	আতাউর রহমান, মুজগুন্নী, মণিরামপুর, যশোর।	গোসলের পর ওযূ করার প্রয়োজন আছে কি?	(২৮/৯৮)
"	মুহাম্মাদ মুহসিন আলী, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (অবঃ), ৪৬৪ উত্তর শাহজানপুর, ঢাকা।	اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا 'গীবত যেনার চেয়েও কঠিন অপরাধ'। কালাম পাকে যেনার শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, কালাম পাকে নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে হাদীছ শরীফে বর্ণিত শাস্তি অত্যন্ত নগন্য। হাদীছ ও কালাম পাকের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হ'লে হাদীছটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় কি?	(২৯/৯৯)
"	আব্দুন নূর (এম,এল,এস,এস), ইউনিয়ন ভূমি অফিস, শিবপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	আমি একজন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। কিছুদিনের মধ্যে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী তহশিলদার পদে নিয়োগ দান করা হবে। কিন্তু উক্ত পদে সরকারী ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সময় দাখিলায় সূদ সহ লিখতে হয়। এই চাকুরী করা জায়েয হবে কি?	(৩০/১০০)
"	খালেদ হোসাইন, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে (ভাতিজীকে) বিবাহ করা জায়েয কি?	(৩১/১০১)
"	সুমন, কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।	অর্থ না জেনে শ্রুতিমধুর মনে হ'লেই অনেকে নাম রাখে। যেমন কানীয ফাতেমা ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন- কানীয অর্থ কি? এধরনের নাম রাখা ঠিক হবে কি?	(৩২/১০২)
"	সারজেনা খাতুন, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?	(৩৩/১০৩)
"	ইসলামুদ্দীন, বেলকুড়ী, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	অনেক ইসলামী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে কোন ছোটখাট বিষয়ে যদি মতানৈক্য হয়, তবে একে অন্যের ফাঁক খুঁজার চেষ্টা করে? তাদের ব্যাপারে শারঈ দৃষ্টিতে সমাজের করণীয় কি?	(৩৪/১০৪)
"	আবুল কালাম আযাদ, সপুরা, রাজশাহী।	এক ছেলে কোন এক মহিলার দুধ পান করেছিল। উক্ত ছেলে কি ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করতে পারে? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাই।	(৩৫/১০৫)
		****	
জানুঃ ২০০১ (৪/৪)	মামূন, গোড়দহ, বগুড়া।	গান-বাজনা, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের হুকুম কি?	(১/১০৬)
"	মাহবূব, পলাশী, রাজশাহী।	আমাদের দেশে অনেক মসজিদে সকাল-সন্ধ্যায় এবং বিভিন্ন জালসায় ইমাম ও বক্তাগণ কুরআনের কিছু আয়াত ও তাসবীহ পাঠ করেন এবং সাথে সাথে মুক্তাদী ও শ্রোতাদেরকেও পাঠ করতে বলেন। এরূপ আমল কি জায়েয?	(২/১০৭)
"	বেলালুদ্দীন, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তার বক্তব্য শেষে উল্লাস প্রকাশের জন্য হাততালি দেওয়া হয়। এ আমল জায়েয কি?	(৩/১০৮)
"	হারেছ, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	যে সব ছেলে-মেয়ের ইবাদতের পূর্ণ বয়স হয়নি, তাদের ইবাদতের নেকী পিতা-মাতা পাবে কি?	(৪/১০৯)
"	আমীনুদ্দীন, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কতিপয় আলেমের মুখে শুনা যায় যে, আল্লাহ্র যিকর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়েও উত্তম। তারা প্রমাণে কুরআনের আয়াতও পেশ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য কি সঠিক?	(৫/১১০)

”	খালেদা ইয়াসমীন, গাবতলী, বগুড়া।	টেলিভিশনের সামনে বসে দ্বীনী আলোচনা শুনা জায়েয কি?	(৬/১১১)
”	খলীলুর রহমান, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	পরীক্ষায় নকল করা কি জায়েয?	(৭/১১২)
”	আমীনুল ইসলাম, বিরামপুর, দিনাজপুর।	শরীরের লোম পরিষ্কার করা যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/১১৩)
”	আনীসুর রহমান, সেলিম হল, বিআইটি, রাজশাহী।	সুর করে বক্তব্য পেশ করা যাবে কি?	(৯/১১৪)
”	ছদরুল ইসলাম, মেলান্দী, গোছা, রাজশাহী।	আত্মহত্যাকারীর জানাযা করা যায় কি?	(১০/১১৫)
”	মুস্তফা, আকুবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।	যানবাহন যেমন বাস, বিমান ইত্যাদিতে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?	(১১/১১৬)
”	আছগর আলী, আলীপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	ছালাত আদায় না করার কাফফারা আছে কি?	(১২/১১৭)
”	মুকুছেদ, মধুপুর, বড়গাছী, রাজশাহী।	কৃত্রিম উপায়ে বিদেশী ষাঁড়ের বীর্য দ্বারা দেশীয় গাভী প্রজনন করা জায়েয কি?	(১৩/১১৮)
”	মুস্তফা কামাল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	গণকের কথা বিশ্বাস করা যাবে কি? উহাতে বিশ্বাসকারীর হুকুম কি?	(১৪/১১৯)
”	আশরাফ আলী, গড়পাড়া, পলাশ বাজার, নরসিংদী।	সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে সকল মুসলিম নারীর জন্য পর্দা করা ওয়াজিব নয়, কথাটি কি সঠিক?	(১৫/১২০)
”	হাবীবুল্লাহ আনছারী, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	মজলিসে শূরা-র সদস্যমণ্ডলীর কোন্ গুণটি থাকা সর্বাধিক যরূরী?	(১৬/১২১)
”	মেহদী হাসান, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	আমাদের এলাকায় পীর-মুরীদের আখড়া। আমি ভণ্ড পীরদের ঘৃণা করি। কিছু পীর কঠিন বিদ'আতী। তাদেরকে কিভাবে সম্মান করব?	(১৭/১২২)
”	যুবায়ের, মোগলটুলী, ঢাকা।	বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব কিভাবে সম্ভব? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(১৮/১২৩)
”	সুলায়মান, গ্রাম+পোঃ- কচুয়া, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।	বর্তমানে ক্বিয়ামতের কি কি আলামত প্রকাশ পেয়েছে। ক্বিয়ামত প্রাক্কালের যে ১০টি বড় নিদর্শনের কথা শুনা যায় সেই নিদর্শনগুলি কি?	(১৯/১২৪)
”	সেলিম রেযা, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করার বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি?	(২০/১২৫)
”	শাহীন আলম, গ্রাম ও পোঃ রহণপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জানাযার জন্য কয়টি কাতার হওয়া যরূরী? মৃত ব্যক্তির জন্য মাইকে শোক সংবাদ প্রচার করা শরীয়ত সম্মত কি?	(২১/১২৬)
”	আব্দুল খালেক, খয়েরসূতী, পাবনা।	ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া যায় কি?	(২২/১২৭)
”	বুরহানুদ্দীন, কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	কুরআন নিয়ে অথবা মা-বাবার চক্ষুর কসম করা যাবে কি?	(২৩/১২৮)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পীরগাছা, রংপুর।	সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা কি শরীয়ত সম্মত?	(২৪/১২৯)
”	মীযানুর রহমান, কদমচিলিন, লালপুর, নাটোর।	মদ খেয়ে বাড়ী এসে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে গালিগালাজ স্ত্রীর করণীয় কি? স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে গালিগালাজ করতে ও মারতে পারে কি?	(২৫/১৩০)
”	আবুল কালাম ফকীর, হাটদামনাশ বাগমারা, রাজশাহী।	ব্যাংক থেকে সূদ দূর করার ব্যাপারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কি কোন ভূমিকা রয়েছে?	(২৬/১৩১)
”	আব্দুল মুক্বীত, বড়বাড়িয়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে প্রকাশিত ২০০০ সালের 'তুহফায়ে রামাযান' উপলক্ষে সাহারী ও ইফতারের সময়সূচীতে ইফতারকালীন যেসব দো'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমলযোগ্য আর কোন্‌টি আমলযোগ্য নয়, না সবকটি আমলযোগ্য সে ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার নই। এমতাবস্থায় আমরা কোন্‌টি আমল করব?	(২৭/১৩২)
”	গ্রামবাসীর পক্ষে, বেলায়েত আলী সরকার ও জসীমুদ্দীন মণ্ডল, জসোড়াই, উপযেলা- মান্দা, নওগাঁ।	মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় এবং যাতায়াতের অসুবিধার কারণে মসজিদ স্থানান্তরিত করা কি জায়েয?	(২৮/১৩৩)
”	মিসেস সালমা, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি	(২৯/১৩৪)

		ছিয়ামের ফযীলত কি?	
"	আব্দুল ওয়াহ্হাব, মেন্দীপুর, গাবতলী, বগুড়া।	ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ কখন থেকে চালু হয়েছে?	(৩০/১৩৫)
"	আফসার আলী, হুসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।	শুধু ঈদের ও জুম'আর ছালাত আদায় করে। এমন ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা যাবে কি?	(৩১/১৩৬)
"	আনোয়ার হোসাইন,, ঢাকা।	সূরা বাক্বারাহর ২১৬ নং আয়াতটির অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ জানতে চাই।	(৩২/১৩৭)
"	মামুনুর রশীদ, গ্রাম- নূরুল্লাহবাদ, পোঃ জ্যোত বাজার, নওগাঁ।	ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করা যায় কি? রামাযানের শেষ তিন দিন ই'তিকাফ করার কোন দলীল আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/১৩৮)
"	মুহাম্মাদ মতীউর রহমান, শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী।	বদলী হজ্জ করা জায়েয কি? যদি জায়েয হয় তবে কার দ্বারা হজ্জ সম্পন্ন করাতে হবে? সাধারণ লোক দ্বারা, নাকি কোন হাজী দ্বারা?	(৩৪/১৩৯)
"	এন্তাজ আলী, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ মহানগর মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।	মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০০ সংখ্যা ৬/৭৬ নম্বর প্রশ্নোত্তরে সূরা মুমিন-এর ৬ নং আয়াতের আলোকে জানতে পারলাম 'যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত লজ্জাস্থানকে অন্যত্র ব্যবহার করে তারা সীমালংঘনকারী'। আমার প্রশ্ন- আয়াতে বর্ণিত দাসী বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? বর্তমানে কাজের মেয়েরা কি দাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৫/১৪০)
		***	
ফেব্রুঃ ২০০১ (৪/৫)	ফযলুর রহমান, সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে, নাকি দুই সালামে পড়তে হবে?	(১/১৪১)
"	সৈনিক মুহাম্মাদ যিয়াউল হক্ব সরকার ৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এর ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে'। এখানে দলীল উল্লেখ করা হয়নি। তাই ছহীহ দলীল সহ উল্লেখের অনুরোধ রইল। সেই সাথে যদি মুক্তাদীগণ শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করেন তাহ'লে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/১৪২)
"	হাদীকুল ইসলাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যাবে কি?	(৩/১৪৩)
"	আতাউর রহমান বিশ্বাস, সারাংপুর গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	কুরবানীর বকরী ক্রয়ের কিছুদিন পর বকরীর পায়ের খুর বড় হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাটে। এমতাবস্থায় পায়ের খুর কাটা যাবে কি? অথবা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/১৪৪)
"	নযরুল ইসলাম, পোষ্ট বক্স নং- ৬৩৫৭, সালমানিয়া, কুয়েত।	জনৈক প্রবাসী সজ্ঞানে ৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে দেশে নিজ গৃহে অবস্থানরত স্বীয় স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক বায়েন প্রদান করে এবং মহরও পরিশোধ করে দেয়। উক্ত তালাক বৈধ হবে কি?	(৫/১৪৫)
"	নিলুফার ইয়াসমীন, কামালের পাড়া সাঘাটা, গাইবান্ধা।	গর্ভবতী মহিলা (১০ মাসের গর্ভবতী) মারা গেলে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা খালাস করা যাবে কি?	(৬/১৪৬)
"	মুখতার হোসাইন, হাঁসমারী, কাছিকাটা, গুরুদাসপুর, নাটোর।	ইমাম 'আল্লাহু আকবার'-এর 'বা' অক্ষরে এক আলিফ পরিমাণ টেনেছেন। উক্ত ত্রুটির কারণে কি আমাদের ছালাত হয়নি?	(৭/১৪৭)
"	এম.এস. রহমান, পইস্যকা, নরসিংদী।	ফের্কাবন্দীর উৎপত্তি কখন থেকে? বিশেষ করে মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে এবং এর পরিণতি কি?	(৮/১৪৮)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, আগড়াকুন্ডা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	টাই ব্যবহার সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/১৪৯)
"	দবীরুদ্দীন, ভূষণছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি।	খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয কি?	(১০/১৫০)
"	মাওলানা ছানাউল্লাহ, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা রোড, ঢাকা।	হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে নিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে ক্ষমা করেন'। উক্ত হাদীছটিকে আপনারা যঈফ বলেছেন। হাদীছটি কিভাবে যঈফ হ'ল জানতে চাই।	(১১/১৫১)
"	মুহাম্মাদ খায়রুযযামান, মোগলটুলী, ঢাকা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত কি হজ্জের অন্তর্ভুক্ত?	(১২/১৫২)
"	মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, সহকারী শিক্ষক, চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাকঘরঃ ঝগড়ারচর, জামালপুর।	মুক্তাদীর ছালাত আদায় করা অবস্থায় ইমাম যদি মুক্তাদীর দিকে মুখ করে বসে থাকেন, তবে মুক্তাদীর ছালাত হবে কি?	(১৩/১৫৩)

"	আব্দুর রহমান, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	বন্যাদুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী-গরীব সকলেই কি রিলিফ নিতে পারেন?	(১৪/১৫৪)
"	মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন, সাং- গোড়খাই, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি পুকুর পাড়ে বাথরুম করেছেন এবং এর পাইপ পুকুরের দিকে সংযোগ দিয়েছেন। পুকুরের বদ্ধ পানিতে এভাবে পেশাব-পায়খানার পাইপ সংযোগ দেওয়া যাবে কি?	(১৫/১৫৫)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	বিবাহের পর দু'রাক'আত শোকরানা ছালাত এবং হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?	(১৬/১৫৬)
"	আব্দুস সাত্তার, দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	সহো সিজদায় কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার দো'আ পড়তে হবে, নাকি ছালাতের সিজদার দো'আ পড়তে হবে? আর ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ১ম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে কি করতে হবে?	(১৭/১৫৭)
"	সইবুর রহমান, বন্দরটিলা, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	১০ই মুহাররমে বিশেষ ধরনের খানাপিনার আয়োজন করা এবং দান-খয়রাত ও কবর যিয়ারত করা কি শরীয়ত সম্মত? ৯ ও ১০ বা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালনের কি কোন দলীল আছে?	(১৮/১৫৮)
"	ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন, চান্দিনা, কুমিল্লা।	কুরবানীর পশু ডান কাতে শুয়ায়ে, না বাম কাতে শুয়ায়ে কিবলামুখী করে যবেহ করতে হবে?	(১৯/১৫৯)
"	ওবায়দুল্লাহ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।	কেউ কারো মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর কিভাবে দিতে হবে?	(২০/১৬০)
"	আব্দুল হাদী, নলছীয়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	পুনরায় উত্তর প্রাপ্তির আশায় বক্তাদের ২য় ও ৩য় বার সালাম প্রদান শরীয়ত সম্মত কি?	(২১/১৬১)
"	মেছবাহুল ইসলাম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	সালামের পর মুছাফাহা করলে কোন নেকী আছে কি?	(২২/১৬২)
"	আব্দুল্লাহ, বকুষ্টিয়া, বগুড়া।	কোন হিন্দু ভাই সালাম দিলে উত্তর দিতে হবে কি?	(২৩/১৬৩)
"	আব্দুল আহাদ, বকুষ্টিয়া, বগুড়া।	পুরুষগণ মহিলাদেরকে সালাম দিতে পারে কি?	(২৪/১৬৪)
"	শমশের আলী, মল্লিকপুর, রহনপুর, নবাবগঞ্জ।	জুম'আ ও ঈদের ছালাত একদিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে পাপ হবে কি?	(২৫/১৬৫)
"	হাফীযুদ্দীন, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে আম বাগান বিক্রি করা যায় কি?	(২৬/১৬৬)
"	এরশাদ আলী, সাং- খিরসিনটিকর পাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না। শুধুমাত্র জুম'আর ছালাত আদায় হয়, সে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৭/১৬৭)
"	ফাতিমা, বি,এ (অনার্স), আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।	ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদের ছালাতের সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/১৬৮)
"	আবু ত্বালেব, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	আমি পাখি শিকার করা ভালবাসি। অনেক সময় এমন পাখি শিকার করি, যা হালাল নয়। যেমন কাক, ঈগল ইত্যাদি। এগুলো শিকার করা জায়েয হবে কি?	(২৯/১৬৯)
"	মুকাররাম হোসায়েন, শুকদেবপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	ঘুষখোর ব্যক্তি মসজিদে দান করলে নেকী পাবে কি এবং ঘুষখোরের টাকার জিনিস মসজিদে লাগানো যাবে কি?	(৩০/১৭০)
"	ইসরাঈল, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	মাযহাবপন্থীদের আনুগত্য করা যাবে কি? আমার পিতা হানাফী এবং মাতা আহলেহাদীছ। আমি কার আনুগত্য করব?	(৩১/১৭১)
"	রুবেল, তরফসরতাজ, গাবতলী, বগুড়া।	ক্বাযা ছালাত আদায়ের সময় ইক্বামত দিতে হবে কি? এবং মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত দিনে আদায় করলে কিরাআত জোরে করতে হবে কি?	(৩২/১৭২)
"	হেলালুদ্দীন, মুর্দ্দবলাইল, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।	কোন মুসলমান মারা গেলে গোসলের আগে ও পরে কুরআন পড়া এবং মৃত ব্যক্তির নামে ৭ দিন পর ও ৪০ দিন পর কুরআন পড়া যাবে কি?	(৩৩/১৭৩)
"	আব্দুল বারী, হাজীটোলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	সন্তান জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে ঐ সন্তান আক্বীক্বা দিতে হবে কি?	(৩৪/১৭৪)
"	আমীনুল ইসলাম, বুরুরহাট, নরসিংদী।	আমার ৫০ হাযার টাকা ঋণ আছে। পরিশোধের কোন ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় আমি মারা গেলে আমার কি হবে? 'শহীদ হ'লে ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়' এ হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৫/১৭৫)
		****	
মার্চ ২০০১ (৪/৬)"	আব্দুল মতীন, গ্রামঃ বরকামতা, পোঃ চান্দিনা, কুমিল্লা।	কবরের উপরে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?	(১/১৭৬)
"	মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন, পলাশবাড়ী, নীলফামারী।	'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দ দু'টি পাশাপাশি লেখা যাবে কি?	(২/১৭৭)

”	সাইফুদ্দীন, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	ছালাত পরিত্যাগকারীরা কি সত্যিকার অর্থে জাহান্নামী? একটি চটি বইয়ে দেখলাম ছালাত পরিত্যাগকারী কাফির। এর সত্যতা জানতে চাই।	(৩/১৭৮)
”	ছাবেত আলী, বর্ষাপাড়া, গোপালগ।	ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাত কখন কোন প্রেক্ষিতে হয়েছিল।	(৪/১৭৯)
”	আহসান হাবীব, মৌগাছী, মোহনপুর, রাজশাহী।	কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে অথবা সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে এর প্রতিদান কি হবে?	(৫/১৮০)
”	মেছবাহুল ইসলাম, বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	গীবত বা পরনিন্দার শারঈ হুকুম কি?	(৬/১৮১)
”	সাঈদুল ইসলাম, শঠিবাড়ী, রংপুর।	সূদী ব্যাংকে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ গরীবদের মাঝে বন্টন করা যাবে কি?	(৭/১৮২)
”	বেদানা, বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।	সূদের টাকার খাবার ও পোষাক পরে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি?	(৮/১৮৩)
”	মেছবাহুল ইসলাম, বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানের জন্মের ৭ দিন পর তার স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করে। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু এখন সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে চায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে কি?	(৯/১৮৪)
”	শওকত আলী, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।	পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য মনীষীদের লেখা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়া যাবে কি?	(১০/১৮৫)
”	ডাঃ মামূন, গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।	স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতে পারবে কি?	(১১/১৮৬)
”	মিছবাহুল ইসলাম, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না, তাদের করণীয় কি?	(১২/১৮৭)
”	ফাতেমা, মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?	(১৩/১৮৮)
”	ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান, মানামা, বাহরায়েন।	আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(১৪/১৮৯)
”	শাহীন প্রধান, বগুড়া।	এক বছর বয়সে মামীর দুধ পান করলে বড় হয়ে ঐ মামীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?	(১৫/১৯০)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ডেমরা, ঢাকা।	মাসিক অবস্থায় স্ত্রীদের পৃথক বিছানায় রাখা শরী'আত সম্মত কি?	(১৬/১৯১)
”	আশরাফ আলী, বালীজুড়ী, জামালপুর।	খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?	(১৭/১৯২)
”	সেকান্দার আলী, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।	জনৈক আলেম খুব জোরালোভাবে ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, এক মুঠ পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নাত। এর অতিরিক্ত রাখা হারাম। তার কথার সত্যতা জানতে চাই।	(১৮/১৯৩)
”	শুকরানা সুলতানা, দাওনাবাদ, নাটোর।	মহিলারা মহিলা ইমামের ইমামতীতে ফরয ছালাতসমূহ আদায় করবে, না পৃথকভাবে একাকী পড়বে। জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/১৯৪)
”	শাব্বীর আহমাদ, আগড়াকুণ্ডা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	তামাকের চাষাবাদ করা কি জায়েয?	(২০/১৯৫)
”	আরীফ হোসাইন, হাতেম খাঁ, রাজশাহী-৬০০০।	যোহর ও আছর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এবং আছর ও মাগরিব ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো জায়েয কি-না? দিনের বেলায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে কি দো'আ পড়তে হবে?	(২১/১৯৬)
”	আছীরুদ্দীন, গয়নাকুড়ী, বগুড়া।	ছিয়াম অবস্থায় কারু যদি বমি হয়, তাহ'লে ছিয়াম হবে কি?	(২২/১৯৭)
”	মুশাররফ হোসাইন, দরগাপাড়া, রাজশাহী।	মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কুরআনের আয়াত 'মিনহা খালাক্বনাকুম...' দাফনের দো'আ হিসাবে পড়া যাবে কি?	(২৩/১৯৮)
”	আব্দুর শুকুর, সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।	বার বার ছগীরা (ছোট) গোনাহ করলে সেটি ছগীরাহ থেকে যায়, না কবীরা গোনাহে পরিণত হয়? আমলনামায় কি ছোট-বড় সব ধরনের গোনাহ লেখা থাকবে?	(২৪/১৯৯)
”	আব্দুল হাদী,নলছিটি, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?	(২৫/২০০)
”	ছদরুল ইসলাম, মেলান্দী, গোছা, রাজশাহী।	যারা ছালাত আদায় না করে মারা যাবে, তাদের ছালাতে জানাযা তারাই পড়াবে, যারা ছালাত আদায় করে না। একথা কি সত্য?	(২৬/২০১)

"	মুহসিন, নামোশংকর বাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ইস্তিস্কার ছালাত আদায়ের সময় ঈদায়নের ছালাতের ন্যায় ১২ তাকবীর দিতে হবে কি?	(২৭/২০২)
"	শাকিল আহমাদ, লালগোলা বাজার পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্ত' একথার প্রমাণে কি কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে?	(২৮/২০৩)
"	কোবাদ মাষ্টার, খয়েরসূতী, পাবনা।	মাদরাসায় দানকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৯/২০৪)
"	আব্দুল্লাহ, পোঃ বক্স নং ২৯১৮৭, আবুধাবী।	একজন বিবাহিত পুরুষ কতদিন তার স্ত্রী হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে?	(৩০/২০৫)
"	শাহজাহান, নকলা, শেরপুর, বগুড়া।	সূরা সিজদার ৯নং আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি রূহ সঞ্চারের যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা কি আদম (আঃ)-এর দেহে ছিল, না ভ্রূণের মধ্যে ছিল?	(৩১/২০৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর কোন উপায় আছে কি?	(৩২/২০৭)
"	হেলালুদ্দীন, পাকুড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?	(৩৩/২০৮)
"	জালালুদ্দীন, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	ব্যাঙ মারা এবং এর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয কি?	(৩৪/২০৯)
"	খোদাবখশ, চর প্রতাপপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, পাবনা।	কবর স্থানান্তর না করে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, এমন মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?	(৩৫/২১০)

***

এপ্রিল ২০০১ (৪/৭)	মাযহারুল ইসলাম, গ্রাম ও পোঃ উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	কোন হারানো জিনিস পাইলে কি করণীয়?	(১/২১১)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৯ সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় পায়খানা থেকে বের হওয়ার দো'আ শুধু "غفرانك" (গুফরা-নাকা) বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ডের ৩৪৫ নং হাদীছে الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى (আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আফা-নী) বর্ণিত হয়েছে। তবে কি মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ?	(২/২১২)
"	মনছুর রহমান, চানপাড়া, গাজীপুর।	যে মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে না দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় এবং কুরআন ও হাদীছ থেকে আলোচনা করা হয়, ঐ ধরনের মীলাদ জায়েয হবে কি?	(৩/২১৩)
"	মুহাম্মাদ মোবারক আলী, রাণীনগর, রাজশাহী।	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের ৮৩৪ ও ৮৩৫ নং হাদীছে দেখলাম জুম'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য গোসল করা ওয়াজিব বা কর্তব্য। বক্তব্য পরস্পর বিরোধী।	(৪/২১৪)
"	মুহাম্মাদ আযহার আলী, নখোপাড়া বাগমারা, রাজশাহী।	আমি যে সমাজে বাস করি সে সমাজে ছালাতের পাবন্দী নেই। পর্দা একেবারেই নেই। এমতাবস্থায় আমি উক্ত সমাজভুক্ত থাকতে চাইনা। আমি কি সমাজ ত্যাক করতে পারি?	(৫/২১৫)
"	হুমায়ূন কবীর, সুলতানগঞ্জ ঘাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ওযূ-র পর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি-ন্যাছহ।	(৬/২১৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	শৈশবকালে আমি কোন এক বাড়ীতে থাকাবস্থায় বেশ কিছু টাকা চুরি করেছিলাম। এক্ষণে সেই চুরির অপরাধের জন্য আমার করণীয় কি হবে?	(৭/২১৭)
"	মুহাম্মাদ যিয়াউল হক সরকার, রেডিও কোম্পানী, ৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।	কালেমা কয়টি? আমাদের উপর কয়টি কালেমা ফরয করা হয়েছে? এর মধ্যে কয়টি কালেমা জানতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(৮/২১৮)
"	মুহাম্মাদ বায়েযীদ ওমর দরদাহ, ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	বাংলা মিশকাতের ২য় খণ্ডের ৩৫৯ নং হাদীছে পড়লাম 'যে ছালাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় তার ফযীলত ঐ ছালাতের উপর সত্তর গুণ বেশী, যার জন্য মিসওয়াক করা হয় না' (বায়হাক্বী)। হাদীছটিতে যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা কি সঠিক? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(৯/২১৯)
"	নূর আলী, পোঃ বক্স নং ৩১৬, ওনাইযাহ, সঊদী আরব।	'ইজতেমা' অর্থ কি? রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তাবলীগী ইজতেমা ও ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ইজতিমা'র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?	(১০/২২০)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয় কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১১/২২১)
"	মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন, ১ রাইফেল ব্যাটালিয়ন	মুহাম্মাদ ওসমান গণী প্রণীত 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন'	(১২/২২২)

	বি,ডি,আর, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	বইয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন (১) 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) শুধু ছালাত শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাইতেন। অতঃপর ছালাতে আর কোথাও হাত উঠাইতেন না'। -বুখারীর হাশিয়া ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ। (২) 'হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কি হইল? আমি তোমাদিগকে রফে ইয়াদায়েন করিতে দেখিতেছি? মনে হয় যেন তোমাদের হাতগুলি অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় উত্তোলিত। তোমরা ছালাতে এত নড়াচড়া করিও না; বরং ধীরস্থীর ও শান্ত থাক' (মুসলিম শরীফ)।' উক্ত হাদীছদ্বয়ের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	
”	রোস্তম আলী, কোটবাজার, রাজশাহী।	আমরা জানি ঋতুবতী মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার কথা হাদীছে এসেছে এবং তাদেরকে ছালাতে শরীক না হয়ে শুধু দো'আয় শরীক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আপনারাতো দো'আ করেন না। তবে তারা কিভাবে দো'আয় শরীক হবে?	(১৩/২২৩)
”	মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন, রেল বাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি একটি সিনেমা হল তৈরী করে মৃত্যুবরণ করেছেন। যেখানে নিয়মিত ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন- লোকটির আমলনামায় কি পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে?	(১৪/২২৪)
”	মুহাম্মাদ মমতাযুল হক, সাং- কদমতলী, মান্দা, নওগাঁ।	পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ও এমব্রয়ডারী করা পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করা শরীয়ত সম্মত কি?	(১৫/২২৫)
”	মুহাম্মাদ ছাইফুর রহমান আনছারী, গ্রামঃ তেঘরিয়া সরকার বাড়ী, পোঃ ঝগড়ারচর বাজার, শ্রীবর্দী, শেরপুর।	আমি আর্থিক সংকটের কারণে বিবাহ করতে পারছি না। কিন্তু কোন কোন মেয়ের অভিভাবক আমাকে চাকুরী প্রদান ও বিদেশে পাঠানোর শর্তে মেয়ে বিয়ে দিতে চায়। উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিয়ে করা জায়েয হবে কি?	(১৬/২২৬)
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গাবতলী, বগুড়া।	বিয়ে সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? পরিবারকে উপেক্ষা করে নিজের পসন্দের মেয়েকে বিয়ে করা যায় কি?	(১৭/২২৭)
”	আবদুল আলীম, নেয়ামপুর ষ্টেশন, পোঃ বাকইল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ইমাম অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করলে কি মুক্তাদীদেরকেও বসে ছালাত আদায় করতে হবে?	(১৮/২২৮)
”	মনোয়ার হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	পেশাব করার পর মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব আসে। এমনকি ছালাত অবস্থাতেও এমনটি ঘটে। এমতাবস্থায় আমার ওযূ থাকবে কি এবং ছালাত হবে কি?	(১৯/২২৯)
”	হুসাইন, সন্তোষপুর, রাজশাহী।	ফৎওয়া কি? ফৎওয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/২৩০)
”	হাবীবুর রহমান, ধুরইল, রাজশাহী।	জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণকে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে হবে কি?	(২১/২৩১)
”	ইউনুস, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	স্বামী-স্ত্রী এক সাথে জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে কি?	(২২/২৩২)
”	ইয়াহইয়া, ধুরইল মাদরাসা, রাজশাহী।	ছালাত আদায় অবস্থায় সামনে কেউ শুয়ে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(২৩/২৩৩)
”	ছফিউদ্দীন, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	বিবাহের মোহরানা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত ধার্য করা যায়? বিবাহের পর মোহরানা বেশী করা যায় কি?	(২৪/২৩৪)
”	আব্দুল মান্নান, গ্রাম ও পোঃ ছালাভরা কার্যীপুর, সিরাজগঞ্জ।	রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'আমার নিকট তিনটি বস্তু প্রিয়, নারী, ছালাত ও সুগন্ধি'-এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/২৩৫)
”	রাবিয়াহ, কলেজপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।	যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯টি ছিয়াম পালন করা যায় কি?	(২৬/২৩৬)
”	মোতাহার, মাগুরা।	ফরয গোসল করার পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৭/২৩৭)
”	খলীলুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।	ছেলের বয়স ২ বৎসর। খাৎনা করা হয়নি। হঠাৎ কোন এক সকালে খাৎনার ন্যায় দেখা যায়। লোকে বলে, এটা নাকি 'পীর সুন্নাত'। শরীয়তে 'পীর সুন্নাত' বলে কিছু আছে কি? ঐ ছেলের আর খাৎনা করতে হবে কি?	(২৮/২৩৮)
”	মুহাম্মাদ মাস'উদ, জামালগঞ্জ,জয়পুরহাট।	বৈপিত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি?	(২৯/২৩৯)
”	মুহাম্মাদ ফাকীরুল ইসলাম, গাংণী, মেহেরপুর।	ছালাতে তাশাহ্হুদের সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে?	(৩০/২৪০)
”	আনীসুর রহমান, গাবতলী, বগুড়া।	স্ত্রী মারা গেলে বিবাহের জন্য স্বামী কতদিন শোক পালন করবে?	(৩১/২৪১)

"	আব্দুল খালেক, আলীপুর, সাতক্ষীরা।	যারা চাকুরীর জন্য সারা বছর জাহাজে অবস্থান করেন, তারা কছর ছালাত আদায় করবে, না পূর্ণ ছালাত আদায় করবে?	(৩২/২৪২)
"	ছাদেকুর রহমান, মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।	দুই সিজদার মাঝের দো'আয় 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি যোগ করে পড়া যাবে কি?	(৩৩/২৪৩)
"	মুহাম্মাদ মুহসিন আলী, গ্রামঃ বাউসা হেদাতী পাড়া, পোঃ তেথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।	কবরস্থানে গিয়ে 'আস-সালা-মু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লাহু লানা...' যে দো'আটি কবরবাসীকে লক্ষ্য করে পাঠ করা হয়, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?	(৩৪/২৪৪)
"	মুহাম্মাদ হাসান, বিরস্তইল, পবা, রাজশাহী।	জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল বলা যাবে কি?	(৩৫/২৪৫)

****

মে ২০০১ (৪/৮)	সুলতান আহমাদ, তুর নীড়, পবাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	নির্ধারিত জামা'আত শেষ হওয়ার পর একই মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি?	(১/২৪৬)
"	আবুল কালাম, সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	কোন কোন আলেম মে'রাজের রাত্রিকে ২৭ বছরের সমান বলে থাকেন। আল্লাহ নাকি তাঁর রাসূলের আগমনে ২৭ বছরের জন্য চন্দ্র ও সূর্যের গতি রোধ করেছিলেন। সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/২৪৭)
"	তাসলীম, দীঘিরপারিলা, রাজশাহী।	আত্মহত্যাকারীর লাশ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা যায় কি?	(৩/২৪৮)
"	আবুল হাসান, নোয়াপাড়া, যশোর।	স্বামী খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?	(৪/২৪৯)
"	আব্দুল আযীয, সুখানদীঘি, আক্কেলপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	দেশের বিভিন্ন এলাকায় দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বৈধ কি?	(৫/২৫০)
"	মুঈনুদ্দীন, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।	'মাকরূহ' সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে, তাহ'লে 'মাকরূহ' শব্দটির উৎস কোথায় এবং এর হুকুম কি?	(৬/২৫১)
"	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।	'ইয়াজূজ'-'মাজূজ'-এর বংশপরিচয় কি? তারা কি আদম সন্তান, না সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক?	(৭/২৫২)
"	আব্দুল্লাহ, বাররোসিয়া, নবাবগঞ্জ।	স্ত্রী বিনা দোষে স্বামীকে 'খোলা তালাক' প্রদান করতে পারে কি?	(৮/২৫৩)
"	ফাহীম মুস্তাছির ও ফারূক আহমাদ, গ্রামঃ জগতপুর (দালাল বাড়ী), বুড়িচং, কুমিল্লা।	আমাদের জামে মসজিদে মহিলাদের ছালাতের স্থান পুরুষের ছালাতের স্থান থেকে ২০ হাত দূরে। শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে খুৎবা ও তাকবীর শুনানো হয়। এভাবে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৯/২৫৪)
"	মুহাম্মাদ মুহসিন আলী, ডুমুরিয়া, খুলনা।	রুকূ' ও সিজদাতে যদি কেউ পিঠ সোজা না করে তাহ'লে তার ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(১০/২৫৫)
"	মুহাম্মাদ আহসান হাবীব, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।	তালাকের নিয়তে অস্থায়ীভাবে বিবাহ করলে বিবাহ জায়েয হবে কি?	(১১/২৫৬)
"	মুহাম্মাদ মাহাতাব আলী, গ্রাম ও পোঃ গোলমুন্ড, জলঢাকা, নীলফামারী।	জনৈক ব্যক্তি একটি ইয়াতীম মেয়েকে ছোট থেকেই লালন-পালনসহ লেখাপড়া ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছে। এক্ষণে মেয়েটি বিবাহের উপযুক্ত হ'লে ঐ ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চায়। এই বিবাহ শরীয়তে জায়েয হবে কি-না	(১২/২৫৭)
"	মেহেরুন নেসা, কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ।	হিন্দুদের সাথে বসলে অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?	(১৩/২৫৮)
"	মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল।	প্রাপ্তবয়স্কা কোন মেয়েকে তার অসম্মতিতে অভিভাবকরা জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দিতে পারে কি?	(১৪/২৫৯)
"	ইমামুদ্দীন, গ্রামঃ আখীলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আমি ছোটকাল থেকে শুনে আসছি যে, 'যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করতে শুরু করে, তখন চারজন ফেরেশতা একটি চাদরের চারকোণা ধরে ওযূকারীর মাথার উপর ধরে রাখে। এমতাবস্থায় ওযূকারী পরপর চারটি কথা বললে ফেরেশতা চারজন চাদর ছেড়ে চলে যান'।	(১৫/২৬০)
"	আব্দুল মতীন , আইচপাড়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে কি?	(১৬/২৬১)
"	মুহাম্মাদ হাবীবুল বাশার, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	মৃত স্বামীকে স্ত্রী বা স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে কি?	(১৭/২৬২)
"	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।	জনৈক মাযহাবী ভাই 'তাকূলীদ' ও 'ইত্তেবা'কে একই জিনিস বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(১৮/২৬৩)
"	হাবীবুর রহমান শহীদ, খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী।	কাউকে মাধ্যম করে দো'আ করলে শিরক হবে কি?	(১৯/২৬৪)

"	মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন, ঝাউতলী, দাউকান্দি, কুমিল্লা।	আমরা শুনেছি ছেলেদের খাৎনা ইবরাহীম (আঃ) থেকে চালু হয়েছে। এক্ষণে জানতে চাই, ইবরাহীম (আঃ)-এর খাৎনা কখন হয়েছিল এবং কে করেছিল? হাসপাতালে বাচ্চাদের খাৎনা করা যাবে কি?	(২০/২৬৫)
"	মুহাম্মাদ শরীফ হোসাইন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	পীরের মাযারে ও অন্যায় কাজে মানত করলে ঐ মানত পূরণ করতে হবে কি?	(২১/২৬৬)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?	(২২/২৬৭)
"	মুহাম্মাদ ফেরদাউস, নাচোল বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এমন রঙবেরঙের জায়নামাযে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(২৩/২৬৮)
"	আবু মুহাম্মাদ মু'তাছিম রেযা, ইসলামপুর, জামালপুর।	জনৈক মাওলানা বলেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মে'রাজে গিয়ে আল্লাহ্র আরশের সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সাবধান, মহান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।	(২৪/২৬৯)
"	মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ, পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।	ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৫/২৭০)
"	মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, জামতলা বাজার, ইটাংরা, সামটা, শার্শা, যশোর।	হালাল-হারাম সবধরনের বস্তু দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?	(২৬/২৭১)
"	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, মেহেরচণ্ডি (চকপাড়া), বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	ছালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে। ইমাম যদি ৪/৫ মিনিট দেরী করে উপস্থিত হন, তাহ'লে অন্য কেউ নির্ধারিত সময়ে ইমামতী করতে পারেন কি?	(২৭/২৭২)
"	আলতাফ ও আব্বাস, যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।	আমাদের গ্রামে একটি ছোট মসজিদ আছে। গ্রামের ৯৫% লোক নিম্নোক্ত কারণে আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে। (১) ওয়াক্ফকারীর বংশধররা মসজিদটিকে নিজস্ব মসজিদ বলে দাবী করে। (২) মসজিদের যাবতীয় কার্যক্রম তাদের নির্দেশে চলবে বলে দাবী করে। (৩) মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় অন্যের জমি দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করতে হয়। এতে জমির মালিক বাধার সৃষ্টি করে। (৪) জনসংখ্যার তুলনায় মসজিদের জায়গা একেবারে সংকীর্ণ। মসজিদ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের লোকের কাছে জমি চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করে। এমতবস্থায় আমরা কোন মসজিদে ছালাত আদায় করব?	(২৮/২৭৩)
"	কুমকুম আক্তার, খুরমা, সুনামগঞ্জ, সিলেট।	মেয়েরা ই'তেকাফ করতে পারে কি? তাদের ই'তেকাফের নিয়ম কি? বাড়ীতে ই'তেকাফ করা যায় কি?	(২৯/২৭৪)
"	মুহাম্মাদ হারিছুদ্দীন, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মত উঠ যবেহ করা যায় কি?	(৩০/২৭৫)
"	শাহাজাহান, গাম্বাইল, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।	মসজিদের ছাদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায় কি?	(৩১/২৭৬)
"	আফতাবুদ্দীন, কামারপাড়া, বগুড়া।	টিকটিকি মারা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩২/২৭৭)
"	যীবুন নেসা, হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।	মাদরাসায় অধ্যয়নরত মেয়েদের পরীক্ষার সময় ঋতুস্রাব হ'লে কুরআন পড়তে পারবে কি?	(৩৩/২৭৮)
"	ফয়েযুদ্দীন, ব্রহ্মপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	আমি কিছু জমি মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করেছি। ঐ জমি নিকটাত্মীয়ের মাঝে বর্গা দিয়ে ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা মসজিদ তহবিলে জমা করে আসছি। ওয়াক্ফকৃত জমি নিকটাত্মীয়ের মাঝে বর্গা দেওয়া যাবে কি?	(৩৪/২৭৯)
"	মীযানুর রহমান, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	আমাদের গ্রামে জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মীয়-স্বজন ছাদাক্বা হিসাবে ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াতে চায়। এরূপ করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?	(৩৫/২৮০)

***

জুন ২০০১ (৪/৯)	মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান, গ্রাম ও পোঃ বৈদেশির হাট, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।	মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য মাযহাবপন্থী ভাইদের 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবী কর' -এর সত্যতা জানতে চাই।	(১/২৮১)
"	সাবরীন সুলতানা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	পাতলা পোশাক পরিধান কারিনী মহিলাদের পরিণতি কি?	(২/২৮২)
"	মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর, দিয়াড় মানিক চক, চাঁপাই নবাবগ ।	আমাদের এলাকায় বংশে বংশে মারা-মারি, হানাহানি, কলহ-বিবাদ সর্বদা লেগেই থাকে। তাতে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে বংশের গৌরবে সকলেই সেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লড়াই কতটুকু বৈধ।	(৩/২৮৩)
"	আমানুল্লাহ, মাকোরকোল, টাংগাইল।	দু'ভাইয়ের মধ্যে স্ব স্ব স্ত্রীর কারণে তুমল দ্বন্দ্ব। এমতাবস্থায় তৃতীয় কোন পক্ষ মীমাংসা করার	(৪/২৮৪)

		উদ্দেশ্যে কোন তথ্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করলে তা বৈধ হবে কি?	
”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি?	(৫/২৮৫)
”	মুসাম্মাৎ হাওয়া খাতুন, জয়পুরহাট।	ভাল ব্যবহার করে না এমন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে কি?	(৬/২৮৬)
”	আব্দুল হালীম, বাঁশবাড়ী, পুঠিয়া, রাজশাহী।	খুৎবা শুনা অবস্থায় তন্দ্রা আসলে ওযূ নষ্ট হবে কি?	(৭/২৮৭)
”	মেহরাব হুসাইন, আর,ডি,এ, মার্কেট, সাহেব বাজার, রাজশাহী।	জামা'আতে ছালাত আদায়কালে একে অপরের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এ মর্মে কোন দলীল আছে কি এবং উভয়ের পায়ের মাঝে ফাঁক রাখলে শয়তান প্রবেশ করে কি?	(৮/২৮৮)
”	আবু রায়হান মুহাম্মাদ মোস্তফা, মোগলটুলী, ঢাকা।	আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের হাফেয এবং তার তেলাওয়াতও সুন্দর। পক্ষান্তরে অন্য একজন যোগ্য আলেম আছেন কুরআন শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন না। মসজিদে ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে গ্রামে উভয়ের পক্ষের লোক আছে। এমতাবস্থায় কাকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবে?	(৯/২৮৯)
”	আবদুল মুহায়মিন, কেশবপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ওযূর সময় গরদান (ঘাড়) মাসাহ করার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?	(১০/২৯০)
”	আসমাউল হুসনা, নাচোল স্টেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	প্রতি মাসে অনেকেই তিনটি করে ছিয়াম পালন করে থাকেন। এ ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।	(১১/২৯১)
”	শাহীদা খাতুন, মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।	মাথার চুল ছাড়া অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(১২/২৯২)
”	আব্দুর রহমান, নজিপুর বাজার, পত্নীতলা, নওগাঁ।	বেশী দামে বিক্রয়ের আশায় খাদ্যশস্য জমা রাখা যায় কি?	(১৩/২৯৩)
”	আবুল কাসেম, ভূগরইল, সপুরা, রাজশাহী।	স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল ছিয়াম পালন করতে পারে কি?	(১৪/২৯৪)
”	ঝর্ণাআরা খাতুন, রাতইল, কালীগঞ্জ হাট, তানোর, রাজশাহী।	জান্নাতে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পাবে কিন্তু অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা কি পাবে? তাদের কি বিবাহ হবে?	(১৫/২৯৫)
”	আব্দুছ ছাদেক্ব, অফিস সহকারী, হাকীমপুর ডিগ্রী কলেজ, হিলি, দিনাজপুর।	একামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরাতে হবে কি?	(১৬/২৯৬)
”	মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন, বাগমারা, রাজশাহী।	জুম'আর খুৎবায় হাতে লাঠি নেওয়া সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৭/২৯৭)
”	আব্দুল হালীম, বাঁশবাড়ী, পুঠিয়া, রাজশাহী।	পশ্চিম (ক্বিবলা) দিকে পা দিয়ে শয়ন করা যায় কি?	(১৮/২৯৮)
”	নযরুল ইসলাম, ইসলাবাড়ী, বাগমারা, রাজশাহী।	কেউ হজ্জ করার নিয়ত করার পর মৃত্যুবরণ করলে হজ্জের নেকী পাবে কি এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হবে কি?	(১৯/২৯৯)
”	নূরুন নাহার, গাংনী, মেহেপুর।	ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নফল ছালাত আদায়ের কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে?	(২০/৩০০)
”	রেযাউল করীম, মৌবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাতে জামা'আতবদ্ধভাবে কিংবা একাকী কবরের পার্শ্বে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দো'আ করা যায় কি?	(২১/৩০১)
”	রফীকুল ইসলাম, গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।	হিন্দুদের তৈরি মিষ্টি খাওয়া যায় কি?	(২২/৩০২)
”	আবু মূসা, বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি যে, বিধর্মীদের পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মুনাফা হয় তা হারাম এবং উক্ত মুনাফার অর্থ খেয়ে সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান জারজ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৩০৩)
”	দেলোয়ার হুসাইন, খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী।	পেশাব-পায়খানায় বসে মিসওয়াক বা ব্রাশ করা যায় কি?	(২৪/৩০৪)
”	হাবীবুল্লাহ, কামালনগর, সাতক্ষীরা।	যেসব পশু-পাখি পায়খানা ভক্ষণে অভ্যস্ত তাদের গোশত খাওয়া যায় কি?	(২৫/৩০৫)
”	সাইফুল ইসলাম, কান্দিভিটুয়া, নাটোর।	বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দ্বীন প্রচারের নামে ইসলামী জাগরণীর বিভিন্ন ক্যাসেট প্রকাশ করছে। আমার প্রশ্নঃ সুর সমৃদ্ধ এরূপ ইসলামী গান গাওয়া এবং প্রচার করা শরীয়ত সম্মত	(২৬/৩০৬)

		কি-না?	
"	আব্দুল হাকীম, জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	হজ্জ করে এসে কিংবা যেকোন সফর থেকে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যায় কি?	(২৭/৩০৭)
"	মশিউযযামান, মাষ্টার পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ইমামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন, 'হে আদম! হাযারে একজনকে জান্নাতে এবং বাকী ৯৯৯ জনকে জাহান্নামে দাও। উক্ত একজন নাকি মুসলমান এবং বাকীরা ইয়াজূজ-মাজূজের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/৩০৮)
"	মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন, গুরুদাসপুর, নাটোর।	অনেক অভিভাবককে দেখা যায় সন্তানদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। সন্তানদের সম্পর্কে এসব অভিভাবকদের জবাবদিহিতার ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-বিধান কি?	(২৯/৩০৯)
"	সোলাইমান, রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	চাকুরী বা অন্য কোন কাজে সুপারিশকারী ব্যক্তিকে গিফ্‌ট বা উপঢৌকন দেওয়া যাবে কি?	(৩০/৩১০)
"	টিটু, বারীধারা, ঢাকা।	মহিলাদের চুল ছোট করে রাখা জায়েয কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/৩১১)
"	মুহাম্মাদ মুশিবুল ইসলাম, গাংনী, মেহেরপুর।	মসজিদের বাঁশ, কাঠ, ইট ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায় কি?	(৩২/৩১২)
"	খোকা, সিহালীহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	আলেম বা কোন মুসলিম ভাইয়ের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?	(৩৩/৩১৩)
"	আবদুস সাত্তার, কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।	ফরযকে অস্বীকার করেনা তবে অলসতার কারণে ছালাতও আদায় করে না, এমন ব্যক্তি মুসলমান না কাফের।	(৩৪/৩১৪)
"	নাঈমা আখতার, বংশাল, ঢাকা।	মৃত ব্যক্তির ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম ওয়ারিছগণ আদায় করতে পারবে কি?	(৩৫/৩১৫)
		****	
জুলাই ২০০১ (৪/১০)	আমীনুল ইসলাম, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	দ্বীনের পথে দানকৃত সম্পদ দানকারী ব্যক্তি পুনরায় ক্রয় করতে পারে কি?	(১/৩১৬)
"	ছফিউল্লাহ, মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট।	ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মোট রচিত গ্রন্থ কয়টি? বইগুলির নাম উল্লেখ করলে উপকৃত হ'তাম।	(২/৩১৭)
"	হাফীযুর রহমান, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।	স্বরচিত কবিতা-গযল বাজনাবিহীন গানের সুরে গাওয়া জায়েয কি-না?	(৩/৩১৮)
"	আলালুদ্দীন, গ্রাম ও পোঃ ইনছাফ নগর, কুষ্টিয়া।	যে জমিতে খাজনা লাগে সে জমির ফসলে কি ওশর দিতে হয়?	(৪/৩১৯)
"	আমানুল্লাহ, গ্রামঃ কাচিয়া, থানাঃ বুরহানুদ্দীন, ভোলা।	'যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন'। মর্মে বর্ণিত হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।	(৫/৩২০)
"	আমীরুল ইসলাম, মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	'মুক্তির একই পথ, দা'ওয়াত ও জিহাদ'। -এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৬/৩২১)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা, নাটোর।	স্বামী-স্ত্রীর অভিভাবকদের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছিল। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেয়ের অভিভাবকগণ ছেলেকে তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে। তবে মেয়ে স্বামীর পক্ষে। এমতাবস্থায় উক্ত তালাক কি সিদ্ধ হয়েছে?	(৭/৩২২)
"	আরীফুল ইসলাম, নাজিরা বাজার, ঢাকা।	আমাদের এলাকায় প্রথা চালু আছে যে, বিয়ের আগের রাতে বর-কনে উভয়কে নিজ নিজ বাড়ীতে সাতবার হলুদ মাখাবে, প্রতিবার যুবতী মেয়েরা গোসল করাবে এবং সারারাত গীত গাইবে। এরূপ কার্য কি শরীয়ত সম্মত?	(৮/৩২৩)
"	ইলিয়াস মিস্ত্রি, মাষ্টার পাড়া, পিটিআই, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'আল্লাহ কা'বা ঘরকে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা ঘর বলবে, না। তারপর বলা হবে ইমামসহ জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা বলবে, না, আমি সকল মুছল্লীকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাব'। এটি কি হাদীছ? মসজিদ নির্মাণের ফযীলতের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ থাকলে দয়া করে উল্লেখ করবেন।	(৯/৩২৪)
"	আব্দুল খালেক, বিলচাপড়ী, বগুড়া।	'যে ব্যক্তি যোহর ছালাতের আগে ও পরে চার রাক'আত করে মোট আট রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'। এটি কি ছহীহ হাদীছ?	(১০/৩২৫)
"	নারগীস, হাজীটোলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে নিজেকে গোসল করতে হবে কি?	(১১/৩২৬)

"	রুস্তম আলী, উত্তর নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি?	(১২/৩২৭)
"	এহসানুল্লাহ, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইঘাড়া, নওগাঁ।	সূরা আনফালের ২নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র উপর ভরসার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যাসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৩/৩২৮)
"	জসীমুদ্দীন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	সৎ বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি?	(১৪/৩২৯)
"	ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ আল-মামূন, টাংগাইল।	ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতের পর ডান কাঁধে শোয়া কি জায়েয?	(১৫/৩৩০)
"	আফযাল হোসাইন, কানসাট বহুল বাড়ী, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। পক্ষান্তরে 'আইনী তুহফা ও সালাতে মোস্তফা' বইয়ের ২/৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদীরা 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে। সঠিক উত্তর জানতে চাই।	(১৬/৩৩১)
"	আব্দুল জাব্বার, ঝাপাঘাট, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	'ছালাতুত তাসবীহ' পড়া যাবে কি?	(১৭/৩৩২)
"	যিয়াউল হক্ব, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।	ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার পদ্ধতি কি?	(১৮/৩৩৩)
"	আকরাম, গ্রামঃ ও পোঃ নন্দপুর, পুঠিয়া, রাজশাহী।	'বালাগাল উলা বিকামালিহী, কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী, হাসুনাত জামীউ খিছালিহী, ছাল্লু 'আলাইহি ওয়া আলিহী' এটি নাকি আল্লাহপাক শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল করেছেন? বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।	(১৯/৩৩৪)
"	মাহবুবুর রহমান, সরকারী কলেজ, বগুড়া।	ছালাতে বা ছালাতের বাইরে কুরআন মজীদের যে কোন সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে কি? এছাড়া সূরা তওবার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৩৩৫)
"	মাহবুবুর রহমান, সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।	মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে দিনে এবং মহিলা হ'লে রাতে দাফন করতে হয়, এরূপ বিধান ইসলামে আছে কি?	(২১/৩৩৬)
"	আব্দুল হামীদ, কেশবপুর, যশোর। ও মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলে তার সাথে বা তার মেয়ে কিংবা মাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে কি?	(২২/৩৩৭)
"	আব্দুল লতীফ, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	যেহরী ছালাতে বিসমিল্লাহ সরবে ও নীরবে পড়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?	(২৩/৩৩৮)
"	আবদুস সুবহান, বিরামপুর বাজার, দিনাজপুর।	বাবার অসম্মতিতে মা অভিভাবক হয়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে পারবে কি?	(২৪/৩৩৯)
"	হারেছ, গাবতলী, বগুড়া।	হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা কত ছিল?	(২৫/৩৪০)
"	হুসেন আলী, গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।	আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি তার এক ছেলেকে অধিকাংশ সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। অথচ তার পাঁচটি মেয়ে ও একজন স্ত্রী রয়েছে। এরূপভাবে সম্পত্তি দেওয়া শরীয়তে কতটুকু বৈধ?	(২৬/৩৪১)
"	মাহবুবুর রহমান, রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।	সূরা ফাতিহার শেষে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'আমীন' বলা যায় কি?	(২৭/৩৪২)
"	আবুদাউদ, শ্রীপুর, রামনগর, বাগরামা, রাজশাহী।	ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে কি? দিতে হ'লে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে?	(২৮/৩৪৩)
"	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুষ্টিয়া।	যেকোন ভাবে বীর্যপাত হ'লেই কি গোসল ফরয হবে?	(২৯/৩৪৪)
"	মুহাম্মাদ মনীরুযযামান, ইসলামকাতি, থানাতলা, সাতক্ষীরা।	জনৈক আলেম মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় জানাযার দো'আটি পরিবর্তন করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهَا وَارْحَمْهَا এভাবে পড়লেন। এরূপ লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়া কি জায়েয?	(৩০/৩৪৫)
"	মেহরাব হোসাইন, আখিলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	খুৎবার সময় যারা ঘুমের কারণে খুৎবা শুনতে পারে না তাদের কি পাপ হবে?	(৩১/৩৪৬)
"	নাছরীন সুলতানা, বাটরা, সাতক্ষীরা।	প্রাপ্ত বয়স্কা শালী তার দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারে কি?	(৩২/৩৪৭)
"	আবু হেনা ও মোশাররফ, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ও মূর্তি পূজারী না হবে'। এ হাদীছটি কি ছহীহ? যদি ছহীহ হয় তাহ'লে মুসলমান কি করে মুশরিক ও মূর্তি পূজারী হবে?	(৩৩/৩৪৮)

Contents

”	ছাদেকুল ইসলাম, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ বোরক্বা পরলে তো সে আকর্ষণ থাকে না। এর সঠিক সমাধান কি?	(৩৪/৩৪৯)
”	মুজীবুর রহমান, গ্রামঃ নিমতলা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ নামের মধ্যে সংগ্রামের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সংগ্রাম করা সম্পর্কে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? শুধু কি দা'ওয়াত দিলেই কর্তব্য শেষ? নাকি সাথে সাথে সংগ্রামও অপরিহার্য?	(৩৫/৩৫০)
		****	
আগস্ট ২০০১ (৪/১১)	অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।	মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও মিথ্যা মামলাকারীর পরিণতি কি?	(১/৩৫১)
”	মুহসিন, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	আমাদের এলাকায় ছাগলের গোশতের দাম গরুর গোশতের দ্বিগুণ। বিধায় কুরবানীর দিনে এক কেজি ছাগলের গোশতের বিনিময়ে দু'কেজি গরুর গোশত বদল করার প্রথা চালু আছে। ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে এ প্রথা কি সঠিক?	(২/৩৫২)
”	কামারুয্যামান, নবিয়াবাদ, চান্দিনা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	সঊদী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'-এর ১৮৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আদম (আঃ)-এর দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেও আমি নবী ছিলাম এবং মি'রাজ রজনীতে আমি সকল নবীর ইমামতি করেছি'- কথা দু'টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৩৫৩)
”	মুনাওয়ারা বেগম, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' বাক্যটি কি প্রবাদ, না হাদীছ?	(৪/৩৫৪)
”	আযাদ আলী, বাররশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	স্বামী-স্ত্রীর রাত্রিকালীন গোপনীয়তা প্রকাশ করা যায় কি?	(৫/৩৫৫)
”	রফীকুল ইসলাম, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	শিশুদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক সময় মিথ্যা কথা বলা হয়। যেমন 'ঘুমাও, নাহ'লে বাঘে খাবে' প্রভৃতি। এরূপ মিথ্যা বলা যাবে কি?	(৬/৩৫৬)
”	শরীফুল ইসলাম, কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।	গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় কি?	(৭/৩৫৭)
”	রেযাউল ইসলাম, লক্ষ্মীপুর, ভাটাপাড়া, রাজশাহী।	জিনদের কোন আকার আ ? জিনেরা যে কোন প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে কি? মানুষকে জিনে ধরে কি? জিনে ধরলে সাধক কবিরাজের কাছে যাওয়া জায়েয কি?	(৮/৩৫৮)
”	ডাঃ এস,এম, এ মামুন, মেডিক্যাল অফিসার, বগুড়া।	যুলক্বারনাইন কে ছিলেন? তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/৩৫৯)
”	যহূরুল ইসলাম, নলাম কারিগর পাড়া, সাভার, ঢাকা।	দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনের পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/৩৬০)
”	আব্দুল কাফী, বড়গাছী, নওহাটা, রাজশাহী।	ছালাত আদায়ের সময় ছাহাবায়ে কেরামের দু'বগলে ছোট ছোট পুতুল রাখার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে বলেছিলেন, কথাটির সত্যতা জানতে চাই।	(১১/৩৬১)
”	আব্দুল মুহাইমেন, বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	পীরের মুরীদদের বক্তব্য 'উকিল ছাড়া যেমন জজের কাছে যাওয়া যায় না, পীর ছাড়া তেমনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। কথাটি কি সঠিক?	(১২/৩৬২)
”	আব্দুল হান্নান, কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।	শার্ট-প্যান্ট বা গেঞ্জি পরে লাত আদায় করা যায় কি?	(১৩/৩৬৩)
”	সোলায়মান, মিঁয়াপাড়া, গোপালগঞ্জ।	একশত বছর বয়সের জ বৃদ্ধ এক ষোড়শীকে বিয়ে করেছে। এরূপ অস্বাভাবিক বয়সের পার্থক্য থাকা অবস্থায় বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় কি?	(১৪/৩৬৪)
”	রাজ আহমাদ, শ্যামপুর, রাজশাহী।	জিন ও মানবজাতির মধ্যে পৃথিবীতে প্রথম কোন জাতির আবির্ভাব ঘটে। যদি প্রথম জিনের আবির্ভাব হয়, তাহ'লে সে সময় তাদের খাদ্য কি ছিল? সে সময় অন্য কোন প্রাণী ছিল কি?	(১৫/৩৬৫)
”	হাশেম আলী, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	এক স্বামীর গৃহে একজন স্ত্রী পরপর ২০টি সন্তান প্রসব করলে, তাকে কি পুনরায় বিয়ে দিতে হবে?	(১৬/৩৬৬)
”	আব্দুল মাজেদ আকন্দ, আব্দুল্লার পাড়া, বারকোনা, গাইবান্ধা।	আমরা ৯ ভাই-বোন। আমাদের পিতা বেঁচে নেই। আমরা বোন হিসাবে পিতার সম্পত্তি হ'তে প্রায় ২ লক্ষ টাকা পাই। কিন্তু ৪০ হাযার টাকার বেশী নিলে ভাইয়েরা আমাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এ সমস্যার সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।	(১৭/৩৬৭)
”	ক্বামরুল হাসান, রুদ্রেশ্বর, লালমনিরহাট।	ছালাতে শেষ বৈঠকে দো'আ মাছূরাহ পড়ার পর নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করা যায় কি?	(১৮/৩৬৮)
”	মুস্তাফীযুর রহমান, গাবতলী, বগুড়া।	মিথ্যা বলা কি মহাপাপ? জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা যায় কি?	(১৯/৩৬৯)

”	ইউসুফ আলী, নারুলী, বগুড়া।	কেউ যদি আমীরের আনুগত্য না করে, তাহ'লে তার শারঈ বিধান কি হবে?	(২০/৩৭০)
”	শফীকুল ইসলাম, নবিয়াবাদ, চান্দিনা, কুমিল্লা।	আমার ২৪ মণ শস্য হয়েছে। বিশ মণের ওশর দেওয়ার পর বাকী ৪ মণের ওশর দিতে হবে কি?	(২১/৩৭১)
”	আব্দুল হাফীয, জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	আমরা বক্তাদের মুখে শুনে থাকি যে, স্বামী স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা কথা বলতে পারে। তবে কি স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা বলতে পারে না?	(২২/৩৭২)
”	আসমা, গাবতলী কলেজ পাড়া, বগুড়া।	গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা যায় কি?	(২৩/৩৭৩)
”	সাইফুল্লাহ, ৪৩০ দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া, ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।	ভারতীয় উপমহাদেশে তারাবীহ্ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। মক্কা ও মদীনার ইমাম সহ বিশ্বের বড় বড় মুফতীদের সূত্র সহ তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা জানতে চাই।	(২৪/৩৭৪)
”	এম,এফ রহমান, কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।	একাধিক স্ত্রী থাকলে রাত্রী যাপনে কমবেশী করা যায় কি?	(২৫/৩৭৫)
”	আবদুর রউফ, নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।	আগুনে পুড়িয়ে সাপ মারা কি জায়েয? দলীল সহ জানতে চাই।	(২৬/৩৭৬)
”	মুহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি, দো'আ, সদাচরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে বয়স ও অর্থ বৃদ্ধি পায়। যা নাকি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তাহ'লে কি কর্মের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন হয় না?	(২৭/৩৭৭)
”	মুহাম্মাদ বুলবুল, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	মুমিন-পরহেযগার ব্যক্তিরা কি সর্বদা বিপদের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে?	(২৮/৩৭৮)
”	আলী হুসাইন, সাহেব বাজার মাছপট্টি, রাজশাহী।	শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী 'ছিফাতু ছালাতিন নবী' বইয়ে সিজদায় রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে হাদীছ পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।	(২৯/৩৭৯)
”	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কমরগ্রাম, বানিয়া পাড়া, জয়পুরহাট।	কুকুরকে রাতে 'ঘেউ ঘেউ' করতে দেখে অনেকেই বলে থাকে বালা-মুছীবত এসেছে। এজন্য কুকুর কান্নার স্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩০/৩৮০)
”	মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	ছালাতের মাঝে যে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, সেই শয়তানের নাম কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩১/৩৮১)
”	মুহাম্মাদ সেলিম রেযা, সনিযালা পাড়া, চট্টগ্রাম।	'হিলা' বিবাহ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩২/৩৮২)
”	প্রফেসর আফছার আলী, পাঁচদোনা, নরসিংদী।	'পানির মাছও আলেমদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে' মর্মের কথাটি হাদীছ, নাকি মানুষের কথা? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/৩৮৩)
”	মুহাম্মাদ ওয়াযনবী, বাজুখলসী, জয়নগর, রাজশাহী।	সৎ চাচা মারা যাওয়ার পর ভাতিজা বিধবা চাচীকে বিয়ে করতে পারে কি?	(৩৪/৩৮৪)
”	সোহাইল, কদমতলী, মান্দা, নওগাঁ।	জিন জাতিকে কি মানবজাতির ন্যায় জান্নাত বা জাহান্নামে দেওয়া হবে?	(৩৫/৩৮৫)
		****	
সেপ্টেম্বর ২০০১ (৪/১২)	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	সম্প্রতি আমার স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেছে। জীবিত অবস্থায় আমি তার মোহর পরিশোধ করতে পারিনি। এক্ষণে আমি কিভাবে তার মোহর পরিশোধ করব? উল্লেখ্য যে, তার নিজ পিতা-মাতা সহ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে।	(১/৩৮৬)
”	আসাদুযযামান, ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ছালাতে ভুল হ'লে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাশাহ্হুদ শেষে শুধু ডানে সালাম ফিরায়ে সহ সিজদাহ দেন। অতঃপর বাকী দো'আ পড়ে পুনরায় ডানে ও বামে সালাম ফিরান। আমার প্রশ্ন- হানাফী ইমামের ইমামতীতে ছালাত আদায়কালে এমনটি ঘটলে আমরা কি করব? ইমামের অনুসরণ করব, নাকি ছহীহ হাদীছের প্রতি অবিচল থাকব? উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(২/৩৮৭)
”	আমজাদ হোসাইন, গ্রামঃ দিয়ারার চর, মোহনগঞ্জ, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।	পাচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কারিনী পর্দানশীলা মহিলা ছালাত আদায় করে না এমন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে কি?	(৩/৩৮৮)
”	ক্বারী আব্দুল মতীন, বরকামতা, চান্দিনা, কুমিল্লা।	একজন জুম'আর খুৎবা দিলে অন্যজন ছালাতের ইমামতি করতে পারেন কি?	(৪/৩৮৯)
”	মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইন, আত্রাই, নওগাঁ।	অলসতার কারণে যারা মাঝে মধ্যে ছালাত ছেড়ে দেন, তাদেরকে পূর্ণ মুসলমান বলা যাবে কি?	(৫/৩৯০)
”	আব্দুর রাক্বীব, পাঁচ নল, সাতক্ষীরা।	জনৈক মাওলানা বলেছেন, 'কোন সন্তান স্বীয় পিতা-মাতার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে একবার তাকালে আল্লাহ তা'আলা তাকে এর বিনিময়ে একটি নফল হজ্জ-এর ছওয়াব প্রদান করেন'। হাদীছটি ছহীহ কি-না জানতে চাই।	(৬/৩৯১)
”	মুঈনুদ্দীন, নওহাটা, রাজশাহী।	একটি বইয়ে পড়লাম যে, 'একজন হাজী তার নিকটতম ৪০০ জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন'। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৭/৩৯২)
”	আবু বকর, পীরগাছা, রংপুর।	ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছিল, না আল্লাহ্কে সিজদা করেছিল?	(৮/৩৯৩)

”	এম,এ, রশীদ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (অবঃ), আলীপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	আমি একটি আলিম মাদরাসার ম্যানিজিং কমিটির সদস্য। মাদরাসার যেকোন অধিবেশনে মাদরাসার তহবিল হ'তে চা-নাস্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। মাদরাসা তহবিল হ'তে এরূপ খাওয়া জায়েয কি?	(৯/৩৯৪)
”	আবুবকর ছিদ্দীক, কাজলাদিঘী, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	কম দামী চাউল বেশী দামী চাউলের সাথে মিলিয়ে বিক্রি করা কি জায়েয?	(১০/৩৯৫)
”	আনোয়ার হোসাইন, বোয়ালিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যাবে কি? অন্যথা কি করণীয়?	(১১/৩৯৬)
”	আব্দুল ওয়াহ্হাব, নন্দনালী, নওগাঁ।	মহিলারা নাকফুল ব্যবহার করতে পারে কি? অনেক মহিলা স্বামী মারা গেলে নাকফুল খুলে রাখে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/৩৯৭)
”	নাছিরুদ্দীন, পাতুষর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের বারান্দা দিয়ে হাঁটা যায় কি?	(১৩/৩৯৮)
”	সেতাবুদ্দীন, মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	পৃথিবীর সকল মুসলমান চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করে এবং ঈদের ছালাত আদায় করে। কিন্তু যারা ঐ সময়ে চাঁদে অবস্থান করেন, তারা কিভাবে এগুলি আদায় করবেন?	(১৪/৩৯৯)
”	শাহীনুর রহমান, দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	'ছালাতুল ইস্তিসক্বা' পড়ানোর জন্য নেককার ও পরহেযগার হওয়া কি যরূরী?	(১৫/৪০০)
”	আশরাফ আলী, হাট শ্যামগঞ্জ, ঘোড়াঘাট দিনাজপুর।	আলেম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অনেককে না জেনেই ফৎওয়া প্রদান করতে দেখা যায়। না জেনে ফৎওয়া প্রদান ঠিক হবে কি?	(১৬/৪০১)
”	এহসানুল্লাহ, বরকল, রাঙ্গামাটি।	ছেলের মায়ের দুধ পান করেনি, অথচ দুধবোন বনেছে। পরে দুধভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের বিবাহ কি শরীয়ত সম্মত?	(১৭/৪০২)
”	মুহাম্মাদ রিযাউল্লাহ, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	শত্রুর ভয় থাকলে কোন্ দো'আ পড়তে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/৪০৩)
”	আহমাদ আলী, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।	বিবাহ করব কি করব না সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি।	(১৯/৪০৪)
”	শরীফুল ইসলাম, সুলতানগঞ্জ করিডোর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	বিবাহ অনুষ্ঠানে বরকে স্বর্ণের চেইন বা আংটি ইত্যাদি দিয়ে থাকে। আমরা জানি যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্যও কি স্বর্ণ ব্যবহার করা যাবে না? যেমন বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে বাড়ী প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।	(২০/৪০৫)
”	আব্দুস সাত্তার, মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উক্তি "إذا صح الحديث فهو مذهبى" (যখন ছহীহ হাদীছ প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব) কোন্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৪০৬)
”	আতাহার আলী, লক্ষীপুর, ভাঙ্গারিয়া, পিরোজপুর।	দরিদ্রতার দোহাই দিয়ে ছালাত ছিয়াম প্রভৃতি ইবাদত হ'তে বিরত থেকে শুধু কাজ-কর্ম করে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করলে সম্ভব হবে কি?	(২২/৪০৭)
”	আব্দুল জাব্বার, সরকারী আযীযুল হক, কলেজ, বগুড়া।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আপন ছেলের মাথায় হাত রেখে কসম করা হয়। এরূপ কসম করা যায় কি?	(২৩/৪০৮
”	আব্দুল গণী, ঝাউতলা, দাউদকান্দী কুমিল্লা।	বাদ ফজর অনেক মসজিদে দলবদ্ধভাবে চীৎকার করে যিকর করা হয়। এধরনের যিকর কতটুকু শরীয়ত সম্মত?	(২৪/৪০৯)
”	মুসাম্মাৎ সাজেদা, নেয়ামপুর ষ্টেশন, বাকইল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক বক্তা বললেন, ঈদের দিনে ঋতুবতী মহিলারাও ঈদগাহে যাবে, খুৎবা শ্রবণ করবে এবং দো'আয় শরীক হবে। একথা কি প্রমাণ করে না যে, ঈদের দিনে ইমাম দো'আ করবেন এবং অন্যান্যদের সাথে ঋতুবতী মহিলারাও দো'আয় শরীক হবে? সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।	(২৫/৪১০)
”	সেকান্দার আলী, ১নং গুলশান, ঢাকা।	মাযারের সাথে যাদের সম্পর্ক বেশ নিগূঢ়, এরা কি ঈমানদার, না মুশরিক?	(২৬/৪১১)
”	ওমর ফারুক, চিনাটোলা বাজার, মণিরামপুর, যশোর।	সম্প্রতি কিছু আলেমের মুখে শুনা যাচ্ছে যে, সিজদায় বেশী বেশী করে দো'আ করতে হবে এবং এই দো'আ নাকি কবুল করা হবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৭/৪১২)
”	হারেছ, রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।	আমীর অপসন্দনীয় হ'লে জনগণের করণীয় কি?	(২৮/৪১৩
”	আব্দুল লতীফ, বাজে ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।	মহল্লায় মহল্লায় ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?	(২৯/৪১৪)

”	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।	স্বামীর কিছু দুর্বল দিক থাকায় স্ত্রী স্বামীর কাছে যেতে চায় না। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কি?	(৩০/৪১৫)
”	মোস্তফা কামাল, পাকবালীঘর, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	যাকাতের টাকা দিয়ে রাস্তা সংস্কার করা যায় কি?	(৩১/৪১৬)
”	সিরাজুল ইসলাম, কিশোরীনগর, দৌলতখালী, কুষ্টিয়া।	আমাদের গ্রামের শতকরা ২ ভাগ লোক মাত্র ছালাত আদায় করে। ছালাত পরিত্যাগ কারীর পরিণতি কি হবে?	(৩২/৪১৭)
”	শামীমা আখতার, কাথুলী, মেহেপুর।	বিদ'আতীরা নাকি 'হাউযে কাওছারে'র পানি পান করা থেকে বিরত থাকবে, কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/৪১৮)
”	এইচ,এম, মুহসিন, আরবী বিভাগ (২য় বর্ষ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	এক ব্যক্তির একটি গরুর অসুখ হ'লে মানত করে যে, সুস্থ হ'লে গরুটি কুরবানী করবে। কিন্তু সুস্থ হ'লে সে গরুটি বিক্রি করে দেয়। এখন সে কৃত মানত পূরণ করতে আগ্রহী। এক্ষণে কিভাবে তা সম্ভব?	(৩৪/৪১৯)
”	সানজিদা রহমান, ফুলবাড়িয়া হাট, উজলপুর, মেহেরপুর।	ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শস্য বা ব্যবসায়ী পণ্যে যাকাত দিতে হবে কি? যদিও উক্ত যাকাত দ্বারা ঋণ পরিশোধ সম্ভব নয়।	(৩৫/৪২০)

***

বাৎসরিক মোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২ টি, ২. দরসে কুরআন ৭টি, ৩. দরসে হাদীছ ২টি, ৪. প্রবন্ধ ৪৬টি, ৫. ছাহাবা চরিত ৭টি, ৬. মনীষী চরিত ২টি, ৭. অর্থনীতির পাতা ৪টি প্রবন্ধ, ৮. নবীনদের পাতা ৩টি প্রবন্ধ, ৯. চিকিৎসা জগৎ ৬ সংখ্যা, ১০. হাদীছের গল্প ৭টি, ১১. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৯টি, ১২. মহিলাদের পাতা ১টি প্রবন্ধ, ১৩. প্রশ্নোত্তর ৪২০টি। এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

হজ্জ যাত্রী ভাইগণের প্রতি

আপনি কি নল–ব্যালটী হজ্জ করতে আগ্রহী?

আপনি কি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জব্রত পালনে ইচ্ছুক?

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও হজ্জ কাফেলা প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিরক-বিদ'আত বিমুক্ত ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক হজ্জ সম্পাদনাই আমাদের ব্রত। নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আমাদের সেবা সমূহঃ

১. টিকিট, ভিসা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করা। ২. দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩. ঢাকা থেকে রওয়ানা হবার পূর্বে আমাদের নিজস্ব হজ্জ ক্যাম্পে থাকার ব্যবস্থা। ৪. মক্কা ও মদীনায় অবস্থানরত সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ গাইডের মাধ্যমে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ করানোর ব্যবস্থা করা। ৫. মক্কা ও মদীনায় থাকার জন্য আপনার পসন্দমত ঘর ভাড়া করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ৬. আপনার পাসপোর্ট করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা (প্রয়োজন হ'লে)। তবে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খরচ আপনাকে বহন করতে হবে।

হজ্জ কোন সাধারণ সফর নয়। বরং জান্নাত লাভের আশায় আল্লাহ্র ঘরের পানে যাত্রা। ছহীহ আক্বীদা, খালেছ নিয়ত এবং ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদিত না হ'লে সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবনের এই অন্যতম বুনিয়াদী ফরয আদায়ে ব্রতী হই।

যোগাযোগঃ

শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী
অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬০২০২ (বাসা)
মোবাইলঃ ০১৭-১৬৯৭৩২।